মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৬তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০২৩

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকাল করে, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খাদ্য থাকে, তাহ'লে তার জন্য যেন দুনিয়ার সকল কল্যাণ একত্রিত করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৩৪৬)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

جلد : ٢٦، عدد :٥، رجب وشعبان ١٤٤٤هـ/ فبراير ٢٠٢٣م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : রাজেহী মসজিদ, দাম্মাম, সঊদী আরব।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্ত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০; ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

হাদীছ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কিছু মোবাইল এ্যাপ

এ্যাপগুলো পেতে স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন-
https://cutt.ly/aGkuINB

আইটি বিভাগ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২০-০৫৯৪৪২, ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।

GET ON Google Play

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৬তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

রজব-শা'বান ১৪৪৪ হি.
মাঘ-ফাল্গুন ১৪২৯ বাং
ফেব্রুয়ারী ২০২৩ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪-টা থেকে ৫-টা)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

◆ **সম্পাদকীয়** ০২
◆ **দরসে কুরআন :** ০৩
▶ মানব সৃষ্টির ইতিহাস *-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*
◆ **প্রবন্ধ :**
▶ বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন ০৬
-মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
▶ পারিবারিক অপরাধ : কারণ ও প্রতিকার *(পূর্বপ্রকাশিতের পর)* ০৯
-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
▶ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসা ১৩
-ইহসান ইলাহী যহীর
▶ হাদীছ ও কুরআনের পারস্পরিক সম্পর্ক *(পূর্বপ্রকাশিতের পর)* ১৮
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
▶ পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার *(শেষ কিস্তি)* ২৩
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
▶ চিন্তার ইবাদত *(শেষ কিস্তি)* ২৭
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
▶ আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন *(২য় কিস্তি)* ৩১
-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী
▶ শবেবরাত ৩৩
-আত-তাহরীক ডেস্ক
◆ **করণীয়-বর্জনীয় :** ৩৬
▶ গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না!
◆ **চিকিৎসা জগৎ :** ৩৭
▶ শীতকালীন শাক-সবজির উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ
◆ **কবিতা :** ৩৯
▶ দিও না নরকের দহন
▶ ইজতেমার অপেক্ষায়
◆ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪০
◆ **মুসলিম জাহান** ৪২
◆ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
◆ **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
◆ **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ফেব্রুয়ারী ২০২৩

সম্পাদকীয়

২৬তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

২০২৩ সালের সিলেবাস

২০১৩ সাল থেকে স্কুল-কলেজে এবং ২০১৪ সাল থেকে আলিয়া মাদ্রাসাগুলির সিলেবাসে ডারউইনের নাস্তিক্যবাদী 'বিবর্তনবাদ' অনুসরণে মানুষকে বানরের পরিবর্তিত রূপ হিসাবে প্রমাণ করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। জনগণের আক্বীদা বিরোধী এই দুঃসাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের পুরস্কার স্বরূপ ভারতের 'ওয়ার্ল্ড এডুকেশন কংগ্রেস' ২০১৭ সালের ২৩-২৪শে নভেম্বর মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত তাদের ষষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন বামপন্থী শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদকে 'পরিবর্তনের অগ্রদূত' আখ্যায়িত করে 'World Education Congress Global Award for outstanding contribution to Education' পদকে ভূষিত করে। এতেই বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষামন্ত্রীরা কাদের উদ্দেশ্য হাছিলে কাজ করেন। দেশের আলেম-ওলামা, শিক্ষক-অভিভাবক সহ সর্বস্তরের জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ উপেক্ষা করে দেশ স্বাধীন হওয়ার বিগত ৫২ বছরের ইতিহাসে নিকৃষ্টতম সিলেবাস উপহার দিয়েছেন বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী।

ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক, নাস্তিক্যবাদী ডারউইন তত্ত্ব, নগ্ন ছবির ছড়াছড়ি, মুসলিম শাসকদের অবজ্ঞা, অন্যের লেখা চুরি, ভুল তথ্য পরিবেশন, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য বাদ দিয়ে হিন্দুত্ববাদকে অধিক গুরুত্ব প্রদান ইত্যাদিতে পূর্ণ বর্তমান সিলেবাসের নতুন বই সমূহ। যেমন ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর 'ইতিহাস ও সমাজ' বইয়ে বলা হয়েছে, বখতিয়ার খিলজী অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ও লাইব্রেরী ধ্বংস করেছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীর 'সামাজিক বিজ্ঞান' ও সপ্তম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' ও 'সামাজিক বিজ্ঞান' বইয়ে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিতুমীরের মুহাম্মাদী আন্দোলন, হাজী শরীয়তুল্লাহ্র ফারায়েযী আন্দোলন, বালাকোটের জিহাদ আন্দোলন, আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের খেলাফত আন্দোলন প্রভৃতি ভারত ও বাংলা ব্যাপী আন্দোলন সমূহের ভূমিকা বাদ দিয়ে সূর্যসেন, প্রীতিলতা, খুদিরাম, বাঘা যতিন প্রমুখদের স্থানিক ভূমিকাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। এসব বইয়ে বাংলাদেশের সুলতানী আমলের উজ্জ্বল শাসন ব্যবস্থাকে হীনভাবে দেখিয়ে তারা কীভাবে এদেশে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বর্ণভেদে জর্জরিত হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও শোষণ এমনকি কুখ্যাত ইংরেজ শাসন ও শোষণের কথা যথার্থভাবে তুলে ধরা হয়নি। রক্তচোষা জমিদারী প্রথাকে প্রকারান্তরে গুণগানই করা হয়েছে।

ষষ্ঠ শ্রেণীর 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী' বইয়ের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মানুষ আগে বানর ছিল, আর সেখান থেকেই কালের বিবর্তনে ধাপে ধাপে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে। অথচ ডারউইন নিজেও তার এই তত্ত্বের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। যেমন তিনি স্বীয় পৌত্রকে লেখা এক চিঠিতে বলেন, 'এক প্রজাতি অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে, যদিও এমন একটি ঘটনাও আমি প্রমাণ করতে পারব না, তথাপি আমি এই তত্ত্বে বিশ্বাস করি'। ফলে তখন থেকেই তাঁর বিবর্তন-অনুকল্প (Hypothesis) তথা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তর মতবাদটি বিজ্ঞানীদের নিকট সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। ...মজার কথা হ'ল, এর প্রধান মৌলিক সমস্যাগুলি চিহ্নিত করেছেন খোদ ডারউইন নিজেই। ...ফলে ডারউইন তত্ত্বের জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে' *(বিবর্তন তত্ত্ব ৩-৪ পৃ.; দ্র. লেখকের 'বিবর্তনবাদ' বই)*।

অথচ পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশের শিক্ষা সিলেবাসে ডারউইনের সেই মৃত মতবাদকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে। আর এজন্য জাতির মেরুদণ্ড ছাত্রসমাজকে ধ্বংস করার আত্মঘাতি পথ বেছে নেওয়া হয়েছে। কে না জানে যে, আন্তর্জাতিক ইহূদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র কখনোই তাওহীদ-রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের আপোষহীন স্বাধীন সত্তার বিপুল জনমানসকে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা বরদাশত করে না। আর এজন্যই তো গত বছরের জুন মাসে দেশের শিক্ষা খাতে ৪২৩ কোটি টাকা সহায়তা দিয়েছে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)'। আর বছর না যেতেই ২০২৩ সালের শিক্ষানীতিতে পড়েছে পশ্চিমাদের এই বিরাট অনুদানের কুপ্রভাব।

ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান, গণিত, শিল্প সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, জীবন ও জীবিকা, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিজ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষা' এই ৯টি বিষয়ের মধ্যে নাস্তিক্যবাদী বিবর্তনবাদ, প্রাচীন সভ্যতার নামে নগ্ন নারী মূর্তি, তিন শতাধিক পর্দাহীন মেয়ের ছবি, মেয়েদের ফুটবল খেলা ও শারীরিক কসরত, গান-বাজনা, হারমোনিয়াম, তবলা, গিটার, খেলাধুলা, মোবাইল-ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ দান, অশ্লীল ছবি প্রভৃতি ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। 'ইংরেজী' বইয়ে ১২টি কুকুর ও ১৪টি নেকড়ে বাঘের ছবি দেওয়া হয়েছে। যা ইউরোপীয় কুকুর সংস্কৃতিরই অংশ বিশেষ। 'স্বাস্থ্য সুরক্ষা' বইয়ে কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন, সমকামিতা ও লিঙ্গ পরিবর্তনের মত অস্বাভাবিক ব্যাপারটিকে স্বাভাবিক হিসাবে কিশোর-কিশোরীদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক ডজন মন্দিরের ছবি থাকলেও মসজিদের ছবি রয়েছে মাত্র ৩টি। ভ্রমণের জন্য দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরে যেতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভারতীয় মূর্তি ও মন্দির সংস্কৃতির প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক থেকে টুপি, পায়জামা, হিজাব ও সালামকে বিদায় করা হয়েছে।

৯টি বইয়ে যে সব মানুষের নাম ব্যবহৃত হয়েছে একটি মুসলিম দেশে সেগুলি নিতান্তই আপত্তিকর। যেমন : অনিকা, মিনা, লিটল র‍্যাড, প্লাবন, রতন, মেধা, দীপক, স্কট, রুপা, নন্দিনী, এস্তি, মিসেল, মিতা, রন, শেলী, নিনা, জয়া, সুবর্ণা, রায়, মনিকা চাকমা, রিনা গোমেজ, রাতুল, রমা, রবিন, শিশির, ডেভিড, প্রিয়াঙ্কা, অরবিন্দু চাকমা, মন্দিরা, শিশু, মিলি, সুনীল, মিনু চিনুক ইত্যাদি।

সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান 'অনুসন্ধানী পাঠ' বইয়ের একটি অংশে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক এডুকেশনাল সাইট থেকে নিয়ে হুবহু চুরি আর অনুবাদ করে ব্যবহার করার দায় স্বীকার করেছেন বইটির রচনা ও সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. হাসিনা খান *(সূত্র : দৈনিক ইনকিলাব,*

[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

মানব সৃষ্টির ইতিহাস

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ- ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ- ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ- 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির নির্যাস থেকে'। 'অতঃপর আমরা তাকে (পিতা-মাতার মিশ্রিত) জনন কোষরূপে (মায়ের গর্ভে) নিরাপদ আধারে সংরক্ষণ করি'। 'অতঃপর উক্ত জননকোষকে আমরা পরিণত করি জমাট রক্তে। তারপর জমাট রক্তকে পরিণত করি মাংসপিণ্ডে। অতঃপর মাংসপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে। অতঃপর অস্থিসমূহকে ঢেকে দেই মাংস দিয়ে। অতঃপর আমরা ওকে একটি নতুন সৃষ্টিরূপে পয়দা করি। অতএব বরকতময় আল্লাহ কতই না সুন্দর সৃষ্টিকারী!' *(মুমিনূন ২৩/১২-১৪)*।

উক্ত আয়াতগুলিতে মানব সৃষ্টির সূচনাগত ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমন : মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিণ্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ।[১] স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে *(দাহর ৭৬/২)*। উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার নির্গত লম্ফমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রাণু থাকে। আল্লাহ্র হুকুমে তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রীর ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আল্লাহ্র হুকুমে।

মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে *(যুমার ৩৯/৬)* দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমতঃ একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব কী? ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য কে প্রস্তুত করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন *('আবাসা ৮০/১৮-২০)*।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا- 'আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি (পিতা-মাতার) মিশ্রিত জনন কোষ হ'তে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমরা তাকে করেছি শ্রবণশক্তি সম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন' *(দাহর ৭৬/২)*।

আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জানতে পেরেছে মাত্র ১৮৭৫ সালে ও ১৯১২ সালে। তার পূর্বে এরিস্টটল সহ সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই *(সৃষ্টিতত্ত্ব ৪২১ পৃ.; নবীদের কাহিনী ১/২৫ পৃ.)*। অথচ রাসূলের হাদীছ এটিকে বাতিল ঘোষণা করেছে।

যেমন উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* বলেন, 'একদিন আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মে সুলায়েম (রাঃ) এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ সত্য বলায় লজ্জা পান না। নারীদের স্বপ্নদোষ হ'লে তাদের গোসল আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন সে পানি দেখে। এতে উম্মে সালামাহ লজ্জায় মুখ ঢাকেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল, নারীর কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, তোমার ডান হাত ধূলি ধূসরিত হৌক! না হ'লে তার সন্তান তার চেহারার সদৃশ কিভাবে হয়?' ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় বর্ধিতভাবে এসেছে, 'পুরুষের বীর্য গাঢ় ও সাদা এবং স্ত্রীর বীর্য পাতলা ও হলদে। উভয়ের মধ্যে (আল্লাহ্র হুকুমে) যেটি জয়ী হয় অথবা গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে সন্তান তার সদৃশ হয়'।[২]

আল্লাহ বলেন, لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُورَ- أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّإِنَاثًا وَّيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ-
'আল্লাহ্র জন্যই রাজত্ব নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের। তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে চান কন্যা সন্তান দান করেন ও যাকে চান পুত্র সন্তান দান করেন'। 'অথবা যাকে চান পুত্র ও কন্যা যমজ সন্তান দান করেন এবং যাকে চান বন্ধ্যা করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান' *(শূরা ৪২/৪৯-৫০)*।

বীর্য মাতৃগর্ভে ৬ দিন বুদ্বুদ আকারে থাকে। তারপর জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। ৩ মাসের আগে ছেলে বা মেয়ে চিহ্নিত হয় না। ৪ মাস পর তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়। তাতে বাচ্চা নড়েচড়ে ওঠে ও আঙ্গুল চুষতে থাকে। যাতে সে জন্মের পর মায়ের স্তন চুষতে পারে। এ সময় তার কপালে চারটি বস্তু লিখে দেওয়া হয়। আজাল, আমল, রিযিক, ভাগ্যবান বা হতভাগা।[৩]

উল্লেখ্য যে, মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া আদমের নাম হ'ল 'আদম' এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ'তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম

১. *মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭।*

২. *বুখারী হা/১৩০; মুসলিম হা/৩১৩; মিশকাত হা/৪৩৩-৩৪ 'গোসল' অনুচ্ছেদ।*

৩. *বুখারী হা/৭৪৫৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।*

হ'ল 'হাওয়া' *(কুরতুবী)*। আর আদম থেকেই আল্লাহ সকল মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَّنِسَآءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا– 'হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর ঐ জোড়া থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা সম্পর্কে সতর্ক থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক' *(নিসা ৪/১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদের সাথে উত্তম আচরণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হ'ল উপরের হাড় (সে হাড় থেকে নারীদের সৃষ্টি)। অতএব তুমি যদি তাকে সোজা করতে যাও, তবে ভেঙ্গে ফেলবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহ'লে সবসময় বাঁকাই থাকবে। সুতরাং তোমরা নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার কর'।[৪]

পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণী আল্লাহ্র একেকটি পৃথক সৃষ্টি। যেমন তিনি বলেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلاَ طَآئِرٍ يَّطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، 'পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণীকুল এবং দু'ডানায় ভর করে আকাশে সন্তরণশীল পক্ষীকুল তোমাদের মতই একেকটি সৃষ্টি' *(আন'আম ৬/৩৮)*। অতএব মানুষ ও বানর দু'টিই পৃথক জাতি। মানুষ কখনো বানর ছিল না এবং বানর কখনো মানুষ হয় না। আজও কোন বানর মানুষ হচ্ছে না।

অতঃপর মায়ের গর্ভে শিশুর আকৃতি গঠন সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ– 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি মায়ের গর্ভে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ৩/৬)*। তিনি আরও বলেন, خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ، 'তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন ব্যক্তি (আদম) হ'তে। অতঃপর তার থেকে তার জোড়া (হাওয়াকে) সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আট প্রকার গবাদিপশু। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে একটার পর একটা সৃষ্টির মাধ্যমে' *(যুমার ৩৯/৬)*। ঐ তিনটি অন্ধকার হ'ল মায়ের পেট, জরায়ু ও জরায়ু মুখ বা গর্ভাধার। আর সবকিছুই আল্লাহ নিজ হাতে করেছেন। যেমন তিনি বলেন, قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، 'হে ইবলীস! আমি যাকে আমার দু'হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোমাকে কোন্ বস্তু বাধা দিল?' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*।

মানুষ সৃষ্টির ৩টি পর্যায় নির্ধারণের মধ্যে প্রথমে অবয়ব গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে শক্তির আনুপাতিক হার বণ্টন, পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও সবশেষে রূহ সঞ্চার। মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হ'ল 'প্রোটোপ্লাজম' (Protoplasm)। যাকে বলা হয় 'আদি প্রাণসত্তা'। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য ফরাসী চিকিৎসাবিদ ও বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.) একে Bomb shell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর পরিমাণে ৪টি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন।

আর ৮টি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ'ল- ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও ৮টি পদার্থ পাওয়া যায় স্বল্প পরিমাণে। সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও যিংক। এই ২০টি উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা বা Protoplasm তৈরী হয়। জনৈক বিজ্ঞানী ১৫ বছর ধরে উক্ত উপাদানগুলি মিশিয়ে জীবন সৃষ্টির চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের 'কণা' পরিলক্ষিত হয়নি *(সৃষ্টিতত্ত্ব ৪০৮ পৃ.)*। এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে *(নবীদের কাহিনী ১/২৪)*।

কেননা রূহ সৃষ্টির ক্ষমতা কারু নেই। যেমন আল্লাহ বলেন, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً– 'আর ওরা তোমাকে প্রশ্ন করছে 'রূহ' সম্পর্কে। তুমি বল, রূহ আমার প্রতিপালকের একটি আদেশ মাত্র। আর এ বিষয়ে তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দান করা হয়েছে' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/৮৫)*। তিনি বলেন, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ– فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ– 'যখন তিনি কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে কেবল বলেন, হও। অতঃপর তা

৪. *নিসা ৪/১; বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায়।*

হয়ে যায়'। 'অতএব (সকল প্রকার শরীক হ'তে) মহা পবিত্র তিনি, যার হাতে রয়েছে সবকিছুর রাজত্ব এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে' *(ইয়াসীন ৩৬/৮২-৮৩)*।

সপ্তম শ্রেণীর 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' বইয়ে লেখা হয়েছে, শিক্ষার্থী 'নিসর্গ' বলছে, 'আমাদের আদি পুরুষেরা নাকি বানর ছিল?' উত্তরে শিক্ষিকা 'খুশি আপা' তাদেরকে 'লুসি'র গল্প শোনালেন। আর তা এই যে, ১৯৭৪ সালের ২৪শে নভেম্বর ইথিওপিয়ার হাডর এলাকায় বহু পুরানো একটি ফসিল কংকালের কিছু অংশ পাওয়া যায়। গবেষকরা বলছেন, এই কংকাল ছিল ৩২ লক্ষ বছর পূর্বেকার একজন নারীর। যার পায়ের হাড় ছিল প্রায় মানুষের মতোই। অতঃপর 'খুশি আপা'র নির্দেশ মতে শিক্ষার্থীরা মানুষ ও সমাজ কোথা থেকে এলো' সেটি বের করার জন্য স্ব স্ব কল্পনা মোতাবেক পরের দিন এ্যাসাইনমেন্ট জমা দিল। অতঃপর 'বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি' অধ্যায়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তারা একটি 'ফ্লো' ছক তৈরী করে ফেলল। যেখানে 'বিভিন্ন সময়ের মানুষ' শিরোনামে ৪টি ছবি দিয়ে দেখানো হয়েছে যে, বানর থেকে তারা অবশেষে একটি যুবতী নারীতে পরিণত হয়েছে। 'খুশী আপা' সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন। তাতে সবাই উক্ত পরিকল্পনার প্রশংসা করল।

যদি একথা সত্য হয়, তাহ'লে প্রশ্ন হয় বর্তমান যুগের মানুষ আর ৩২ লক্ষ বছর পূর্বেকার 'ফসিলে'র বানর কি একই? 'ফসিলে'র ঐ বানর কি এ যুগের মানুষের মত কথা বলতে পারত? তাদের কি এ যুগের মানুষের মত মেধা ছিল? এ যুগের কথিত এসব পণ্ডিতদের কাণ্ড দেখে মূসা (আঃ)-এর উম্মতের কথা মনে পড়ে। যখন তিনি 'তাওরাত' গ্রহণের জন্য ৪০ দিনের মেয়াদে তূর পাহাড়ে দ্রুত গমন করেন এবং বনু ইস্রাঈলদের তার পিছে পিছে আসতে বলেন। সেই সময় তার অনুপস্থিতিতে মুনাফিক 'সামেরী' স্বর্ণালংকার সমূহ পুড়িয়ে একটা গোবৎসের মূর্তি তৈরী করে। যা থেকে এক প্রকার শব্দ বের হ'ত। এতে সামেরী ও তার সঙ্গী-সাথীরা উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ- 'এটাই হ'ল তোমাদের উপাস্য ও মূসার উপাস্য। যা সে পরে ভুলে গেছে' *(ত্বোয়াহা ২০/৮৮)*।

মূসা (আঃ)-এর তূর পাহাড়ে গমনকে সে অপব্যাখ্যা দিয়ে বলল, মূসা বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে কোথাও চলে গিয়েছে। এখন তোমরা সবাই গো-বৎসের পূজা কর'।

মূসার বড় ভাই হারূণ (আঃ) তাদেরকে বললেন, 'হে আমার কওম! তোমরা এই গো-বৎস দ্বারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা অতীব দয়ালু। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল'। 'কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, মূসা আমাদের কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পূজায় রত থাকব' *(ত্বোয়াহা ২০/৯০-৯১)*।

বস্তুতঃ গো-বৎসের শব্দ থেকেই তারা ফিতনায় পড়ে গিয়েছিল *(কুরতুবী)*। অথচ সে কোন কথা বলতে পারত না এবং সে ছিল মূক-বধির ও বোবা। তবুও ইহূদী নেতারা তাকেই উপাস্য ভেবে নিয়ে পূজা শুরু করল। এ যুগেও কথিত 'ফসিলে'র ধোঁকায় পড়ে জ্ঞানী-গুণী লোকেরা নিজেদের আদি পুরুষ বানর ছিল বলে ধারণা করেছেন। অথচ এরূপ চিন্তা করাটাও মানুষের জন্য অপমানকর।

সেদিন মূসা (আঃ) গো-বৎস পূজায় নেতৃত্ব দানকারীদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন *(বাক্বারাহ ২/৫৪)*। এভাবে তাদের কিছু লোককে হত্যা করা হয়, কিছু লোক ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

অতঃপর তিনি উক্ত শিরকের প্রচলনকারী সামেরীর শাস্তি ঘোষণা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মূসা বলল, দূর হও। তোর জন্য সারা জীবন এ শাস্তিই রইল যে, তুই বলবি, 'আমাকে স্পর্শ করো না'। আর তোর জন্য রইল একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। যার ব্যতিক্রম হবে না। তুই তোর সেই উপাস্যের প্রতি লক্ষ্য কর যাকে নিয়ে তুই থাকতিস। আমরা সেটিকে (গো-বৎসটিকে) জ্বালিয়ে দেবই। অতঃপর ওটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে ছড়িয়ে দেবই' *(ত্বোয়াহা ২০/৯৫-৯৭)*।

অর্থাৎ মূসা (আঃ) সামেরীর জন্য পার্থিব জীবনে এই শাস্তি নির্ধারণ করেন যে, সবাই তাকে বর্জন করবে এবং কেউ তার কাছে ঘেঁষবে না। তিনি তাকেও নির্দেশ দেন যে, সে কারও গায়ে হাত লাগাবে না। সারা জীবন এভাবেই সে বন্য জন্তুর ন্যায় সবার কাছ থেকে আলাদা থাকবে। এটাও সম্ভবপর যে, পার্থিব আইনগত শাস্তির ঊর্ধ্বে খোদ তার সত্তায় আল্লাহ্র হুকুমে এমন বিষয় সৃষ্টি হয়েছিল, যদ্দরুন সে নিজেও অন্যকে স্পর্শ করতে পারত না এবং অন্যেরাও তাকে স্পর্শ করতে পারত না।

যেমন এক বর্ণনায় এসেছে যে, মূসা (আঃ)-এর বদদো'আয় তার মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সে কাউকে হাত লাগালে বা কেউ তাকে হাত লাগালে উভয়েই জ্বরাক্রান্ত হয়ে যেত' *(কুরতুবী, ত্বোয়াহা ২০/৯৫)*। এই ভয়ে সে সবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরত। কাউকে নিকটে আসতে দেখলেই সে চীৎকার করে বলে উঠতো لاَمِسَاسَ 'আমাকে কেউ স্পর্শ করো না'। বস্তুতঃ মৃত্যুদণ্ডের চাইতে এটিই ছিল কঠিন শাস্তি। যা দেখে অপরের শিক্ষা হয়।

প্রশ্ন হ'ল, বর্তমান যুগের এসব বানরবাদীদের শাস্তি কে দিবে? অথচ দেশের বানরগুলির একটিও মানুষ না হ'লেও মানুষের বাচ্চাগুলি সর্বত্র বাঁদরামী করছে। ইভটিজিং, খুন-ধর্ষণ, কিশোর গ্যাং, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক সেবন ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। প্রশাসন তাদেরকে ঠেকাতে ব্যর্থ হচ্ছে। সমাজ এদের কাছে অসহায় হয়ে পড়ছে। এরপরেও সরকারী শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে কিশোর-কিশোরীদের যৌন সুড়সুড়ি দেওয়া হচ্ছে। যাতে সমাজের অধঃপতন ত্বরান্বিত হচ্ছে। কি কৈফিয়ত দিবেন প্রশাসন ক্বিয়ামতের দিন?

বিদায়ের আগে রেখে যাও কিছু পদচিহ্ন

-মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভূমিকা :

যেসব আমলের উপকার আমলকারী থেকে অন্য মানুষের মাঝে সঞ্চারিত হয়, আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ঐ আমলগুলোই অধিক সহায়ক। কারণ এসব আমলের উপকার ও ছওয়াব শুধু আমলকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং অন্য মানুষ এমনকি অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও তা সঞ্চারিত হয়। ফলে এ কাজের ফল আমভাবে সবাই ভোগ করে।

এই উপকারী নেক আমলের মধ্যে আবার সেসব আমল আরো বেশী উত্তম, মৃত্যুর পরেও যার ছওয়াবের ধারা বন্ধ হয় না। মৃত্যুর পরে যখন মানুষ কবরে একাকী ও নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকবে, তখন সেসব আমলের ছওয়াব কবরের জীবনে তিনি পেতে থাকবেন। এজন্য যেকোন মুসলিমের কর্তব্য হবে নশ্বর এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে এমন কিছু আমল রেখে যাওয়া, যা দ্বারা পরবর্তীকালে অন্য মানুষ উপকৃত হবে এবং সেও এর মাধ্যমে কবরে ও পরকালে উপকৃত হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا– ‘বস্তুতঃ তোমরা নিজেদের জন্য যতটুকু সৎকর্ম অগ্রিম পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র নিকটে পাবে। সেটাই হ’ল উত্তম ও মহান পুরস্কার’ *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

কবি বলেন,

وَكُنْ رَجُلاً إِنْ أَتَوْا بَعْدَهُ + يَقُولُونَ مَرَّ وَهَذَا الأَثَرُ

‘তুমি হও এমন মানুষ, যার পরে অন্য যারা আসবে তারা বলবে, লোকটা চলে গেছে বটে, তবে রেখে গেছে এই পদচিহ্ন’।

আলোচ্য নিবন্ধে আমরা গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের নানা দিক তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।-

উপকারী আমলের প্রকারভেদ :

উপকার সাধনের দিক দিয়ে মানুষের আমল দু’প্রকার। (১) ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমল। আরবীতে বলে ‘আমলে ক্বাছের’ (عمل قاصر) (২) অন্যদের মাঝে সঞ্চারণশীল আমল। আরবীতে বলে ‘আমলে মুতা‘আদ্দী’ (عمل متعدي)। যে আমলের উপকারিতা ও ছওয়াব শুধুই আমলকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। যেমন- ছালাত, ছিয়াম, ই‘তিকাফ ইত্যাদি। আর যে আমলের উপকারিতা আমলকারী থেকে অন্যদের মাঝে সঞ্চারিত হয়, তা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। এ উপকারিতা ইহলৌকিক হ’তে পারে। যেমন- মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করা, অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ইত্যাদি। আবার পারলৌকিক হ’তে পারে। যেমন- আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে দাওয়াত প্রদান, শিক্ষাদান ইত্যাদি। এ শ্রেণীর আমলকে পরোপকারী আমলও বলা যায়।

উক্ত দু’প্রকার আমলের মধ্যে কোন প্রকার আমল শ্রেষ্ঠ সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ উপকারী আমল থেকে অন্যদের মাঝে উপকার সঞ্চারণশীল আমল শ্রেষ্ঠ। জনৈক ফক্বীহ এজন্যই বলেছেন, যে ইবাদত অত্যধিক কল্যাণপ্রসূ সেই ইবাদত সর্বোত্তম। কুরআন ও সুন্নাহতে প্রচুর আয়াত ও হাদীছ রয়েছে যাতে মানুষের উপকারে আত্মনিয়োগ করতে বলা হয়েছে, তাদের কল্যাণ করতে প্রেরণা যোগানো হয়েছে এবং তাদের অভাব ও প্রয়োজন মিটাতে এগিয়ে আসতে বলা হয়েছে। এখানে এমন কিছু হাদীছ তুলে ধরা হ’ল :

(১) আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ– ‘একজন আবেদের উপর একজন আলেমের মর্যাদা ততখানি যতখানি পূর্ণিমা রাতে তারকারাজির উপর চাঁদের মর্যাদা’।[১]

(২) খায়বার যুদ্ধকালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে বলেছিলেন, لأَنْ يَهْدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ– ‘যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ একজন ব্যক্তিকেও হেদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের (কুরবানীর) চাইতে উত্তম হবে’।[২]

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا– ‘যে ব্যক্তি হেদায়াত তথা ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে তার ঠিক ততটুকু ছওয়াব মিলবে যতটুকু তার কথা মান্যকারীদের মিলবে। মান্যকারীদের ছওয়াব তাতে মোটেও হ্রাস পাবে না’।[৩]

যেসব আমলের উপকার ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেসব আমলকারী যখন মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অন্যদের মাঝে সঞ্চারণশীল আমল যিনি করেন মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় না।

নবী-রাসূলগণকে পাঠানোর পিছনে মহান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যই ছিল মাখলূকের উপকার সাধন। তাঁরা মানব জাতিকে আল্লাহ্‌র পথ দেখিয়ে গেছেন। তাদের জীবন-জীবিকা যাতে কল্যাণময় হয় এবং আখেরাতে তারা উপকৃত হয় সে উপায় তাঁরা বলে গেছেন। তাঁরা মানুষের সংস্রব ত্যাগ করে নির্জনে

১. আবুদাউদ হা/৩৬৪১; ছহীহুল জামে‘ হা/৪২১২।
২. মুসলিম হা/২৪০৬ (৩৪)।
৩. মুসলিম হা/২৬৭৪।

বসবাস করবেন সেজন্য আল্লাহ পাক তাদের পাঠাননি। এজন্যই নবী করীম (ছাঃ) তাঁর সেসব ছাহাবীর কাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন যারা জনগণের সাথে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়ে নিরিবিলিতে আল্লাহ্র ইবাদতে মশগূল হ'তে মনস্থ করেছিলেন।[৪]

মূলতঃ অন্যদের মাঝে উপকার সঞ্চারণশীল আমল শ্রেষ্ঠ হওয়ার কথা সার্বিক বিবেচনায় বলা হয়েছে। নচেৎ অন্যদের মাঝে উপকার সঞ্চারণশীল আমল মাত্রই যে ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ কল্যাণমূলক আমল থেকে শ্রেয় হবে এমন কথা নয়। যেমন- ছালাত, ছিয়াম ও হজ্জ তো নিছকই ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ কল্যাণমূলক ইবাদত। আর এগুলো ইসলামের মূল স্তম্ভ ও ভিত্তি। এজন্যই জনৈক আলেম বলেছেন, إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَاتِ : الْعَمَلُ عَلَى مَرْضَاةِ الرَّبِّ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِمَا هُوَ مُقْتَضَى ذَلِكَ الْوَقْتِ وَوَظِيفَتُهُ 'শ্রেষ্ঠতম ইবাদত সেই আমল, যা প্রতি মুহূর্তে সময়ের দাবী মেনে মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টিকল্পে করা হয়'।[৫]

মানুষের উপকার সাধন নবী-রাসূলগণের বৈশিষ্ট্য :

অন্যদের মাঝে উপকার সঞ্চারণশীল আমল বা কাজ নবী-রাসূলগণের কর্মনীতির অন্তর্ভুক্ত। যারা নবী-রাসূলগণকে মেনে চলতে চান এবং তাদের পদচিহ্ন ধরে পথ চলতে চান তাদেরও কর্তব্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। নবী-রাসূলগণ ছিলেন সর্বাধিক মানবদরদী। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে তাঁরা মানুষকে আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভের উপায় ও পথ বলে গেছেন। পাপাচারের অন্ধকার থেকে পুণ্যের আলোয় উদ্ভাসিত পথের দিকে মানবজাতিকে বের করে আনতে তাঁরা অবিরাম চেষ্টা করে গেছেন। যে তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ব ব্যতীত দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান ও সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব নয় সেই তাওহীদের প্রতিই ছিল তাঁদের আহ্বান। তাঁরা কেবল মানবজাতির জন্য পরকালীন কল্যাণের কথাই ভাবেননি বরং তাদের জাগতিক কল্যাণের কথাও তাঁদের মাথায় ছিল।

ইউসুফ (আঃ) মিসররাজের খাদ্যবিভাগ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ 'ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করুন। নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ' *(ইউসুফ ১২/৫৫)*। তাঁর এ দায়িত্বগ্রহণের ফলে জনগণের অনেক উপকার হয়েছিল। দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে যখন আশেপাশের দেশগুলো দুর্ভিক্ষকবলিত, তখন তাঁর দক্ষ পরিচালনায় মিসরীয়রা দুর্ভিক্ষ থেকে নিরাপদ ছিল।

মূসা (আঃ) যখন মিসর থেকে মাদইয়ান গমন করেন তখন তিনি একদল লোককে তাদের পশুপালের পানি পান করাতে দেখতে পান। সেখানে দু'জন কিশোরী ছিল, যারা তাদের বয়সের স্বল্পতাজনিত দুর্বলতা হেতু তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারছিল না। তিনি কূয়ার মুখ থেকে পাথরের ঢাকনা সরিয়ে তাদের ছাগলগুলোর পানি পানের ব্যবস্থা করে দেন।[৬]

নবী করীম (ছাঃ)-এর পরোপকারিতার গুণ তো সুবিদিত। এ সম্পর্কে তাঁর নবুঅত লাভের দিন খাদীজা (রাঃ) বলেছিলেন, كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ– 'কখনই নয়, আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ কখনই আপনাকে অপদস্থ করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায় পরিবারের দায় বহন করেন, নিঃস্ব মানুষের আয়-রোযগারের ব্যবস্থা করে দেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং সত্যের পথে চলতে গিয়ে বিপদে পতিতদের সাহায্য করেন'।[৭]

এই একই পথের পথিক ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম ও নেককার লোকেরা।

আবুবকর (রাঃ) আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতেন এবং অভাবী লোকদের সাহায্য করতেন। এ কারণেই যখন তাঁর জাতি তাঁকে মক্কা থেকে বের করে দিতে চাইছিল তখন ইবনুদ দাগিন্নাহ নামক জনৈক মুশরিক বলেছিলেন, إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ– 'আপনার মতো মানুষ তো নিজ থেকে দেশ ছাড়তে পারে না, আর আপনাকে দেশছাড়া করাও যেতে পারে না। আপনি তো নিঃস্ব মানুষের আয়-রোযগারের ব্যবস্থা করে দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, অসহায় পরিবারের দায় বহন করেন, মেহমানদের সেবাযত্ন করেন এবং সত্যের পথে চলতে গিয়ে বিপদে পতিতদের সাহায্য করেন'।[৮]

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বিধবাদের খোঁজ-খবর নিতেন এবং রাতে সময় করে তাদের পানি যোগান দিতেন।

আলী বিন হোসাইন (রাঃ) রাতের আঁধারে মিসকীন-অভাবীদের বাড়িতে প্রতিনিয়ত রুটি দিয়ে আসতেন। যখন তিনি মারা গেলেন তখন থেকে তাদের এ সুযোগ বন্ধ হয়ে গেল। ইবনু ইসহাক বলেন, মদীনাবাসীদের মাঝে কিছু মানুষ প্রত্যহ খানাপিনা লাভ করতেন, কিন্তু তারা জানতেন না যে কোত্থেকে এই খাদ্য আসে। তারপর যখন আলী বিন হোসাইন যয়নুল আবেদীন মারা গেলেন তখন থেকে তারা সে সুযোগ হারিয়ে ফেলেন যা প্রত্যহ রাতে তাদের মিলত।[৯]

৪. *বুখারী হা/৪৭৭৬; মুসলিম হা/০৫।*
৫. *মাদারিজুস সালিকীন ১/৮৫-৮৭।*
৬. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩১৮৪২, সনদ ছহীহ (ইবনু কাছীর)।*
৭. *বুখারী হা/০৩।*
৮. *বুখারী হা/২২৯৭, ৩৯০৫।*
৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৩৯৩।*

এমনিভাবে এই উম্মতের নেককার লোকেরা যখনই মানবকল্যাণের সুযোগ পেয়েছেন তখনই তারা সে সুযোগ লুফে নিয়েছেন। যখনই তারা এমন সুযোগ পেয়েছেন তখনই তারা খুব আনন্দিত হয়েছেন এবং এ দিনকে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন গণ্য করেছেন।

সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) যখন তাঁর দরজায় কোন প্রার্থী-ফকীরকে দেখতে পেতেন তখনই বলে উঠতেন, 'স্বাগত জানাই তাকে, যিনি আমার পাপ ধুয়ে দিতে এসেছেন'।

ফুযাইল বিন আইয়ায (রহঃ) বলতেন, এই প্রার্থী-ভিক্ষুকরা কতই না ভালো! তারা আমাদের পাথেয় আখেরাত পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে বয়ে নিয়ে দাঁড়িপাল্লায় রেখে দিচ্ছে।

অন্যদের মাঝে সঞ্চারণশীল কল্যাণের প্রতিদান কিভাবে শ্রেষ্ঠ :

অন্যদের মাঝে সঞ্চারণশীল কল্যাণের প্রতিদান কিভাবে ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমল থেকে শ্রেষ্ঠ হ'ল সে সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছ থেকে কিছু বাণী তুলে ধরা হ'ল :

১. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'কালের শপথ! নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত, যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আছর ১০৩/১-৩)*।

মুফাস্সির আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সময়ের শপথ করেছেন যা কি-না রাত ও দিনের সমষ্টি এবং বান্দাদের ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্র। সময়ের শপথ করে তিনি বলেছেন, মানুষ মাত্রেই ক্ষতির মধ্যে। তবে চারটি গুণবিশিষ্ট মানুষ ক্ষতিমুক্ত। *[ক্রমশঃ]*

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

১৯শে জানুয়ারী ২০২৩)। বড় কথা হ'ল, ২০১৬ সাল থেকে দেশীয় মুদ্রণ শিল্প মালিকদের যুক্তিসঙ্গত দাবি উপেক্ষা করে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার পাঠ্যপুস্তক ভারত থেকে ছাপিয়ে আনার উদ্দেশ্য কি?

'সামাজিক প্রেক্ষাপটের বদল হলে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা বদলায়' প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২ খৃ.; পায়রাবন্দ, রংপুর) 'অবরোধবাসিনী' বইয়ের কয়েকটি উদ্ভট গল্প পরিবেশন করা হয়েছে। যেমন (১) এক বাড়ীতে আগুন লেগেছিল। গৃহিণী বুদ্ধি করে সব গয়না একটি বাক্সে ভরে ঘর থেকে বের হ'লেন। কিন্তু দরজায় এসে দেখলেন, পুরুষেরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। ফলে তিনি ঘরের মধ্যে ফিরে গিয়ে খাটের নীচে লুকালেন। এমতাবস্থায় তিনি আগুনে পুড়ে মরলেন। কিন্তু পুরুষ আছে বলে বাইরে বের হ'লেন না। (২) এক ভদ্র মহিলা বোরকা জড়িয়ে ট্রেন আর প্লাটফরমের মাঝখানে পড়ে গেলেন। লোকেরা তাকে উঠাতে গেলে তার গৃহপরিচারিকা বলল, খবরদার! বিবি ছাহেবার গায়ে হাত দিবেন না। আধা ঘন্টা চেষ্টা করেও পরিচারিকা তাকে উঠাতে পারল না। ফলে ট্রেন ছেড়ে দিল এবং ভদ্র মহিলা ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল। (৩) মোটা কাপড়ের বোরকা পরা বিশ/পঁচিশ জন হজ্জ যাত্রী মহিলা কলকাতা স্টেশনে এলেন। কিন্তু স্টেশনের ওয়েটিং রুমে বসলে লোকেরা দেখবে, সেই ভয়ে প্লাটফরমে উপুড়মুখী করে বসিয়ে তাদেরকে ভারী শতরঞ্জি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে থাকা হাজী ছাহেব দূরে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিতে লাগলেন। এভাবে কয়েক ঘণ্টা থাকার পর ট্রেন আসার সময় হ'ল। রেলের একজন কর্মচারী হাজী ছাহেবকে তার আসবাব-পত্র সরিয়ে নিতে বললেন। হাজী ছাহেব বললেন, ওগুলি আসবাব-পত্র নয়, বাড়ীর মেয়েরা। কর্মচারীটি ব্যস্ত হয়ে পুনরায় আসবাব-পত্র সরাতে বলল ও বস্তা মনে করে তাতে লাথি মারল। কিন্তু ভিতরে থাকা মহিলারা লাথি খেয়েও টুঁ-শব্দটি করেনি। (৪) একবার এক লেডিস কনফারেন্সে বেগম রোকেয়া আলীগড় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিজের জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, তিনি একবার বোরকা পরে এক বিয়ে বাড়ীতে গিয়েছিলেন। ছেলে-মেয়েরা তাকে দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। আরেকবার তিনি কলকাতায় এসে কয়েকজন বোরকা পরা মহিলা সহ একটি খোলা মোটরগাড়ীতে বের হয়েছিলেন। তখন কলকাতার ছেলেরা তাদের ভূত মনে করে ছুটে পালিয়েছিল' *(সপ্তম শ্রেণী, 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুশীলনী' বই ১২০-১২২ পৃ.)*।

আমরা বলব, এগুলো যদি সত্যি সত্যি বেগম রোকেয়ার লেখনী হয়, তবে তা অবশ্যই বাতিলযোগ্য। কারণ বাংলাদেশী মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক চেহারা কখনোই এরূপ ছিল না এবং আজও নয়। সর্বোপরি এগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে নগ্ন হামলা। জানা আবশ্যক যে, আজকাল বহু প্রকাশক, সম্পাদক বা সম্পাদনা পরিষদের লোকেরা অনেক প্রাচীন লেখকের বই নিজেদের মত করে প্রকাশ করে থাকেন। যার প্রমাণ আমাদের সামনে আছে।

বেগম রোকেয়া নিজে বোরকা পরতেন এবং তিনি ইসলামের পর্দা বিধান মেনে চলতেন, তার প্রমাণ তার নিজের লেখনীতেই রয়েছে। যেমন তিনি লিখেছেন, (১) 'আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের 'জঘন্য অবরোধপ্রথা'ই নাকি আমাদের উন্নতির অন্ত রায়।... তাহলে জেলেনী, চামারিনী, ডুমিনী প্রভৃতি স্ত্রী লোকেরা কি আমাদের চাইতে অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে? (২) আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠন সহ (বোরকা) মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই। (৩) পর্দা কিন্তু শিক্ষার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়ায় নাই। এখন আমাদের শিক্ষয়িত্রীর অভাব। এই অভাবটি পূরণ হইলে এবং স্বতন্ত্র স্কুল-কলেজ হইলে যথাবিধি পর্দা রক্ষা করিয়াও উচ্চশিক্ষা লাভ হইতে পারে। (৪) কেবল শাস্ত্র মানিয়া চলিলে অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। (৫) সভ্যতার সহিত অবরোধ প্রথার কোনই বিরোধ নাই *(বোরকা, মতিচূর, ১ম খণ্ড রোকেয়া রচনাবলী ৫৯-৬১ পৃ.)*।

আমরা বর্তমান সিলেবাস অনতিবিলম্বে বাতিল করে বিগত কোন একটি 'নাস্তিক্যবাদ' বিহীন সিলেবাস পুনর্বহালের আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন! *(স.স.)*।

পারিবারিক অপরাধ : কারণ ও প্রতিকার

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পারিবারিক অপরাধ দমনে ইসলামের নির্দেশনা

ইসলাম সকল প্রকারের অন্যায় ও অপরাধকে কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ সমূহ দূর করতে হ'লে ইসলামী আইনের শরণাপন্ন হ'তে হবে। এক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের নির্দেশনা ও বিধিবিধান পালন করতে হবে। পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ দমনে ইসলামী নির্দেশনার কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা :

পারিবারিক অপরাধ সমূহ দমন করতে হ'লে প্রথমে নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চর্চা করতে হবে। পরিবারের বিভিন্ন সদস্য বিশেষ করে পিতা-মাতা ও শিশু-কিশোরদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সকলকে নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হ'তে হবে। আর এ ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَق 'আমি মানব চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি'।[১] নৈতিক মূল্যবোধ মানব চরিত্রকে সুষমামণ্ডিত করে তুলে। এটা মানুষকে দেয় প্রবল ও দৃঢ় মানসিক শক্তি, যার বলে বলীয়ান হয়ে মানুষ যাবতীয় অন্যায় ও অপরাধ থেকে দূরে থাকে।

(২) পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা :

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল বা নষ্ট হ'লে পরিবারে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব-কলহ ও অপরাধ সংঘটিত হয়। তাই এ ধরনের অপরাধ দমন করতে হ'লে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার কোন বিকল্প নেই। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ও বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে সুগভীর ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক যোরদার করতে হবে। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার ব্যাপারে ইসলামে বহু নির্দেশনা রয়েছে। এ ব্যাপারে মহাগ্রন্থ কুরআনে বলা হয়েছে, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَه نَسَبًا وَصِهْراً- 'তিনিই মানুষকে পানি হ'তে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বিবাহগত সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন' *(ফুরক্বান ২৫/৫৪)*। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَاراً 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। পারিবারিক বন্ধন ছাড়া পবিত্র কুরআনের এসব নির্দেশ ও দৃষ্টিভঙ্গি কিছুতেই বাস্তবায়িত হ'তে পারে না। পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করার মাধ্যমে শান্তিময় দাম্পত্য জীবন লাভ করা সম্ভব।

(৩) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা :

পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধ সমূহ দূর করতে হ'লে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনই পারে অপরাধ প্রবণতাকে শূণ্যের কোঠায় নিয়ে আসতে। ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুতিই পারিবারিক অপরাধকে বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং সকলকেই ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসন পালন না করার কারণেই সর্বত্র অশান্তি বিরাজ করছে। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে সামাজিক অবক্ষয়, বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ রোধ করা সম্ভব। ধর্মের কারণেই মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে এবং অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে।

(৪) স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নতি :

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হ'তে হবে অত্যন্ত সুগভীর, মধুর ও ভালোবাসাপূর্ণ। এ সম্পর্ক হ'ল খুবই পবিত্র। এ সম্পর্কে অবনতি হ'লে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে এবং পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক ও সহযোগী। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের পোষাক' *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরলে বিভিন্ন পারিবারিক অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্র তৈরী হয়। কাজেই পারিবারিক অপরাধ রোধ করতে হ'লে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক থাকতে হবে। স্বামীর অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ করলে স্বামীর উচিত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা। স্ত্রী শরী'আত বিরোধী কোন কাজ না করলে অযথা তার প্রতি রাগান্বিত হওয়া সুন্নাহ বিরোধী কাজ। এক্ষেত্রে একজন মুমিন ব্যক্তির করণীয় সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, لاَيَفْرَكْ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا اخَرَ- 'কোন মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিন নারীর প্রতি (স্বামী স্ত্রীর প্রতি) ঘৃণা-বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ না করে। কারণ তার একটি স্বভাব পসন্দনীয় না হ'লেও অন্য কোন একটি স্বভাব পসন্দনীয় হবে'।[২]

(৫) সুশিক্ষা প্রদান :

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষা না থাকায় মানুষ শিক্ষিত হয়েও বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে বিনয়ী, সভ্য, ভদ্র ও মার্জিত করে গড়ে তুলে। নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানের মশাল নিয়ে সে তার পরিবার ও সমাজকে আলোকিত করতে পারে। পারিবারিক অপরাধসহ সকল ধরনের অপরাধ দূর করতে হ'লে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হ'তে হবে। এক্ষেত্রে কুরআনের ঘোষণা হ'ল, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ 'পড় তোমার প্রভুর নামে

* প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, খাসেরচর মাহমূদিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসা, ধল্লাবাজার, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ।

১. হাকেম হা/৪২২১; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২১৩০১; ছীহহাহ হা/৪৫।

২. মুসলিম হা/৩২৪০; আহমাদ হা/৮৩৪৫; ছহীহুত তারগীব হা/১৯২৮।

যিনি সৃষ্টি করেছেন' (*আলাক ৯৬/১*)। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ 'তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' (*যুমার ৩৯/৯*)। অপর এক আয়াতে আরো বলা হয়েছে يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوامِنْكُم وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ– 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তা ভালভাবে খবর রাখেন' (*মুজাদালা ৫৮/১১*)।

জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلي كُلِّ مُسْلِمٍ 'ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয'।[৩] এই হাদীছে যে কোন জ্ঞানকে ফরয করা হয়নি; বরং যে জ্ঞান ব্যক্তিকে সত্যিকারের মানুষ ও মুসলিম বানায় সে জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। এ জ্ঞানের প্রকৃত ধারক-বাহক যারা তারা যাবতীয় অন্যায় ও অপরাধ থেকে বিরত থাকে। আর এজন্য কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন, নবী-রাসূলগণের জীবনী, ছাহাবী, তাবেঈ ও মুসলিম মনীষীদের জীবনী এবং ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়ন করতে হবে।

(৬) দ্বীনী তা'লীম দেওয়া :

পারিবারিক অপরাধ রোধ করতে হ'লে শিশু-কিশোরদের শৈশবকাল থেকেই শরী'আতের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এ সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নিজ সন্তানদের শরী'আতের আদিষ্ট বিষয়াদি পালনে এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার হুকুম দাও। কারণ এটিই হ'ল জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকার উপায়'।[৪] প্রতিটি পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা। তাদের কর্তব্য হ'ল সন্তানদের ইসলামী আদব-কায়দার তা'লীম দেওয়া। শৈশবকাল থেকেই যদি তাদের নীতি-নৈতিকতা শেখানো হয় তবে তারা যাবতীয় অপরাধ থেকে দূরে থাকবে।

(৭) সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দান :

পিতা-মাতার উচিত শৈশবকাল থেকেই সন্তানদের শিষ্টাচার শিক্ষা দান করা। কাজেই প্রতিটি পরিবার থেকেই যদি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া হয় তবে পারিবারিক অপরাধসমূহ দমন করা অনেকটাই সহজ হবে।

(৮) সন্তানকে শারঈ বিধানমতে বিবাহ দান :

পারিবারিক জীবনে যেসব অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূলে রয়েছে বিয়ের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃংখলা। অধিকাংশ পরিবারে বিবাহের ক্ষেত্রে ইসলামী নীতির অনুসরণ করা হয় না। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে সবচেয়ে বেশী অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ)-এর ঘোষণা হ'ল, تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ– 'চারটি গুণ দেখে মেয়েদের বিবাহ করা হয়। আর তা হ'ল- তার ধন-সম্পদ, বংশ মর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী। সুতরাং তুমি দ্বীনদার মহিলাকেই প্রাধান্য দিবে। অন্যথা তোমার দু'হাত ধূলায় ধুসরিত হবে। অর্থাৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে'।[৫]

কাজেই বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্রী নির্বাচনে যদি দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া না হয় তবে সে পরিবারে নেমে আসতে পারে মহাবিপর্যয়। অনুরূপভাবে মেয়ে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ছেলের দ্বীনদারী দেখার কথাও বলা হয়েছে। মহানবী (ছাঃ) এ ব্যাপারে বলেছেন, اِذَاخَطَبَ اِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ اِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيْضٌ، 'তোমাদের নিকট যদি এমন কারো বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার দ্বীনদারী ও চরিত্র সন্তোষজনক, তাহ'লে তার সাথে বিয়ে দাও। অন্যথা যমীনে ফিৎনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে'।[৬]

উল্লেখ্য যে, পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভুল করলে পারিবারিক জীবনে অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ, নির্যাতনসহ অসংখ্য অপরাধের জন্ম হয়। তাই প্রত্যেকের উচিত, বিবাহের জন্য দ্বীনদার পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করা।

(৯) সদাচরণ করা :

পারিবারিক অপরাধ রোধ করতে হ'লে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একে অপরের প্রতি সদাচরণ করা উচিত। বিশেষ করে সন্তানদের উচিত পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। তাদের সাথে সদাচরণ না করলে জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। তাই এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হ'ল- وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، 'আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে' (*আনকাবূত ২৯/৮*)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, وَقَضى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো' (*বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩*)।

সুতরাং ছেলে-মেয়েদের সাথে সদাচরণ করা হ'লে পারিবারিক অপরাধ দমন করা অনেকটাই সম্ভব হবে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তানরাই বেশী পারিবারিক অপরাধ ঘটায়। তাই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার মাধ্যমেই একদিকে যেমন পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয় অপরদিকে পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের হারও ক্রমশ হ্রাস পাবে।

৩. ইবনু মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুত তারগীব হা/৭২; মিশকাত হা/২১৮।
৪. ইবনে জারীর তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।
৫. বুখারী হা/৫০৯০; মুসলিম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/৩০৮২।
৬. তিরমিযী হা/১০৮৪; ইরওয়া হা/১৮৬৮; মিশকাত হা/৩০৯০।

(১০) সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধের নীতি অনুসরণ :

পরিবার ও পরিবারের বাইরে সর্বত্রই একে অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। ছোটদের স্নেহ ও আদর করতে হবে এবং বড়দের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকাশ্য ঘোষণা হ'ল- مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا، 'যে আমাদের ছোটদের প্রতি স্নেহ করে না এবং বড়দের হক বোঝে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[7] সুতরাং পরিবার ও পরিবারের বাইরের সবাই এ হাদীছটি অনুসরণ করে যদি ছোটদের প্রতি স্নেহ করত এবং বড়দেরকে সম্মান করত তবে আমাদের পারিবারিক বন্ধন আরো সুদৃঢ় হ'ত এবং অপরাধ প্রবণতাও অনেক হ্রাস পেত।

(১১) পর্দার বিধান মেনে চলা :

পর্দা নারীর সৌন্দর্য ও মর্যাদার প্রতীক এবং নারীর সতীত্ব ও ইযযত-আব্রুর রক্ষাকবচ। নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায়। পারিবারিক অপরাধ সংঘটনের পিছনে যতগুলো কারণ আছে তার অন্যতম হ'ল ব্যক্তি জীবনে পর্দার বিধান মেনে না চলা। পর্দার বিধান মেনে না চলার কারণেই অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা, অপকর্ম, ব্যভিচার, ইভটিজিং, ধর্ষণ ও পরকীয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। কাজেই পরিবার ও পরিবারের বাইরে প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্র ঘোষণা হ'ল- قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ، ذَالِكَ اَزْكَى لَهُمْ، اِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ- 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য পবিত্রতর। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ২৪/৩০)*।

হাদীছে পর্দার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانَ- 'নারী আবৃত থাকার বস্তু। সে যখন পর্দাহীন হয়ে বের হয় তখন শয়তান তাকে আকর্ষণীয় করে দেখায়'।[8]

পর্দা ইসলামের একটি ফরয বিধান। কুরআন ও হাদীছে এ ব্যাপারে বহু দলীল রয়েছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা হ'লে একদিকে যেমন নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, তেমনি বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টির পথও বন্ধ হবে।

(১২) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা :

পারিবারিক অপরাধ রোধ করতে হ'লে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা গুনাহ। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর জন্য কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলা হয়েছে, وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَاللهُ بِه اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُوْلئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ- 'পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে এবং যে সম্পর্ক অটুট রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে ও পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাৎ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ আবাস' *(রা'দ ১৩/২৫)*।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, لاَتَعْبُدُوْنَ اِلاَّاللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنًا وَّذِى الْقُرْبى وَالْيَتَمى وَالْمَسَكِيْنِ، 'তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখতে হাদীছেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[9]

(১৩) মাদকদ্রব্যের ব্যবহার নির্মূল করা :

পারিবারিক ও সামাজিক অপরাধগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম কারণ। ইসলাম মাদকের ব্যাপারে কঠোর বিধি নিষেধ আরোপ করেছে। মদ হারাম হওয়ার ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী হ'ল, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ- 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক তীর সমূহ শয়তানের নাপাক কর্ম বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত হও। তাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে' *(মায়েদা ৫/৯০)*।

হাদীছেও মাদককে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ- 'প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই মদ এবং প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুই হারাম'।[10] আরেকটি হাদীছে এসেছে, ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তোমরা মাদকদ্রব্য পরিত্যাগ কর, কেননা তা নানা প্রকার অপকর্মের প্রসূতি। তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক আবেদ ব্যক্তি ছিল। এক কুলটা রমণী তাকে নিজের ধোঁকাবাজির জালে আবদ্ধ করতে মনস্থ

৭. আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩; আহমাদ হা/৭০৭৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৩।
৮. তিরমিযী হা/১১৭৩; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৫৫৯৮; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৯০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৪৪।
৯. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; আবুদাঊদ হা/১৬৯৮; তিরমিযী হা/১৯০৯; মিশকাত হা/৪৯২২।
১০. মুসলিম হা/২০০৩; আবুদাঊদ হা/৩৬৭৯; মিশকাত হা/৩৬৩৮।

করে। এজন্য সে তার এক দাসীকে তার নিকট প্রেরণ করে তাকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডেকে পাঠাল। তখন ঐ আবেদ ব্যক্তি ঐ দাসীর সাথে গমন করল। সে যখনই কোন দরজা অতিক্রম করত, দাসী পেছন থেকে সেটি বন্ধ করে দিত। এভাবে সেই আবেদ ব্যক্তি এক অতি সুন্দরী নারীর সামনে উপস্থিত হ'ল আর তার সামনে ছিল একটি ছেলে এবং এক পেয়ালা মদ। সেই নারী আবেদকে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি আপনাকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডেকে পাঠাইনি, বরং এজন্য ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনি আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবেন অথবা এই মদ পান করবেন অথবা এই ছেলেকে হত্যা করবেন। সেই আবেদ বলল, আমাকে এই মদের একটি মাত্র পেয়ালা দাও। ঐ নারী তাকে এক পেয়ালা মদ পান করাল। তখন সে বলল, আরও দাও। মোটকথা ঐ আবেদ আর থামল না, যাবৎ না সে তার সাথে ব্যভিচার করল এবং ঐ ছেলেকেও হত্যা করল। অতএব তোমরা মদ পরিত্যাগ কর। কেননা আল্লাহ্‌র শপথ! মদ ও ঈমান কখন সহাবস্থান করে না। এর একটি অন্যটিকে বের করে দেয়।'[১১]

মাদকদ্রব্য সুস্থ সমাজের জন্য একটি বড় অভিশাপ। এর ছোবলে আজ হারিয়ে যাচ্ছে অজস্র সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণী। দেশে এর বিরূপ প্রভাব ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। কাজেই পারিবারিক অপরাধ রোধ করতে হ'লে মাদকমুক্ত দেশ গড়ার শপথ নিতে হবে।

(১৪) পরিবারে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা :

ছালাত ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের অন্যতম একটি মাধ্যম। এটা মানুষের চরিত্র গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ছালাত ব্যক্তিকে পাপাচার ও অপরাধ করা থেকে দূরে রাখে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র ঘোষণা হ'ল, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ– 'ছালাত কায়েম কর। নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম হ'তে বিরত রাখে' *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। ছালাত মানুষকে বিনয়ী, নম্র ও ভদ্র করে তুলে। পরিবার ও সমাজের সকল সদস্যরা যদি ছালাত আদায় করে তবে পারিবারিক অপরাধ হ্রাস করা অনেকটাই সম্ভব হবে। অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষ যাতে বিরত থাকে, তার প্রতিষেধক হিসাবে ছালাত ফরয করা হয়েছে।

(১৫) কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ :

যারা অপরাধ করে তারা পাপী, এরা পরিবার ও সমাজ ধ্বংসকারী। তাই পারিবারিক জীবনে যারা অপরাধ করে তাদের বিচার করে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদানের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন, দায়েরকৃত মামলার ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। অপরাধ দমনে দেশীয় আইনের পাশাপাশি ধর্মীয় আইন চালু করতে হবে। ইসলাম অপরাধের ক্ষেত্রভেদে বেত্রাঘাত *(নূর ২ ও ৪)* রজম[১২] ও শিরশ্ছেদের *(আনফাল-১২, মুহাম্মদ-৪)* বিধান দিয়েছে। আর এ শাস্তিগুলো জনসমক্ষে[১৩] প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে সবাই শাস্তির কঠোরতা দেখে অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

উপসংহার :

অপরাধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী। এটা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে টেনে আনে চরম দুর্ভাগ্য ও হতাশা। অপরাধ শান্তি ও নিরাপত্তাকে বাধাগ্রস্ত করে। উপরোল্লেখিত অপরাধগুলো নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ। যারা এসব অপরাধের সাথে জড়িত সমাজের কেউ তাদের ভালো চোখে দেখে না। একটি কলুষতামুক্ত, নিরাপদ ও শান্তিময় সমাজ বিনির্মাণের জন্য উল্লেখিত অপরাধ সমূহ অবশ্যই পরিহার করতে হবে এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে। মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়, পরস্পরের প্রতি যে দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা যথাযথভাবে পালন, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বর্জন এবং মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জন প্রভৃতির মাধ্যমে অপরাধ দমন করা সম্ভব।

---

১১. নাসাঈ হা/৫৬৬৬-৬৭, সনদ ছহীহ।

১২. রজম অর্থ প্রস্তর নিক্ষেপ (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড)। শব্দটি কুরআনে এসেছে ৬৫ বার। 'লা রাজামা' অর্থাৎ অপরাধ করো না, শব্দটি এসেছে ৫ বার (সূরা হূদ ২২, নাহল ২৩, ৬২, ১০৯ ও গাফির ৪৩।

১৩. জনসমক্ষে শাস্তির বিধান : সূরা নূর ২ ও ৪, মুসলিম হা/৪৩৬৮, ৪৩৬৯ ও ৪৩৭০; বুখারী হা/১৪৮, ২৮০।

ডা. তামান্না তাসনীম
এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :
১.জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৮১০-০০০১২০, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৭৩৮-৮৪১২০৮।
দুপুর ৩.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত।

চেম্বার :
রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ
শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসা

*-ইহসান ইলাহী যহীর**

ভূমিকা : পৃথিবীর সবকিছুর চাইতে এমনকি নিজের, নিজ পরিবারের ও সন্তান-সন্ততির চাইতেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বাধিক ভালবাসা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য। আর রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার দাবী হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত সকল বাণী ও বিধানকে মেনে নেওয়া এবং এগুলির কোন একটিকেও উপেক্ষা না করা। অথচ রাসূল (ছাঃ)-এর উপর পবিত্র এই ভালবাসার ক্ষেত্রে কতিপয় মুসলমান অতিভক্তির আতিশয্যে বিভিন্ন রকম শিরক-বিদ'আতে লিপ্ত হয়ে থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করার প্রয়াস পাব।-

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার উদ্দেশ্য : রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার কতিপয় বিশেষ ও মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- (১) আল্লাহ্র ভালবাসাকে গুরুত্ব দেওয়া। কেননা রাসূল (ছাঃ)-কে ভালাবাসা আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনেরই অন্যতম উপায়। (২) রাসূল (ছাঃ) সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তিনি ক্বিয়ামতের দিন সমস্ত আদম সন্তান থেকে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হবেন। (৩) তিনি আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনকে যথাযথভাবে প্রচার করেছিলেন। (৪) শরী'আতের বিধানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় উম্মতের উপর রহমদিল ছিলেন। (৫) তিনি তাঁর উম্মতকে যথাসাধ্য নছীহত করেছেন এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে সম্ভবপর ধৈর্যধারণকারী ছিলেন। (৬) তিনি মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। (৭) রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসা দুনিয়া এবং আখেরাতে ছওয়াব লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাই তাঁকে ভালবাসার জন্য আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে চেষ্টা করতে হবে।

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার ঈমানী আলামত

রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার বেশকিছু ঈমানী আলামত বা নিদর্শন রয়েছে। নিম্নে কতিপয় আলামত উল্লেখ করা হ'ল।-

(১) সৃষ্টির সকলের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসাকে প্রধান্য দেওয়া : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'লেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ট নবী ও রাসূল এবং তিনি পৃথিবীবাসীর প্রতি প্রেরিত রহমত স্বরূপ। তাই তাঁকে যথাসাধ্য ভালবাসতে হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ، وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ– 'তুমি বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভাই, স্ত্রী, নিজ বংশ ও ধন-সম্পদ সমূহ তোমরা যা আয় কর, ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা হওয়ার আশংকা কর এবং বাসস্থান, তোমরা যাকে ভালবাস, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চাইতেও যদি এগুলি অধিক প্রিয় হয়; তাহ'লে তোমরা আল্লাহ্র শাস্তি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না' *(তওবা ৯/২৪)*।

(ক) নিজের পিতা-পুত্রের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালবাসা : এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, اَلنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَّعْرُوفًا، كَانَ ذَالِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا– 'নবী (মুহাম্মাদ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ট এবং তাঁর স্ত্রীগণ মুমিনদের মা। আর আল্লাহ্র কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরদের চাইতে। তবে তোমরা যদি তাদের প্রতি সদাচরণ কর সেটা স্বতন্ত্র বিষয়। আর এটাই মূল কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে' *(আহযাব ৩৩/৬)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ– 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় হব তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও সকল মানুষ হ'তে'।[১]

(খ) নিজের পরিবার এবং ধন-সম্পদের চাইতে রাসূল (ছাঃ)-কে অধিক ভালবাসা : আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছঃ) বলেন, لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ– 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকটে সর্বাধিক প্রিয় হব তার পরিবার, ধন-সম্পদ ও সকল মানুষ হ'তে'।[২]

(গ) নিজের জীবনের চাইতেও রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বাধিক ভালবাসা : আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি তখন ওমরের হাত ধরেছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিজের জীবন ব্যতীত আপনি আমার কাছে সকল কিছুর চাইতে অধিক প্রিয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, لاَ وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَإِنَّهُ الآنَ وَاللهِ لأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– الآنَ يَا عُمَرُ– 'না। যাঁর হাতে আমার

* *পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *বুখারী হা/১৫; মুসলিম হা/৪৪; মিশকাত হা/৭।*
২. *মুসলিম হা/৪৪; বায়হাক্বী শো'আব হা/১৩১২।*

প্রাণ ঐ সত্তার কসম! যতক্ষণ না আমি তোমার নিকটে তোমার জীবনের চাইতে প্রিয় হবো (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি পূর্ণ মমিন হ'তে পারবে না)। একথাশুনে ওমর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহ্র কসম! এখন আপনি আমার কাছে আমার নিজের জীবনের চাইতেও অধিক প্রিয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হে ওমর তুমি এখন প্রকৃত ঈমানদার হ'তে পারলে!'।[৩]

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত সমূহকে যথাযথভাবে ভালবাসা : তাঁর নির্দেশিত যেকোন বিষয় মেনে নেওয়া এবং সে বিষয়ে কোনরূপ ওযর-আপত্তি পেশ না করা। সেই সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহগুলির কোন একটি নিয়েও ঠাট্টা-বিদ্রূপ না করা। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হবে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হয় তাদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তারাই হবে সফলকাম' *(নূর ২৪/৫১)*।

(৩) রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা : রাসূল (ছাঃ)-এর জীবন চরিত গুরুত্বের সাথে অধ্যয়ন করা এবং তাঁর আদর্শে মুমিনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সাধ্যমত ঢেলে সাজানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর উপর অধিকহারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। তাই তাঁর উপর অধিকহারে দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা মুমিনের জন্য আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা তার প্রতি দরূদ ও যথাযথভাবে সালাম প্রেরণ কর' *(আহযাব ৩৩/৫৬)*।

(৫) রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবী ও পরিবারবর্গকে ভালবাসা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবায়ে কেরাম এবং পরিবারবর্গকে ভালবাসা প্রতিটি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। অথচ মুসলিম নামধারী শী'আরা হাতে গোণা কয়েকজন ছাহাবী ব্যতীত বাকীদেরকে 'কাফের' গণ্য করার ধৃষ্টতা দেখাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। এবিষয়ে প্রকৃত মুমিনদের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِينَ جَآءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ– 'যারা পরে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর, যারা ঈমানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রবর্তী। আর যারা ঈমান এনেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি অতিশয় করুণাময়, পরম দয়ালু' *(হাশর ৫৯/১০)*।

যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আলোচনায় দাঁড়িয়ে বললেন, ...وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، 'আর আমার পরিবারবর্গের বিষয়ে আমি তোমাদের আল্লাহ্র কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি'।[৪] অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গের যথাযথ সম্মান বজায় রাখতে হবে।

অথচ এই ভালবাসার অপব্যবহার করে আমাদের দেশে 'আওলাদে রাসূল' বা রাসূলের বংশধর হওয়ার দাবীদারগণ ধর্মপ্রাণ জনগণের নযর-নেয়াযের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে স্ব-ঘোষিত 'আওলাদে রাসূল'-এর মিথ্যা ফযীলত বর্ণনা করে থাকেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে তারা বংশপরম্পরায় রাসূল (ছাঃ)-এর বংশের সাথে মিলেও যায়নি অথবা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ-অনুকরণও করেন না। বরং তাদের কর্মকাণ্ড সমূহ বিভিন্ন শিরক-বিদ'আতে ভরপুর।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ– 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিও না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ওহোদ পর্বতের ন্যায় স্বর্ণ দান করে, তবুও তাদের কারুর এক মুদ (৬২৫ গ্রাম) কিংবা অর্ধ মুদ আমলের সমপরিমাণ হ'তে পারবে না'।[৫] অতএব ছাহাবায়ে কেরাম, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারবর্গ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের সৎকর্মশীল দাঈ ও কর্মীগণকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা মুমিনগণের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

(৬) রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের উদগ্র বাসনা : রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতবাসী হওয়ার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদগ্র বাসনা সদা জাগ্রত রাখা। সেই সাথে ফরয ও সুন্নাত সমূহের প্রতি পূর্ণভাবে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। যেমন (ক) রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ– 'আমার উম্মতের মধ্যে আমাকে অত্যধিক ভালবাসবে কতিপয় ব্যক্তি, যারা আমার বিগত হওয়ার পর আসবে। তাদের মধ্যে কেউ এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যে, যদি সে তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের

৩. *বুখারী হা/৬৬৩২; হাকেম হা/৫৯২২; আহমাদ হা/১৮০৭৬; ইবনুল মুলাক্কিন (৭২৩-৮০৪ হি. কায়রো, মিসর), আত-তাওযীহু লি শরহিল জামে'ইছ ছগীর হা/৬২৬৪-এর আলোচনা; ইবনু বাত্ত্বাল কুরতুবী, শরহ ছহীহুল বুখারী 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ ৯/৪৪ পৃ.।*

৪. *মুসলিম হা/২৪০৮; মিশকাত হা/৬১৩১।*
৫. *বুখারী হা/৩৬৭৩; মুসলিম হা/২৫৪০; মিশকাত হা/৬০০৭।*

বিনিময়েও আমাকে দেখতে পেত!'[৬] (খ) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلاَ يَرَانِي، ثُمَّ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَعَهُمْ- 'যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার কসম করে বলছি, তোমাদের উপর এমন এক সময় আসবে, যখন তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাবে না। অথচ আমার সাক্ষাৎ লাভ তোমাদের নিকট তখন তোমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের চেয়েও অধিক প্রিয় হবে'।[৭]

বেলাল (রাঃ) শাম দেশে ছিলেন। ওমর (রাঃ) সফরে শামের 'জাবিয়া'তে গেলে লোকেরা ওমর (রাঃ)-এর নিকট জানতে চাইলেন যে, বেলাল (রাঃ) আযান দিবেন কি-না? কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুবরণের পর বেলাল (রাঃ) আর কখনো আযান দেননি।- فَأَذَّنَ يَوْماً، فَلَمْ يُرَ يَوْماً كَانَ أَكْثَرَ بَاكِياً مِنْ يَوْمَئِذٍ، ذِكْراً مِنْهُم لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- 'অতঃপর তিনি একদিন আযান দিলেন এবং ঐদিন এমন অঝোরে কান্নাকাটি করলেন যে, ইতিপূর্বে বেলাল আর কখনো এরূপ কান্না করেননি। কেননা আযানে রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসার স্মৃতি তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল'।[৮]

(৭) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা : যারা ইসলামের শত্রু, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু, তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা নিষিদ্ধ। যেমন আল্লাহ বলেন, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 'যারা আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী তাদের কাউকে তুমি এমন পাবে না যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। যদিও তারা তাদের পিতৃপুরুষ, সন্তানাদি, ভ্রাতৃমণ্ডলী অথবা নিকটাত্মীয় হয়' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। অতএব শুধুমাত্র দাওয়াত পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাহ্যিক সদাচরণ ব্যতীত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা প্রতিটি মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার কতিপয় আমলী নিদর্শন

উপরে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার ক্ষেত্রে ঈমানী আলামত আলোচনার পর এক্ষণে তাঁকে ভালবাসার কতিপয় আমলী নিদর্শন আলোকপাতের প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।-

(১) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ দ্রুততার সাথে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা : এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত ও ছাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষিতে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।- যেমন **(ক)** আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ- 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে নিজেরা আহত হওয়ার পরও, তাদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে ও তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য রয়েছে মহা প্রতিদান' *(আলে ইমরান ৩/১৭২)*।

(খ) আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ হারামের আয়াত *(মায়েদাহ ৫/৯১)* নাযিল হওয়ার পর এক ব্যক্তি এসে বলল, আপনাদের কাছে এ সংবাদ এসে পৌঁছেছে কি? তারা বললেন, কি সংবাদ? অতঃপর সে বলল, মদ হারাম করা হয়েছে। তারা বললেন, হে আনাস! এই পাত্র সমূহের মদ ফেলে দাও। আনাস (রাঃ) বললেন যে, فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ- 'তারা এ বিষয়ে কোন প্রশ্নও করেননি এবং ঐ ব্যক্তির সংবাদে প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি-ও করেননি' *(বুখারী হা/৪৬১৭)*। কেননা আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। তিনি আরও বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا- 'যে রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করে। আর যে বিমুখ হয়, তবে আমি তোমাকে তাদের উপর সংরক্ষকরূপে প্রেরণ করিনি' *(নিসা ৪/৮০)*। অন্যত্র তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যকার নেতৃবর্গের' *(নিসা ৪/৫৯)*।

(গ) ইরবায বিন সারিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ...فَإِنَّهُ مَن يَّعِش مِنْكُم فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ-... 'কেননা আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অতিসত্বর বহুবিধ মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। তাকে মযবূতভাবে ধারণ করবে এবং মাড়ির দাঁত সমূহ দিয়ে কামড়ে ধরে থাকবে। সাবধান! দ্বীনের মধ্যে নতুন উদ্ভাবন থেকে বিরত থাকবে। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবন হ'ল বিদ'আত

৬. *মুসলিম হা/২৮৩২; মিশকাত হা/৬২৭৫।*
৭. *মুসলিম হা/২৩৬৪; মিশকাত হা/৫৯৬৯।*
৮. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১/৩৫৭ পৃ.।*

এবং প্রত্যেক বিদ'আতই হ'ল গোমরাহী'।[৯]

(ঘ) আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ) একদা খুৎবা চলাকালীন সময়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করলেন। তিনি তাঁকে বলতে শুনলেন, اِجْلِسُوا 'তোমরা বসে পড়'। তখন তিনি মসজিদের বাইরে যেখানে ছিলেন, সেখানেই বসে পড়লেন। এভাবে নবী করীম (ছাঃ) তাঁর খুৎবা সমাপ্ত করলেন। আর এই ঘটনাটি তিনি জানতে পারলেন। অতঃপর তিনি দো'আ করে বললেন, زَادَكَ اللهُ حِرْصًا عَلَى طَوَاعِيَةِ اللهِ وَطَوَاعِيَةِ رَسُولِهِ– 'আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন আল্লাহ্র আনুগত্যে ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে'।[১০]

(ঙ) মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জনৈকা আনছার মেয়েকে বিবাহের বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করি। তিনি বললেন, اِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، 'তুমি যাও এবং তাকে দেখে নাও। কেননা তাতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালবাসার সৃষ্টি হবে'। অতএব আমি উক্ত আনছার মেয়ের পিতার নিকটে এসে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম এবং সেই সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর কথাটিও তাদেরকে অবহিত করলাম। কিন্তু আমার মনে হ'ল যে, তারা এটা অপসন্দ করলেন। রাবী বলেন, মেয়েটি পর্দার আড়াল থেকে উক্ত বর্ণনা শুনে বলল, যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আপনাকে পাত্রী দেখার আদেশ দিয়ে থাকেন, তবে আপনি দেখে নিন। অন্যথায় আল্লাহ্র দোহাই (আমাকে দেখবেন না)। মুগীরা (রাঃ) বলেন, আমি তাকে দেখে নিলাম এবং বিবাহ করলাম। পরবর্তীতে মুগীরা (রাঃ) তার সাংসারিক সুখ ও সুসম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করে কৃতজ্ঞ হ'তেন'।[১১] অতএব সার্বিক জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ দ্রুততার সাথে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

(২) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা : চতুর্থ হিজরীতে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রেরিত 'বিরে মাঊনা'র দাওয়াতী কাফেলার অন্যতম সদস্য হারাম বিন মিলহান (রাঃ)-কে যখন পিছন থেকে বর্শা নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি নিজ দেহের ফিনকি দেওয়া রক্ত দু'হাতে নিজের চেহারা এবং মাথায় মেখে বলে উঠলেন, اَللهُ أَكْبَرُ، فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ– 'আল্লাহু আকবার! কা'বার রবের কসম!! আমি সফলকাম হয়েছি'।[১২] অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশে দাওয়াত প্রদান ও সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনের জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। আর শাহাদত লাভের মাধ্যমে তিনি সফলকাম হয়েছেন।[১৩]

অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও সুন্নাত সমূহকে রক্ষার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সোচ্চার ছিলেন, আমাদেরকেও সেভাবে সুন্নাত রক্ষায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(৩) শরী'আতের সর্বোচ্চ ধারক হিসাবে রাসূল (ছাঃ)-কে মেনে নেওয়া : রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি ভালবাসার অন্যতম নিদর্শন হ'ল, রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত বিধান সর্বান্তকরণে মেনে নেওয়া। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا– 'অতএব তোমার প্রতিপালকের কসম! তারা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না, যতক্ষণ তারা তাদের মীমাংসার বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালাকারী হিসাবে মেনে না নিবে। অতঃপর তোমার প্রদত্ত সিদ্ধান্তে তাদের অন্তরে কোনরূপ কুটিলতা রাখবে না এবং সম্পূর্ণরূপে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-কে দ্বীন ও শরী'আতের সর্বোচ্চ ধারক ও বাহক হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সর্বান্তকরণে রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ হাদীছ সমূহ বাস্তব জীবনে মেনে নিতে হবে।

(৪) রাসূল (ছাঃ)-এর ভালবাসায় বাড়াবাড়ি না করা : পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের নিয়ে তাদের উম্মতের অতিভক্তি, মতানৈক্য ও বাড়াবাড়িতে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল'।[১৪] তাদের উক্ত বিষয়ে সাবধান করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَا تُطْرُونِى كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ– 'তোমরা আমার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমনটি খৃস্টানরা মরিয়ম তনয় ঈসাকে নিয়ে করেছে। আমি তো আল্লাহ্র বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূলই বল'।[১৫]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুপীড়া শুরু হ'লে তিনি একটা চাদরে নিজের মুখমণ্ডল ঢেকে নিলেন। যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হ'ল, তখন মুখমণ্ডল হ'তে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললেন, لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ– 'আল্লাহ্র লা'নত ইহূদী ও খৃষ্টানদের প্রতি, যারা তাদের নবীগণের কবর সমূহকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে'।[১৬] এ কথা বলে তিনি মুসলমানদেরকে ভক্তির আতিশয্যে কবর পূজার শিরকে লিপ্ত হওয়া থেকে সতর্ক করেছিলেন।

৯. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১৬৫।
১০. ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ৪/৭৩; ইবনু কাছীর, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ ৩/৪৮৭; আল-বিদায়াহ ৪/২৫৮।
১১. ইবনু মাজাহ হা/১৮৬৬; আহমাদ হা/১৮১৬২; বায়হাক্বী হা/১৩৮৭২; মিশকাত হা/৩১০৭; ছহীহাহ হা/৯৬-এর আলোচনা।
১২. বুখারী হা/২৮০১, ৪০৯১; আহমাদ হা/১২৪২৫; মুসলিম হা/৬৭৭।
১৩. ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী হা/৪০৯০-এর আলোচনা ৭/৩৮৮ পৃ.।
১৪. মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫।
১৫. বুখারী হা/৩৪৪৫; মিশকাত হা/৪৮৯৭।
১৬. বুখারী হা/৪৩৫-৪৩৬; মুসলিম হা/৫৩১; মিশকাত হা/৭১২।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আলাপচারিতার সময় বলল, مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، 'যা আল্লাহ ও আপনি ইচ্ছা করেন'। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, جَعَلْتَنِى لِلَّهِ عَدْلاً، مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ– 'তুমি তো আমাকে আল্লাহ্র সমতুল্য গণ্য করলে। বরং (বল) একমাত্র আল্লাহ ইচ্ছা করেন'।[১৭]

আনাস বিন মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا، 'হে মুহাম্মাদ, হে আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র। আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির সন্তান'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ، وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِى فَوْقَ مَنْزِلَتِى الَّتِى أَنْزَلَنِى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ– 'হে জনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে। বরং আমি আব্দুল্লাহ্র পুত্র 'মুহাম্মাদ'। আমি আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ্র কসম! আমি পসন্দ করিনা যে, মহান আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদা প্রদান করেছেন, তোমরা অতিরঞ্জিত করে আমাকে তার ঊর্ধ্বে উঠাবে'।[১৮]

(৫) রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখা : পৃথিবীর দিকে দিকে নাস্তিক-মুরতাদরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শান-মান হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সদা অপতৎপর থাকে। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উচ্চ সম্মান যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্য মুমিনদেরকে সজাগ থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ– 'যারা আনুগত্য করে এই রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, এ বিষয়ে তারা তাদের কিতাব তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পেয়েছে। যিনি তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দেন ও অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করেন। তিনি তাদের জন্য পবিত্রগুলি হালাল করেন ও অপবিত্রগুলো নিষিদ্ধ করেন এবং তাদের উপর থেকে বোঝা ও শৃংখল সমূহ নামিয়ে দেন যা তাদের উপরে ছিল। অতএব যারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাকে সম্মান করেছে ও সাহায্য করেছে এবং সেই জ্যোতির্ময় কুরআনের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযিল হয়েছে, তারাই হ'ল প্রকৃত সফলকাম' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*।

(৬) রাসূল (ছাঃ)-এর বাণীকে উপেক্ষা না করা : রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ, হাদীছ অথবা বিধান পেলে মাথা পেতে মেনে নেওয়া যরূরী। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا– 'কোন মুমিন পুরুষ বা মুমিনা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন অধিকার নেই, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ প্রদান করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে সুস্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসার দাবী হ'ল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত কোন বাণী ও বিধানকে উপেক্ষা না করা এবং যথাযথভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন পরিচালনা করা।

(৭) রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধানকে বাস্তবায়ন করা : বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, ইযম-তরীকা, জাতীয় ও বিজাতীয় মতবাদ সমূহকে পরিহার করে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র আলোকে ঈমান আনয়ন করা প্রতিটি মুমিনের যরূরী কর্তব্য। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধান আল্লাহ্র-ই প্রেরিত অহি। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى– مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى– إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوحَى– 'কসম নক্ষত্ররাজির যখন সেগুলি অস্ত যায়'। 'তোমাদের সাথী ভ্রষ্ট হয়নি এবং ভ্রান্তও হয়নি'। 'আর সে খেয়াল-খুশীমত মনগড়া কোন কথাও বলে না'। 'সেটিতো কেবলমাত্র অহি ব্যতীত নয়, যা তার নিকট প্রেরণ করা হয়' *(নাজ্ম ৫৩/১-৪)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধানের প্রতি মুশরিকদের সন্দেহের প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُّفْتَرَى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ– 'আর এই কুরআন তো এমন নয় যে, আল্লাহ ব্যতীত যা অন্যের কাছ থেকে রচিত হয়েছে। বরং এটি পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের প্রত্যয়নকারী এবং কিতাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানকারী। যাতে কোনই সন্দেহ নেই। এটি জগত সমূহের প্রতিপালকের নিকট হ'তে প্রদত্ত' *(ইউনুস ১০/৩৭)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর আনীত বিধানে ঈমান আনা ও তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভালবাসার অন্যতম প্রধান শর্ত।

[ক্রমশঃ]

১৭. *আহমাদ হা/৩২৪৭; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৯৫৭৩; ছহীহাহ হা/১০৯৩।*

১৮. *আহমাদ হা/১৩৫৫৩; নাসাঈ কুবরা হা/১০০০৭; ছহীহাহ হা/১৫৭২।*

হাদীছ ও কুরআনের পারস্পরিক সম্পর্ক

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৫) আম ও খাছের মাধ্যমে ব্যাখ্যা প্রদান :

হাদীছ দ্বারা যেমন কুরআনের আহকাম মানসূখ হ'তে পারে, তেমনি হাদীছ দ্বারা কুরআনের কোন আম হুকুমকে খাছ বা খাছ হুকুমকে আম করা যায়। এ বিষয়ে চার ইমামসহ জমহূর ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন।[১] যেমনভাবে ইমাম শাফেঈ তাঁর الرسالة গ্রন্থে এই শিরোনামে অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন, باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة علي أنه يراد به الخاص অর্থাৎ 'যে আয়াতটি 'আম' হিসাবে নাযিল হয়েছে, কিন্তু সুন্নাহ দ্বারা তা থেকে খাছ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে'।[২] এই অনুচ্ছেদ রচনা করে ইমাম শাফেঈ বুঝাতে চেয়েছেন যে, কুরআনের 'আম'ভাবে উল্লেখিত কোন বিষয়ও সুন্নাহ দ্বারা 'খাছ' হ'তে পারে। ইবনু হাযম আল-আমিদীও এ মতের সপক্ষে অনেক প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[৩]

এতে কুরআন ও সুন্নাহ্র মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ বা বৈপরীত্য সৃষ্টি হয় না। বরং এতে সুন্নাহ ব্যাখ্যাকারের ভূমিকা পালন করে। যারা কুরআন ও সুন্নাহকে আলাদা করে দেখেন এবং উভয়ের মধ্যে স্তরবিন্যাস করেন তারা প্রকারান্তরে সুন্নাহ্র অবস্থানকে ক্ষুণ্ণ করার অপপ্রয়াস চালান। যা মোটেই যথার্থ নয়। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মানবজাতির নিকটে আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছেন *(আহযাব ৩৩/২১)* এবং তাঁর মাধ্যমে স্বীয় ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেজন্য কুরআন ও হাদীছের মধ্যে কোন বৈপরীত্যে সৃষ্টির সুযোগ নেই। আর ইসলামী শরী'আতে হাদীছের অবস্থানকে কুরআন থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার সুযোগ নেই। সুতরাং যারা মনে করেন 'খবরে আহাদ' দ্বারা কুরআনী হুকুমকে 'খাছ' করা যাবে না, তাদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।[৪] সাঈদ ইবনু জুবায়ের থেকে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূল (ছাঃ) থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'কিন্তু আল্লাহ্র কিতাবে এর বিপরীত রয়েছে'। তখন সাঈদ ইবনু জুবায়ের তাকে (ধমক দিয়ে) বললেন, لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله تعالى منك، 'আমি যেন এমন না দেখি যে, তোমাকে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করছি আর তুমি আল্লাহ্র কিতাব পেশ করে তার বিরোধিতা করছ। কারণ রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে তোমার চেয়ে অধিক অবগত ছিলেন'।[৫]

নিম্নে এর কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হ'ল।-

ক. আল্লাহ বলেন, فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর' *(নিসা ৪/১০৩)*। এই 'আম' আয়াতটিকে রাসূল (ছাঃ) পরে 'খাছ' করেছেন মুক্বীমের জন্য যোহরের ছালাত চার রাক'আত এবং মুসাফিরের জন্য ২ রাক'আত নির্ধারণ করার মাধ্যমে।[৬]

খ. মাহরাম নারী সম্বন্ধে উল্লেখ করার পর আল্লাহ বলেন, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، 'এরা ছাড়া সকল নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(নিসা ৪/২৪)*। ছাহাবীদের ঐক্যমতে এই আয়াতের 'আম' নির্দেশনাকে রাসূল (ছাঃ) খাছ করেছেন এবং কোন নারীকে তার ফুফু ও খালার সাথে একত্রে বিবাহ করা নিষিদ্ধ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، 'রাসূল (ছাঃ) কোন নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন'।[৭] এই হাদীছটি খবরে ওয়াহিদ।

গ. মহান আল্লাহ্র বাণী : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু ও রক্ত' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। অথচ হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত টিড্ডি ও মাছ এবং কলিজা ও প্লীহার রক্ত হালাল। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ : فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، 'দু'প্রকারের মৃত জন্তু এবং দু'প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। মৃত জন্তু দু'টি হ'ল টিড্ডি ও মাছ। আর দু'প্রকারের রক্ত হ'ল কলিজা ও প্লীহা'। ইমাম বায়হাক্বী ও অন্যরা মারফূ' ও মাওকূফ উভয় সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মাওকূফ হাদীছের সনদটি ছহীহ এবং এটি মারফূ'র হুকুমে (যেহেতু ছাহাবী নিজস্ব মতের আলোকে এমনটি বলতে পারেন না)।[৮] সুতরাং হাদীছে দু'প্রকার মৃত অর্থাৎ মাছ ও টিড্ডি পাখি[৯] এবং দু'প্রকার রক্ত অর্থাৎ কলিজা ও প্লীহাকে হালাল করা হয়েছে।[১০]

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা কুরআনে আমভাবে বর্ণিত রক্ত ও মৃত জন্তুর হারাম হওয়ার হুকুম থেকে মৃত টিড্ডি, মাছ, কলিজা ও প্লীহাকে খাছ করা হয়েছে। অর্থাৎ এগুলি হাদীছ দ্বারা হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

---

১. *আল-আমিদী, আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ২/৩৪৭ পৃ.।*
২. *ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ, পৃ. ৬৪।*
৩. *আল-আমিদী অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন (يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة), আল ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ২/৩৪৭ পৃ.; ইবনু হাযম অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন (فيمن قال لا يجوز تخصيص القرآن بالخبر والرد عليه) আল ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম, ২/১৯৬ পৃ.।*
৪. *ড. মুহাম্মাদ লোকমান আস-সালাফী, মাকানাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ১৩৭।*
৫. *দারেমী হা/৬১০।*
৬. *বুখারী হা/৩৫০; নাসাঈ হা/৪৫৪।*
৭. *বুখারী হা/৫১০৮-১০।*
৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১১৮।*
৯. *এক প্রকার ছোট মরুপক্ষী; যা সচরাচর আরবরা শিকার করে খেত।*
১০. *আহমাদ হা/৫৭২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩২১৮, ৩৩১৪।*

ঘ. উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ বলেন, يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، 'আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন যেন একজন পুরুষ দু'জন নারীর সমপরিমাণ অংশ পায়' *(নিসা ৪/১১)*।

এই 'আম' আয়াতটি থেকে ছাহাবীগণ হত্যাকারী এবং কাফিরদেরকে 'খাছ' করে নিয়েছেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত, لاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا 'হত্যাকারী উত্তরাধিকারী হয় না'।[১১] অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، 'কোন মুসলিম কাফেরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না, কোন কাফিরও মুসলিমের সম্পদের উত্তরাধিকারী হয় না।[১২]

(৬) দু'টি বিষয়ের মধ্যবর্তী সমস্যার সমাধান :

পবিত্র কুরআনে সাধারণত একটি বিষয়ে হালাল-হারামের মত পরস্পর বিপরীতমুখী হুকুম প্রদান করা হয় না। তবে অনেক সময় এমন কিছু বিষয় থাকে যাকে হালালও বলা যায় না, আবার হারামও বলা যায় না। এ সকল বিষয়ে হাদীছ বা সুন্নাহ হালাল রাস্তা অবলম্বন করা বা হারাম থেকে বাঁচার জন্য কিছু মূলনীতি ব্যাখ্যা করেছে। নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহে যা পরিস্ফুট হয়।

ক. আল্লাহ উত্তম জিনিসসমূহ হালাল করেছেন এবং মন্দ জিনিসসমূহ হারাম করেছেন। কিন্তু ভালো ও মন্দের মাঝে এমন কিছু রয়েছে যা সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। রাসূল (ছাঃ) এ সকল সন্দেহজনক বিষয়াদিকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যেমন গৃহপালিত গাধা, দন্ত-নখরওয়ালা হিংস্র পশু ও পাখি কুরআনে হারাম করা হয়নি, অথচ হাদীছে তা হারাম করা হয়েছে।[১৩] অনুরূপভাবে টিড্ডি[১৪] এবং খরগোশকে[১৫] উত্তম জিনিস হিসাবে গণ্য করে হালাল করা হয়েছে।

খ. আল্লাহ সাধারণ পানীয়কে হালাল করেছেন এবং মাদককে হারাম করেছেন। কিন্তু সাধারণ পানীয় ও মাদকের মাঝে এমন কিছু পানীয় রয়েছে যা মৌলিকভাবে মাদক নয়, কিন্তু মাদকতা আনতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। যেমন *দুব্বা*, *মুযাফ্ফাত*, *নাকীর* প্রভৃতি মাদক বানানোর পাত্রে প্রস্তুতকৃত নাবীয (এক প্রকার তরল খাবার)। রাসূল (ছাঃ) এ সকল জিনিসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন মাদকতার সম্ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য। পরবর্তীতে তিনি যখন দেখলেন নাবীযের মূল উপাদান পানি ও মধু তথা হালাল বস্তু; তখন তিনি নাবীযকে হালাল করেন এবং বলেন, وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الِانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، 'ইতোপূর্বে আমি তোমাদেরকে নাবীয তৈরী করতে নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন করতে পার। আর প্রতিটি নেশা আনয়নকারী বস্তুই হারাম।[১৬]

গ. আল্লাহ মুসলমানদের জন্য প্রশিক্ষিত প্রাণীর শিকারকৃত হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়া বৈধ করেছেন। এখান থেকে বোঝা যায়, প্রাণী যদি প্রশিক্ষিত না হয়, তবে তার শিকার করা প্রাণী খাওয়া যাবে না। কেননা সেটা সে নিজের জন্য শিকার করেছে। এখন যদি কোন প্রাণী প্রশিক্ষিত হয়, আবার নিজের শিকার করা প্রাণী থেকে নিজে কিছু ভক্ষণ করে, তবে তা কি খাওয়া বৈধ হবে? কেননা প্রাণীটি নিজের জন্যই তা শিকার করেছে। এ দ্বন্দ্বের সমাধান সুন্নাহ দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) এর সমাধানে বলেন, فَإِنْ أَكَلَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، 'যদি প্রাণী নিজে খায়, তাহ'লে তোমরা তা খেয়ো না। কেননা আমার ভয় হয় যে সেটা সে নিজের জন্য শিকার করেছে'।[১৭]

(৭) কুরআনে বর্ণিত কোন মূলনীতির সাথে নতুন কোন শাখা সংযুক্ত করে ব্যাখ্যা করা :

কুরআনে যে সকল মূলনীতি এসেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ধিত শাখা হিসাবে অনেক বিধান সংযুক্ত করেছে সুন্নাহ। যা নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহে প্রতীয়মান হয়।

ক. আল্লাহ সূদকে হারাম করেছেন। জাহিলী যুগে প্রচলিত সূদ ছিল ঋণের উপর। সূদদাতা বলত, হয় তুমি ঋণ ফেরৎ দেবে, নতুবা সূদ প্রদান করবে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বললেন, أَلاَ وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، 'সাবধান! জাহিলী যুগে প্রচলিত সকল প্রকার সূদ বাতিল ঘোষিত হ'ল'।[১৮] সূদকে হারাম করার কারণ ছিল কোন বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্ত গ্রহণের নীতি। ফলে পরবর্তীতে এই অর্থে যত প্রকার বৃদ্ধি রয়েছে তা সবই নিষিদ্ধ করেছে সুন্নাহ। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, সমমানের জিনিসের বিনিময়ে সমমানের জিনিস, সমপরিমাণের জিনিসের বিনিময়ে সমপরিমাণ জিনিস, হাতে হাতে (পণ্যের অনুপস্থিতিতে মৌখিকভাবে) লেনদেন করা নিষিদ্ধ। তবে যদি এ সকল জিনিস সমজাতীয় না হয়,

---

১১. *আবূদাউদ হা/৪৫৬৪; নাসাঈ হা/৪৮০১, সনদ হাসান।*
১২. *বুখারী হা/৬৭৬৪; মুসলিম হা/১৬১৪।*
১৩. (عن أبي ثعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية) *ছহীহুল বুখারী হা/৫৫৩০; ছহীহ মুসলিম হা/১৯৩২।*
১৪. *বুখারী হা/৫৫৩৬; মুসলিম হা/১৯৪৩।*
১৫. *বুখারী হা/৫৫৩৫; মুসলিম হা/১৯৫৩।*
১৬. *মুওয়াত্ত্বা মালিক (তাহক্বীক : মুছত্বফা আল-আ'যামী), হা/১৭৬৭। অন্য বর্ণনায় এসেছে,* (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا -*মুসলিম হা/৯৭৭*)।
১৭. *বুখারী হা/৫৪৭৬, ৫৪৮৭; মুসলিম হা/১৯২৯।*
১৮. *আবূদাউদ হা/৩৩৩৪; ইবনু মাজাহ হা/৩০৫৫।*

তাহ'লে তোমরা ইচ্ছামত বিক্রয় করতে পার, যদি তা (পণ্যের উপস্থিতিতে) হাতে হাতে লেনদেন হয়ে থাকে'।[১৯]

পরবর্তীতে সূদের এই মূলনীতিকে বর্ধিত করে রাসূল (ছাঃ) সমজাতীয় জিনিসের দেরীতে বিক্রয়ে অতিরিক্ত গ্রহণকেও সূদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[২০] কেননা সূদের মত দেরীতে বিক্রয়েও অতিরিক্ত অর্থ দাবী করা হয়ে থাকে।

খ. আল্লাহ হারাম করেছেন মা, মেয়ে বা দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা *(নিসা ৪/২৩)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এই মূলনীতির শাখা বৃদ্ধি করে কোন নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিবাহ করাও নিষিদ্ধ করেছেন।[২১] কেননা মা ও মেয়ের বিবাহে যে সমস্যাটি বর্তমান, তা একজন মেয়ে ও তার ফুফু-খালার বিবাহেও বিদ্যমান। সেটি হ'ল قطع الأرحام বা রক্তসম্পর্কে বিচ্ছিন্নতা।

গ. আল্লাহ কুরআনে মানবহত্যার জন্য রক্তপণ নির্ধারণ করেছেন *(নিসা ৪/৯২)*। কিন্তু অঙ্গহানীর জন্য কোন পণ নির্ধারণ করেননি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) এ মূলনীতির অতিরিক্ত হিসাবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন পণ নির্ধারণ করেছেন।[২২]

ঘ. কুরআনে কেবল দুধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(নিসা ৪/২৩)*। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) দুধসম্পর্কীয় সকল আত্মীয়কে মুহাররামাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যাদেরকে রক্তসম্পর্কীয় কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[২৩] তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ দুধসম্পর্কীয়দের বিবাহ করা হারাম করেছেন, যেমন হারাম করেছেন রক্তসম্পর্কীয়দের'।[২৪]

(৮) কুরআনে উল্লেখিত কোন মূলনীতির অংশবিশেষকে সাধারণীকরণ :

কুরআনে অনেক হুকুম বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, যা পরে রাসূল (ছাঃ) সাধারণ মূলনীতি হিসাবে ধারণ করেছেন। উদাহরণ নিম্নরূপ :

ক. রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 'কাউকে ক্ষতি করো না এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না'।[২৫] এই মূলনীতিসূচক হাদীছটি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে *(বাইয়েনাহ ৯৮/৫; যুমার ৩৯/৩; কাহাফ ১৮/১১০; নিসা ৪/১৪২, ১৪৫)* বর্ণিত নীতিমালার সারনির্যাস। এই মূলনীতির আলোকে মানুষের জান-মাল, সহায়-সম্পদ, মান-সম্মানের উপর আঘাত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। একইভাবে আত্মসাৎ, যুলুম, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি যাবতীয় পাপ যাতে মানুষের জান-মালের ক্ষতি হয় এবং যা তার মনুষ্যত্ব ও বংশধারাকে বিনষ্ট করে তা এই মূলনীতির আওতাভুক্ত হয়ে হারাম হিসাবে পরিগণিত হয়।

খ. রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، 'নিশ্চয়ই প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল, প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই প্রাপ্য যা সে নিয়ত করেছে'।[২৬] এই প্রসিদ্ধ মূলনীতিটি কুরআনে বর্ণিত আমলে ইখলাছ অর্জন ও রিয়া বর্জন সংক্রান্ত আয়াতসমূহ *(বাক্বারাহ ২/২৩১ ও ২৩৩; ত্বালাক ৬৫/৬)* এবং মানুষ তা-ই পায় যার জন্য সে প্রচেষ্টা করে *(নাজম ৫৩/৯; নিসা ৪/১০০)* সংক্রান্ত আয়াতসমূহের সারনির্যাস।

গ. রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সীমারেখার আশ-পাশে ঘুরাঘুরি করে, সে তাতে নিক্ষিপ্ত হয়'।[২৭] অপর একটি হাদীছে এসেছে তিনি বলেন, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ 'যা তোমাকে সন্দেহে নিক্ষেপ করে তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হও'।[২৮]

সাধারণ মূলনীতিসূচক উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ের মর্মার্থ হ'ল ফিতনা-ফাসাদের পথ বা সুযোগ বন্ধ করা, যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে প্রতিভাত হয়েছে *(নূর ২৪/৩১; বাক্বারাহ ২/১০৪ ও নিসা ৪/৯৪)*। এভাবে পবিত্র কুরআনের বিবিধ আয়াতের সারমর্মকে একত্রে শামিল করে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যা কুরআনের নীতিকে আরো সহজবোধ্য ও ব্যাখ্যামূলকভাবে প্রকাশ করেছে।

(৯) কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন :

হাদীছ ছাড়া পবিত্র কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করা প্রায়শঃই সম্ভব নয়।[২৯] যেমন আল্লাহ্র বাণী : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا، 'পুরুষ চোর ও নারী চোর, তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও' *(মায়েদাহ ৫/৩৮)*। এ আয়াতে হাত কাটা ও চোর শব্দ দু'টি 'মুতলাক' বা সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) চোরের সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং যে এক-চতুর্থাংশ দীনার চুরি করে তার সাথে 'মুকাইয়াদ' বা শর্তযুক্ত করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا 'এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশি চুরি না করলে চোরের হাত কাটা যাবে না'।[৩০] অনুরূপভাবে ছাহাবীগণের কর্ম ও তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুমোদনসূচক

১৯. মুসলিম হা/১৫৮৭।
২০. মুসলিম হা/১৫৯৬।
২১. বুখারী হা/৫১০৮-১০।
২২. বুখারী হা/৬৮৯৫, (أصابع اليدين والرجلين سواء); আবূদাঊদ হা/৪৫৬১।
২৩. বুখারী হা/৫১০৫।
২৪. মুসলিম হা/১৪৪৭।
২৫. মুওয়াত্ত্বা মালিক (তাহক্বীক : মুসত্বফা আ'যামী) হা/২৭৫৮।
২৬. বুখারী, হা/১, ৫৪, ৩৫২৯ প্রভৃতি; মুসলিম হা/১৯০৭।
২৭. বুখারী হা/২০৫১।
২৮. মুসনাদ আহমাদ হা/১৭২৩, ১৭২৭; তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১।
২৯. নাছিরুদ্দীন আলবানী, মানযিলাতুস সুন্নাহ ফিল ইসলাম, পৃ. ৭।
৩০. বুখারী হা/৬৭৮৯; মুসলিম হা/১৬৮৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান, হা/৪৪৬৫।

হাদীছগুলো চোরের হাত কতটুকু কাটতে হবে তার ব্যাখ্যা করেছে। কারণ ছাহাবীগণ চোরের হাতের কব্জি পর্যন্ত কেটে ফেলতেন। হাদীছের গ্রন্থাবলীতে যার স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

অনুরূপই বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্র বাণী : فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ، 'তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করবে' *(মায়েদাহ ৫/৬)*। তায়াম্মুম সম্পর্কিত এ আয়াতে উল্লিখিত হাত সম্পর্কে কওলী হাদীছ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, তা হ'ল হাতের তালু, পুরো হাত নয়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ 'তায়াম্মুম হ'ল মুখমণ্ডল ও দুই হাতের তালুর জন্য একবার মাটিতে হাত মারা'।[৩১]

নিম্নে আরো কিছু উদাহরণ প্রদত্ত হ'ল-

ক. আল্লাহ্র বাণী : اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ، 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৬/৮২)*। আল্লাহ তা'আলার বাণী بِظُلْمٍ দ্বারা ছাহাবায়ে কেরাম সাধারণভাবে সকল প্রকার যুলুম বা অত্যাচার বুঝেছিলেন। সেটা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। এজন্য এ আয়াতটির মর্ম তাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হ'লে তারা বলেছিলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে তার নফসের উপর যুলুম করে না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ: يٰبُنَيَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'তোমরা যে যুলুমের কথা ভাবছ সেটা উদ্দেশ্য নয়। বরং ওটা হচ্ছে শিরক। তোমরা কি লোকমান তার সন্তানকে যে উপদেশ দিয়েছেন তা শোননি- 'হে বৎস! আল্লাহ্র সাথে শিরক কর না। নিশ্চয়ই শিরক চরম যুলুম?' *(লুকমান ৩১/১৩)*।[৩২]

ছাহাবীগণ আয়াতে উল্লিখিত ظلم শব্দের প্রকাশ্য অর্থ বুঝেছিলেন। অথচ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁরা ছিলেন, أفضل هذه الأمة، وأبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا 'এই উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সবচেয়ে নিষ্কলুষ অন্তরের অধিকারী, সবচেয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সবচেয়ে কম বাহুল্য প্রদর্শনকারী'।[৩৩] এতদসত্ত্বেও তারা ظلم শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করেছিলেন। যদি রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে তাদের ভুল থেকে উদ্ধার না করতেন এবং বুঝিয়ে না দিতেন যে, আয়াতে উল্লিখিত ظلم দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য, তাহ'লে আমরাও তাদের ভুলের অনুসরণ করতাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-এর দিকনির্দেশনা ও হাদীছ দ্বারা আমাদেরকে এই বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করেছেন।

খ. আল্লাহ্র বাণী : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، 'তোমরা যখন যমীনে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে ছালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই' *(নিসা ৪/১০১)*। এই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সফরে ছালাত ক্বছর বা সংক্ষিপ্ত করার শর্ত হচ্ছে শত্রুভীতি। এজন্য কতিপয় ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরাপদ অবস্থায় ছালাত ক্বছর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ، 'এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য ছাদাক্বা বা দান। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ কর'।[৩৪]

উল্লিখিত হাদীছ যদি না থাকত তাহ'লে আয়াতের প্রকাশ্য ভাব অনুযায়ী শত্রুভীতির শর্ত আরোপ না করলেও অন্তত নিরাপদ অবস্থায় সফরে ছালাত ক্বছর করার ব্যাপারে আমরা সন্দিগ্ধ থেকে যেতাম, যেমনটি কিছু ছাহাবী বুঝেছিলেন। যদি ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর করতে না দেখতেন, তাহ'লে তারাও ক্বছর করতেন না। মুসলিম উম্মাহও করত না।

গ. আল্লাহ্র বাণী : قُلْ لاَّ أَجِدُ فِيْ مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوْحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ 'বল, আমার প্রতি যে অহী হয়েছে তাতে, লোকে যা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই হারাম পাই না, মৃত, বহমান রক্ত ও শূকরের গোশত ব্যতীত। কেননা এগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা যা অবৈধ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গের কারণে' *(আন'আম ৬/১৪৫)*। অতঃপর এই আয়াতে উল্লেখ নেই এমন কিছু প্রাণী খাওয়া হাদীছ দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ 'তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা প্রত্যেক হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম'।[৩৫]

অপর হাদীছে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِيْ

৩১. *মুসনাদ আহমাদ, হা/১৮৩৪৫; বুখারী হা/৩৪৭; মুসলিম হা/৩৬৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৯৪।*
৩২. *বুখারী, হা/৩৪২৯, ৪৬২৯, ৬৯১৮; মুসলিম হা/১২৪।*
৩৩. *ইবনু তায়মিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ ৬/৮১ পৃ.।*
৩৪. *ছহীহ মুসলিম হা/৬৮৬।*
৩৫. *মুসলিম হা/১৯৩৩।*

نَاب مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، 'প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা হিংস্র জন্তু এবং ধারালো নখ বিশিষ্ট পক্ষী খেতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন'।[৩৬] এমনভাবে আরও কিছু প্রাণী হারাম হওয়া সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন খায়বারের দিন রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। কেননা ওটা অপবিত্র'।[৩৭]

উল্লিখিত হাদীছসমূহ যদি না থাকত তাহ'লে আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর যবানে আমাদের জন্য যেসব প্রাণী হারাম করেছেন, সেগুলোকে আমরা হালাল গণ্য করতাম। যেমন হিংস্র জন্তু ও ধারালো নখ বিশিষ্ট পাখি।

ঘ. মহান আল্লাহ্র বাণী : قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ 'বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে'? *(আ'রাফ ৭/৩২)*। অথচ হাদীছ থেকে হারাম সাব্যস্ত হয়েছে কিছু শোভার বস্তু। যেমন রাসূল (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি তাঁর ছাহাবীদের নিকট আসলেন। তখন তার এক হাতে রেশম ও অন্য হাতে স্বর্ণ ছিল। তিনি বললেন, إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ 'এ দু'টো জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম, কিন্তু মহিলাদের জন্য হালাল'।[৩৮] এ মর্মে বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত হাদীছগুলো যদি না থাকত তাহ'লে আল্লাহ তাঁর নবী (ছাঃ)-এর যবানে যেসব বিষয় হারাম সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলোকে আমরা হালাল মনে করতাম। যেমন স্বর্ণ ও রেশম।

উপরোক্ত উদাহরণসমূহ থেকে ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়। হাদীছ ছাড়া সঠিকভাবে কুরআন বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। মুহাদ্দিছ এবং ফক্বীহ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে বহু উদাহরণ দিয়েছেন। কতিপয় পূর্বসূরী বিদ্বান যথার্থই বলেছেন, السنة تقضى علي الكتاب، 'হাদীছ কুরআনের উপর ফায়ছালা করে'।

সারকথা :

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ হ'ল পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ততম ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনকে মানব সমাজে বাস্তবায়নের যে মহান দায়িত্ব নিয়ে রাসূল (ছাঃ) রিসালাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যে সকল নীতি অবলম্বন করে তিনি মানবজাতির চিরন্তন হেদায়াত পবিত্র কুরআনের আদর্শ বাস্তবায়ন করেছিলেন, তারই সারসম্ভার হ'ল হাদীছের এই বিশাল সংগ্রহ। কুরআনের সংক্ষিপ্ত, দুর্বোধ্য এবং মৌলিক বিধানসমূহের বিপরীতে বিস্তারিত, সুস্পষ্ট ও মৌলিক বিধানাবলী সম্বলিত এই হাদীছ শাস্ত্র ব্যতীত ইসলামী শরী'আত কল্পনাই করা যায় না।

এজন্য ড. মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী (জন্ম ১৯৩০খ্রি.) যথার্থই বলেছেন, সংযুক্ত সনদে সুরক্ষিত হাদীছ শাস্ত্র মুসলিম উম্মাহ্র জন্য আল্লাহ্র দেয়া এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এ এক অমূল্য ধন, এক অনন্য নবুঅতী উত্তরাধিকার- যা মুসলিম উম্মাহ্র জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া এক চিরন্তন উপহার। মুসলিম উম্মাহ স্বচ্ছ, অবিমিশ্রভাবে সে উত্তরাধিকারকে সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছে যুগের পর যুগ ধরে। যদিও রাসূল (ছাঃ)-এর বিদায়ের পর পেরিয়ে গেছে চৌদ্দশ বছর, অথচ আমরা এখন পঞ্চদশ শতকের প্রবেশমুখে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ পড়ছি, শুনছি, হৃদয়ঙ্গম করছি ঠিক সেভাবে, যেভাবে রাসূল (ছাঃ) তা উচ্চারণ করেছিলেন, খুৎবায় বর্ণনা দিয়েছিলেন। যেন রাসূল (ছাঃ) অদ্যাবধি আমাদের মাঝে জীবিত আছেন এবং আমাদের সাথে সার্বক্ষণিক আলাপচারিতায় মগ্ন রয়েছেন। পৃথিবীর কোন জাতি-গোষ্ঠী তাদের নবীর বাণীকে এভাবে সংরক্ষণ করতে পারেনি, যেভাবে পেরেছে মুসলিম উম্মাহ। যা আল্লাহ্র দ্বীনকে যুগের পরিক্রমায় চিরজাগ্রত এবং চিরস্থায়ী রাখার পথকে রেখেছে মসৃণ ও সুগম।[৩৯]

অতএব হাদীছের ব্যাপারে কোন সংশয় ও সন্দেহ রাখার তো প্রশ্নই আসে না, বরং কুরআনের ন্যায় হাদীছকেও এলাহী বিধান হিসাবে যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং এতেই রয়েছে মানবজাতির পরকালীন মুক্তির সনদ।

---

৩৬. *মুসলিম হা/১৯৩৪।*
৩৭. *বুখারী হা/৫৫২৮; মুসলিম হা/১৯৪০।*
৩৮. *ইবনু মাজাহ হা/৩৫৯৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৭।*
৩৯. *ড. মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, আস-সুন্নাহ (মক্কা : রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী, ১৪১৭ হি.), পৃ. ৮৩।*

দারুস সুন্নাহ বুক শপ
স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম
এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।
Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪
বি:দ্র: কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।
আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

পরকীয়া : কারণ ও প্রতিকার

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ*

(শেষ কিস্তি)

স্ত্রীকে পরকীয়া থেকে বাঁচানোর উপায়

স্বামী-স্ত্রী যে কেউ পরকীয়ায় জড়িত হ'তে পারে। পরিবারের কর্তা হিসাবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যথাযথ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই স্ত্রীকে পরকীয়া থেকে রক্ষা করা যায়। এক্ষেত্রে স্বামী নিম্নের কাজগুলো করতে পারেন।-

১. ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন করা : স্যাটেলাইটের এই যুগে বিভিন্ন অপসংস্কৃতির সাথে পরিচিত হওয়ার কারণে অনেক সময় নিজ স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের অনিহা জন্ম নেয় এবং অন্য পুরুষের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এজন্য তাকে পরিপূর্ণ ইসলামী অনুশাসন শিক্ষা দেওয়া যরূরী। যেমন- গায়র মাহরামের সাথে দেখা না করা, অশ্লীল বাদ্য-বাজনা থেকে দূরে থাকা, বেপর্দা ও অর্ধ নগ্ন পোষাক থেকে দূরে রাখা ইত্যাদি। মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দশটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন। (তন্মধ্যে একটি হ'ল) وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَباً 'তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।[১]

২. স্ত্রীর প্রতি উপদেশ দেওয়া ও উত্তম কথা বলা : হাসিমুখে থাকা ও উত্তম কথা বলা ছাদাক্বা।[২] স্বামী তার স্ত্রীকে যে পর্যাপ্ত ভালবাসে এটা অন্তরের পাশাপাশি মুখেও প্রকাশ করতে হবে। এজন্য হাসিমুখে থাকা ও তার সাথে উত্তম কথা বলা বিশেষভাবে যরূরী। ফলে স্ত্রী স্বামীর কোন বিষয়ে দুর্বল দিক থাকলেও হাসিখুশি রাখার কারণে ভুলে যাবেন এবং পরকীয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلاَهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করবে তখন যেন উত্তম কথা বলে অথবা চুপ থাকে। আর নারীদের প্রতি সদুপদেশ প্রদান করে। কেননা পাঁজরের একটি হাড় দিয়ে নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সর্বাধিক বাঁকা হ'ল তার উপরের অংশ। তুমি তাকে সোজা করতে গেলে তা ভেঙ্গে ফেলবে। আর তাকে স্বীয় অবস্থায় রাখলে তা সদা বাঁকা থেকে যাবে। সুতরাং নারীদের প্রতি সদুপদেশ দান কর'।[৩]

৩. স্ত্রীকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া : বর্তমান ব্যস্ততা ও প্রতিযোগিতার যুগে অধিকাংশ পুরুষ নিজের চাকুরী, ক্যারিয়ার বা ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারকে একটু সময় দেয়ার মতো সুযোগ থাকে না। স্ত্রী-সন্তানদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা, সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা বলা এবং স্ত্রীর সাথে সময় কাটানোর ফুসরত হয় না। ফলে স্ত্রী সারা দিনের একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য বন্ধু, পরিচিত আত্মীয় অথবা পুরনো সহপাঠীর সাথে যোগযোগ শুরু করে। যার ফলশ্রুতিতে একদিন পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রীদেরকে পর্যাপ্ত সময় দিতেন। আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, كَانَ يَكُوْنُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ. 'ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিবারবর্গের সহায়তা করতেন। আর ছালাতের সময় হ'লে ছালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[৪]

৪. স্ত্রীকে মূল্যায়ন করা : অনেক স্বামী তার কর্মক্ষেত্রে তার অধীনস্থ লোকদের সাথে ভালো আচরণ করেন, তাদের কথা গুরুত্ব দিয়ে শুনেন, চাওয়া-পাওয়াকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করেন। কিন্তু নিজ স্ত্রীকে মূল্যায়ন করেন না। এমনকি পরিচিতদের ক্ষেত্রে বিয়ের আগে যে পুরুষ ভাল আচরণ করত, বিয়ের পর স্বামী হিসাবে পূর্বের মত আচরণ করে না বা তাকে সেভাবে মর্যাদা দেয় না। আর এই কারণে তথাকথিত প্রেমের বিয়ে অনেক ক্ষেত্রে টিকে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ত্রীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। যেমন অহী নাযিলের পর খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন ও তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।[৫]

৫. স্ত্রীকে সালাম দেওয়া : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আস্থা-ভালবাসা কমে গেলেই সাধারণত স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িত হয়। আর সালাম পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি করে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أولَا أدلكم على شَيْءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السَّلَام بَيْنكُم، 'আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেব, যা সম্পন্ন করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। (তা হ'ল) তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে'।[৬] রাসূল (ছাঃ) আনাস (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ، 'হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাবে, তখন সালাম দিবে। তাতে

১. মুসনাদে আহমাদ হা/২১৫৭০; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৯৪; মিশকাত হা/৬১।
২. বুখারী হা/২৯৮৯; তিরমিযী হা/১৯৭০; মিশকাত হা/১৮৯৬, ১৯১০।
৩. মুসলিম (হা. এ) হা/১৪৬৮; (ই.ফা) ৩৫০৮।
৪. বুখারী হা/৬৭৬; তিরমিযী হা/৩৮০৭।
৫. বুখারী হা/৪৯৫৩, ২৭৩২।
৬. মুসলিম হা/৯৩; তিরমিযী হা/২৬৮৮; আবু দাউদ হা/৫১৯৩; মিশকাত হা/৪৬৩১।

তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'।[৭]

৬. স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ করা : স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত। আপনার আচার-আচরণ, কথা-বার্তা সব কিছুতেই যেন ভালবাসা প্রকাশ পায়। অনেকে আছেন অন্তরে স্ত্রীকে অনেক ভালবাসলেও মুখে প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন। ফলে স্ত্রী মনে করেন তার স্বামী তাকে যথাযথভাবে ভালবাসেন না। ফলে তিনি পরকীয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

৭. স্ত্রীকে সন্দেহ না করে খোলামেলা কথা বলা ও খোশগল্প করা : পরকীয়া থেকে স্ত্রীকে বাচাঁতে হ'লে স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব হ'ল, স্ত্রীর সাথে খোশগল্প করবে ও কোন বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিলে খোলামেলা কথা বলবে। স্বামী যদি বুঝতে পারেন যে, তার স্ত্রী কোন ছেলে বন্ধু বা প্রতিবেশীর প্রতি দুর্বল সেক্ষেত্রে এটা চেপে না রেখে স্ত্রীর সাথে খোলামেলা কথা বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এত ব্যস্ত থাকার পরেও তার স্ত্রীদের সাথে খোশগল্প করতেন ও প্রয়োজনীয় কথা বলতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى {سُنَّةَ الْفَجْرِ} فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِى وَإِلاَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يُؤْذَنَ بِالصَّلاَةِ. 'নবী করীম (ছাঃ) যখন (ফজরের সুন্নাত) ছালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অন্যথা তিনি শয্যাগ্রহণ করতেন এবং ফজরের ছালাতের জন্য মুওয়াযযিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন'।[৮]

৮. শারঈ পর্দা বজায় রাখা : পর্দাহীনতা পরকীয়ার অন্যতম কারণ। আবার অনেক স্বামী আছেন, যারা বিয়ের পর কারণে অকারণে স্ত্রীকে নিজের বন্ধু-বান্ধব, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, খালাতো ও ফুফাতো ভাইদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে দেন। এর ফলে অনেক সময় নিজের অজান্তে তার স্ত্রী তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخُبْثَ، 'তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। লাগাতার শরাব পানকারী, মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান এবং দাইয়ূছ, যে নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতার সুযোগ দেয়'।[৯]

৯. স্ত্রীর সামনে পরিপাটি হয়ে থাকা : স্ত্রীর সামনে নিজেকে সুন্দর পরিপাটি করে রাখাও স্ত্রীকে অন্য পুরুষের আকর্ষণ থেকে বিরত রাখতে পারে। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِامْرَأَتِي، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي، 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হ'তে ঐরূপ পসন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পসন্দ করি'।[১০]

১০. স্ত্রীর দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করা : মানুষ হিসাবে সকলের ছোট-খাট ভুল হ'তে পারে। স্বামী হিসাবে স্ত্রীর প্রতিটি কাজে ভুল ধরলে সে বিরক্ত হয়ে বিকল্প তালাশ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلَعِ تَكْسِرْهَا فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا، 'নিশ্চয়ই মহিলাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড্ডি থেকে। যদি তুমি পাঁজরের হাড্ডিকে সোজা করতে চাও তাহ'লে তাকে ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং তার সাথে উত্তম আচরণ কর ও তার সাথে বসবাস কর'।[১১]

১১. স্ত্রীর আচার-আচরণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা : স্বামী পরিবারের প্রধান হিসাবে পরিবারের সব বিষয়ের প্রতি নযর রাখবেন। বিশেষ করে স্ত্রীর ভাল-মন্দ আচরণ, কোন বিষয়ে সন্দেহ হ'লে তাকে উত্তম উপদেশের মাধ্যমে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। বিদায় হজ্জের দিন রাসূল (ছাঃ) বলেন, اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ. لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، 'তোমরা স্ত্রীদেরকে উত্তম নছীহত প্রদান কর। কেননা তারা তোমাদের কাছে বন্দী। উত্তম আচরণ ছাড়া তাদের উপর তোমাদের কোন অধিকার নেই। তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় (তাহ'লে ভিন্ন কথা)'।[১২]

১২. স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করা : দাম্পত্য জীবনের প্রধান দায়িত্ব হ'ল- স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা পূরণ করা। এটা স্বামীর নিকটে স্ত্রীর হক। তাই এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ইবাদতের চেয়েও এ হক্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، 'তোমার উপর তোমার শরীরের হক রয়েছে, তোমার উপর তোমার চোখের হক রয়েছে এবং তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে'।[১৩] আবুদ্দারদা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ، 'তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে, তোমার রবের হক আছে, মেহমানের হক আছে এবং তোমার

৭. তিরমিযী হা/২৬৯৮; ছহীহুত তারগীব হা/১৬০৮; ইরওয়া হা/২০৪১।
৮. বুখারী হা/১১৬১।
৯. আহমাদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/৩৬৫৫।
১০. তাফসীরে কুরতুবী ৫/৯৭; তাফসীরে ত্বাবারী, ৪/৫৩২।
১১. আহমাদ হা/২০১০৫; ছহীহুল জামে' হা/১৯৪৪।
১২. তিরমিযী হা/১১৬৩; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।
১৩. বুখারী হা/১৯৭৫; মিশকাত হা/২০৫৪।

পরিবারের হক আছে। অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর'।[১৪]

১৩. নিজ বাড়ী ছাড়া অন্যত্র রাত্রি যাপন করতে না দেওয়া : বিনা প্রয়োজনে একজন স্ত্রী স্বামীর বাড়ী ছাড়া অন্য স্থানে রাত্রি যাপন করবে না। তালাকের পর ইদ্দত পালনকালেও স্ত্রীকে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া যাবে না। আল্লাহ বলেন, لاَ تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، 'তোমরা তাদেরকে তোমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বের করে দিও না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোন স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়' *(তালাক্ব ৬৫/১)*। হাকীম ইবনু মু'আবিয়াহ্ আল-কুশায়রী (রহঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! স্ত্রীগণ আমাদের ওপর কি অধিকার রাখে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যখন খাও, তখন তাকেও খাওয়াও; তুমি পরলে তাকেও পরিধান করাও, (প্রয়োজনে মারতে হ'লে) মুখমণ্ডলে আঘাত করো না, তাকে গালি দিও না, (প্রয়োজনে তাকে ঘরে বিছানা পৃথক করতে পার), কিন্তু বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র একাকিনী অবস্থায় রাখবে না'।[১৫]

১৪. স্ত্রী অসুস্থ হ'লে সেবা করা : অনেক স্বামী মনে করেন তারা অসুস্থ হ'লে স্ত্রীরা তাদের সেবা করবে কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হ'লেও যে স্বামীকে তার সেবা করতে হবে এটা ভুলে যান। অথচ ইসলামের নির্দেশ হ'ল স্ত্রী অসুস্থ হ'লে তাকে সেবা করা। এমনকি রাসূল (ছাঃ) ইসলামের প্রথম জিহাদ বদর যুদ্ধেও ওছমান (রাঃ)-এর স্ত্রী অসুস্থ থাকায় যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।[১৬]

১৫. একাধিক স্ত্রী থাকলে ইনছাফ করা : ইসলাম একজন সামর্থ্যবান পুরুষকে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দিয়েছে *(নিসা ৪/৩)*। কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে সকলের প্রতি ইনছাফ করতে হবে। অর্থাৎ সকলের প্রতি সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অন্যথা অবহেলিত স্ত্রী পরকীয়ার মত জঘন্য সম্পর্কের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। আল্লাহ পুরুষদের প্রতি স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের নির্দেশ দিয়ে বলেন, وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا أَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا- 'তোমরা যতই আগ্রহ পোষণ কর না কেন তোমরা কখনো স্ত্রীদের প্রতি সম ব্যবহার করতে পারবে না। তবে তোমরা কোন একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড় না ও অপরকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখ না। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর ও সাবধান হও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(নিসা ৪/১২৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ- 'যার দু'জন স্ত্রী আছে, আর সে তাদের একজনের চেয়ে অপরজনের প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে, সে ক্বিয়ামতের দিন তার (দেহের) এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় আগমন করবে'।[১৭] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ، 'যে ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে সে যদি তাদের মধ্যে সমতা না রাখে তবে ক্বিয়ামতের দিন সে তার দেহের এক পার্শ্ব পতিত (বিকলাঙ্গ) অবস্থায় আগমন করবে'।[১৮]

স্বামীকে পরকীয়া থেকে বাঁচানোর উপায়

একজন আদর্শ স্ত্রী তার স্বামীকে যথাসাধ্য পাপ থেকে বিরত রাখবেন। নিজের অধিকার যথাযথ রক্ষা ও নিজের স্বামীকে পরকীয়া থেকে বাচাঁনোর জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে স্ত্রী নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে পারেন।-

১. স্বামীর রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা : স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে অনেক সময় স্বামী রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারধর করেন। এমনকি তালাকের মত ঘটনাও ঘটে যায়। এমতাবস্থায় স্ত্রী যদি ধৈর্যধারণ করেন এবং নিজের দোষ থাকলে স্বীকার করেন তাহ'লে অনেক সময় স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। সেই সাথে অন্য মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া থেকে বাচাঁনো যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْوَدُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا، الَّتِي إِذَا غَضِبَ جَاءَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ تَقُولُ: لَا أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى، 'তোমাদের জান্নাতী স্ত্রীরা হ'ল যে অধিক প্রেমময়ী, সন্তানদানকারিণী, ভুল করে বার বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাযী না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'।[১৯]

২. নিজেকে স্বামীর জন্য আকর্ষণীয় করে রাখা : একজন আদর্শ স্ত্রীর অন্যতম দায়িত্ব হ'ল নিজের সকল ভালবাসা স্বামীর জন্য উজাড় করে দেওয়া। তার জন্য নিজেকে আকর্ষণীয় করে রাখা। এর মাধ্যমেই একজন পুরুষকে পরকীয়া থেকেও বাচাঁনো যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَاغَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ، 'আমি কি তোমাকে মানুষের

১৪. *বুখারী হা/৬১৩৯; তিরমিযী হা/২৪১৩।*
১৫. *আবু দাঊদ হা/২১৪২; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫০; আহমাদ হা/২০০১৩; ইরওয়া হা/২০৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১৯২৯।*
১৬. *বুখারী হা/৩১৩০, ৩৬৯৮।*
১৭. *আবুদাঊদ হা/২১৩৩; নাসাঈ হা/৩৯৪২; ইবনে মাজাহ হা/১৯৬৯।*
১৮. *তিরমিযী হা/১১৪২; ছহীহুল জামে' হা/৭৬১; মিশকাত হা/৩২৩৬।*
১৯. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৮৩৫৮; ছহীহাহ হা/২৮৭।*

সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্বের হেফাযত করে'।[20] অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, خَيْرُ النِّسَاءِ تَسُرُّكَ إِذَا أَبْصَرْتَ وَتُطِيْعُكَ إِذَا أَمَرْتَ وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِيْ نَفْسِهَا وَمَالِكَ، 'উত্তম স্ত্রী সে, যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে আনন্দিত করে, তুমি নির্দেশ দিলে তা পালন করে, তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজেকে ও তোমার সম্পদ হেফাযত করে'।[21]

ঘরের বাইরে নারীদের সুগন্ধি ব্যবহার করার অনুমতি না থাকলেও নিজেদের ঘরে স্বামীর জন্য কসমেটিক ব্যবহার করতে পারবেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেন। যার গন্ধ গায়র মাহরাম পাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পুরুষের জন্য সুগন্ধি যাতে রং নেই এবং নারীর জন্য রং যাতে সুগন্ধি নেই। রাবী সাঈদ বিন আবু 'আরূবাহ বলেন, আমি মনে করি যে, এর দ্বারা তারা অর্থ নিতেন, যখন নারী বাইরে যাবে। কিন্তু যখন সে তার স্বামীর কাছে থাকবে, তখন যা খুশী সুগন্ধি ব্যবহার করবে'।[22]

৩. স্বামীর সঙ্গে থাকা : স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পোষাক স্বরূপ *(বাক্বারাহ ২/১৮৭)*। বিশেষ কারণ ছাড়া স্বামীর সাথেই স্ত্রী থাকবে এটাই রীতি *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। পরকীয়া থেকে স্বামীকে বাঁচাতে হ'লে একজন স্ত্রীর প্রধান দায়িত্ব হ'ল স্বামীর সাথে থাকা। কারণ বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ল নিজের ইয্যত-সম্ভ্রম হেফাযত করা এবং গোনাহের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করা।

৪. স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া : স্বামীকে পরকীয়া থেকে বাঁচানোর অন্যতম উপায় হ'ল তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করা। ইসলাম এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ، 'কোন লোক যদি নিজ স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ এমন স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে'।[23]

৫. অল্পেতুষ্ট থাকা : স্বামীর সামর্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে স্ত্রীদের উচিত অল্পেতুষ্ট থাকা এবং স্বামীকে সৎপথে থাকার উপদেশ দেওয়া। এতে স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে ও পরকীয়া থেকে বিরত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ 'তোমরা কুমারী নারী বিয়ে কর, কেননা কুমারী রমণীর মুখের মধুময়তা বেশী, অধিক গর্ভধারণযোগ্য এবং অল্পেতুষ্টির অধিকারী।[24] ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি আমরা জানতাম কোন সম্পদ উত্তম, তাহ'লে তা জমা করে রাখতাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কারো শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল আল্লাহ্র যিকিরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও মুমিনা স্ত্রী; যে তার (স্বামীর) ঈমানের (দ্বীনের) ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।[25]

৬. গৃহে নিজের কাজ নিজে করা : একান্ত যরূরী প্রয়োজন ছাড়া নিজের কাজ নিজে করাই উত্তম। এতে সংসার, ছেলে-মেয়ে যেমন সুন্দরভাবে লালিত-পালিত হবে তেমনি স্বামীকে বেশী সময় দেয়া যাবে ও পরনারী থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে। কারণ অনেক সময় স্ত্রী কাজের প্রয়োজনে বাইরে গেলে আর ঘরে কাজের মেয়ে আসলে স্বামী তার সাথেও পরকীয়ায় লিপ্ত হ'তে পারেন। নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীরা ও মেয়েরা নিজের কাজ নিজেরাই করতেন। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ফাতেমা (রাঃ) চাক্কি ঘুরাতে গিয়ে তার হাতে ব্যথা অনুভব করলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে বন্দি এসেছিল। তাই তিনি বন্দি হ'তে একজন খাদেমের জন্য রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গেলেন। কিন্তু তাকে পেলেন না। তিনি আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে তাকে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। অতঃপর যখন নবী করীম (ছাঃ) আগমন করলেন তখন আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিকট ফাতেমা (রাঃ)-এর আগমনের বিষয়টি অবহিত করলেন।

অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন। এমন সময় আমরা আমাদের শয্যাগ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে লাগলাম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তোমাদের যথাস্থানে থাকো। অতঃপর তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে বসলেন। এমনকি আমি তার পা মুবারকের শীতলতা আমার সীনার মধ্যে অনুভব করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় শিখিয়ে দিব না, যা তোমাদের প্রার্থিত বস্তর চেয়ে উত্তম? যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার সুবহা-নাল্ল-হ' এবং ৩৩ বার আলহামদুলিল্লা-হ' পড়ে নিবে। এটি তোমাদের জন্যে খাদেমের চেয়ে উত্তম হবে'।[26]

পরিশেষে বলব, পরকীয়া থেকে বাঁচতে পরিবারে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে এবং যথার্থ আল্লাহভীরু হ'তে হবে। আল্লাহ সবাইকে এই জঘন্য পাপ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন-আমীন!

---

২০. আবু দাউদ হা/১৬৬৪; ছহীহুল জামে' হা/১৬৪৩।
২১. ছহীহুল জামে' হা/৩২৯৯।
২২. আবুদাউদ হা/৪০৪৮; তিরমিযী হা/২৭৮৭; নাসাঈ হা/৫১১৭; মিশকাত হা/৪৩৫৪।
২৩. বুখারী হা/৩২৩৭; মুসলিম হা/১৪৩৬।
২৪. ইবনু মাজাহ হা/১৮৬১; ছহীহাহ হা/৬২৩; ছহীহুল জামে' হা/৪০৫৩।
২৫. তিরমিযী হা/৩০৯৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৪৯৯; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬।
২৬. মুসলিম হা/২৭২৭।

মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০২৩ ২৬তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

চিন্তার ইবাদত

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

(শেষ কিস্তি)

চিন্তার ইবাদতের নমুনা

চিন্তা-ভাবনা মানব মস্তিষ্কের এক অপরিহার্য ক্রিয়া। মানুষ যখন এই চিন্তাকে স্বীয় স্রষ্টা, পালনকর্তা ও প্রতিপালকের অভিমুখী করে, তখন সেই চিন্তা-ভাবনা ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীবৃন্দ এই ইবাদতে অভ্যস্ত ছিলেন। কারণ চিন্তার ইবাদত সম্পাদন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাই তারা নিজেরা যেমন এই ইবাদত করতেন, তেমনি অন্যদের এই ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করতেন। নিম্নে এর কয়েকটি নমুনা পেশ করা হ'ল।-

(১) বারা ইবনে 'আযেব (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোকের সমাবেশ দেখতে পেয়ে বললেন, কী ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে? তাকে বলা হ'ল- একজনের কবর খোঁড়ার জন্য তারা একত্রিত হয়েছে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ছাহাবীদের ত্যাগ করে তড়িঘড়ি করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। রাবী বলেন, তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, তোমরা বেশী বেশী কবর ও মৃত্যুর কথা স্মরণ কর'।[১]

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের আয়াত নিয়ে খুব বেশী চিন্তা-গবেষণা করতেন। বিশেষ করে যেসব সূরাতে ক্বিয়ামতের বিভীষিকাময় বর্ণনা এসেছে। একবার আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। রাসূল (ছাঃ) জবাবে বলেন, সূরা হূদ, ওয়াকি'আহ, সূরা মুরছালাত, সূরা নাবা ও সূরা তাকবীর আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে'।[২] বিশেষ করে সূরা হূদের সেই আয়াতটি আল্লাহ্‌র রাসূলকে চিন্তার ইবাদতে সবচেয়ে বেশী নিবিষ্ট রাখতেন, যেখানে আল্লাহ তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 'অতএব তুমি যেভাবে আদিষ্ট হয়েছ সেভাবে দৃঢ় থাক এবং তোমার সাথে যারা (শিরক ও কুফরী থেকে) তওবা করেছে তারাও। আর তোমরা সীমালংঘন করো না। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সকল কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন' *(হূদ ১১/১১২)*। অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নবুঅতের যে নির্দেশনা ও দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উপর তিনি কতটুকু অটল থাকতে পেরেছেন, সেটাই ছিল তাঁর চিন্তা-ভাবনার মূল কারণ। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, الاستقامة على الصراط في الدنيا صعب كالمرور على صراط جهنم، 'দুনিয়াতে ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থাকা জাহান্নামের পুলছিরাতের ওপর দিয়ে পার হওয়ার মতই কঠিন'।[৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে মাঝে চিন্তার এত গভীরে ডুব দিতেন যে, একটি আয়াতের মাধ্যমে তিনি তাহাজ্জুদ পড়ে ফেলতেন। আবূ যার (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাজ্জুদের ছালাতে ভোর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে একটি মাত্র আয়াত পড়তে থাকলেন, আয়াতটি হ'ল- إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، 'যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তাহ'লে তারা আপনার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন, তাহ'লে আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(মায়েদাহ ৫/১১৮)*।

(৩) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কওমের কাফের-মুশরিকদের দাওয়াত দেওয়ার এক অভিনব পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাদের চিন্তার যমীন কর্ষণ করে সেখানে তাওহীদের চারা রোপনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি মূলতঃ চিন্তার ইবাদতের মাধ্যমে তাদেরকে তাওহীদমুখী করার চেষ্টা করেছেন। মহান আল্লাহ সূরা আন'আমে চমৎকারভাবে এর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, '(স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, তুমি কি (আল্লাহকে ছেড়ে) মূর্তিগুলিকে উপাস্য গণ্য করো? আমি তো দেখছি তুমি ও তোমার সম্প্রদায় স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ। আর এভাবে আমরা ইবরাহীমকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব (অর্থাৎ তার নিদর্শন সমূহ) প্রদর্শন করি। আর যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অনন্তর যখন তার উপর রাত্রির অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হ'ল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এটিই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হ'ল, তখন সে বলল, আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না। অতঃপর যখন সে উজ্জ্বল চন্দ্রকে দেখল, তখন বলল, এটিই আমার প্রতিপালক। কিন্তু যখন সেটি অস্তমিত হ'ল, তখন সে বলল, যদি আমার প্রভু আমাকে পথপ্রদর্শন না করেন, তাহ'লে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। অতঃপর যখন সে ডগমগে সূর্যকে দেখল, তখন বলল এটাই আমার রব ও এটাই সবচেয়ে বড়। কিন্তু পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যেসবকে (আল্লাহ্‌র সাথে) শরীক কর, আমি সেসব থেকে মুক্ত। আমি আমার চেহারাকে একনিষ্ঠভাবে ফিরিয়ে দিচ্ছি ঐ সত্তার দিকে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(আন'আম ৬/৭৪-৭৯)*।

(৪) ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবনী থেকে আরেকটি নমুনা পেশ করা যেতে পারে। তিনি কওমের লোকদের উপাসিত

১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৫১; আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।
২. তিরমিযী হা/৩২৯৭; মিশকাত হা/৫৩৫৪; ছহীহ হাদীছ।

৩. মিরক্বাতুল মাফাতীহ ১/৮৪।

www.at-tahreek.com

মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলে বড় মূর্তিটা রেখে দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জনগণকে চিন্তার ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, যেন তারা নিজেদের হাতে গড়া মূর্তিদের অসারতা-অক্ষমতা বুঝতে পারে এবং এদের উপাসনা না করে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করে। আল্লাহ বলেন, '(ইবরাহীম বলল,) আল্লাহ্র কসম! তোমরা পিঠ ফিরে (মেলায়) চলে গেলে তোমাদের মূর্তিগুলির একটা সুরাহা আমি করবই। অতঃপর সে মূর্তিগুলি গুঁড়িয়ে দিল বড়টিকে ছাড়া। যাতে তারা তার কাছে ফিরে যায়। (মেলা থেকে ফিরে এসে) তারা বলল, আমাদের উপাস্যগুলির সাথে এরূপ আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে অত্যাচারী। লোকেরা বলল, আমরা এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, তার নাম বলা হয় ইবরাহীম। তারা বলল, তাহ'লে তোমরা তাকে জনসমক্ষে হাযির কর, যাতে সকলে সাক্ষ্য দিতে পারে। তারা বলল, হে ইবরাহীম! তুমি কি আমাদের উপাস্যগুলির সাথে এরূপ আচরণ করেছ? সে বলল, তাদের এই বড়টাই তো এ কাজ করেছে। অতএব তোমরা ভাঙ্গা মূর্তিগুলিকে জিজ্ঞেস কর যদি তারা কথা বলতে পারে। এতে লজ্জিত হয়ে তারা নিজেরা বলতে লাগল, আসলে তোমরাই তো অত্যাচারী। অতঃপর অবনত মস্তকে তারা বলল, (হে ইবরাহীম!) তুমি তো জান যে ওরা কোন কথা বলতে পারে না। সে বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা করবে, যা তোমাদের কোন উপকারও করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক তোমাদের জন্য এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের পূজা কর তাদের জন্য! তোমরা কি কিছুই বুঝ না?' *(আম্বিয়া ২১/৫৭-৬৭)*

(৫) ওছমান (রাঃ)-এর মুক্তদাস হানী বলেন, ওছমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তখন এত কাঁদতেন যে, তার দাঁড়ি ভিজে যেত। তাকে প্রশ্ন করা হ'ল, জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা করা হ'লে তো আপনি এত কাঁদেন না অথচ কবর দেখলে আপনি এত বেশী কাঁদেন কেন? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আখেরাতের মনযিলসমূহের মধ্যে কবর হ'ল প্রথম মনযিল। এখান থেকে যদি কেউ মুক্তি পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর সে যদি এখানে মুক্তি না পায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো বেশী কঠিন হবে। তিনি (ওছমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেছেন, আমি কবরের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি'।[৪]

(৬) ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন, একদিন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-এর কাছে খাবার আনা হ'ল, তখন তিনি ছিয়াম পালন করছিলেন। তিনি বললেন, মুছ'আব ইবনে উমাইর শহীদ হ'লেন। তিনি ছিলেন আমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মানুষ। অথচ তাঁকে কাফন দেওয়ার মতো এমন একটি চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না, যা দিয়ে তাঁর মাথা ঢাকলে পা দু'টি বের হয়ে যাচ্ছিল এবং পা দু'টি ঢাকলে মাথা বের হয়ে যাচ্ছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে পড়ে, তিনি হামযাহ (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, তিনিও (হামযাহ) ছিলেন আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারপর আমাদেরকে পৃথিবীর যে প্রাচুর্য দেওয়া হ'ল, আমাদের আশঙ্কা হয় যে, হয়তো আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন, এমনকি খাবারও পরিহার করলেন'।[৫]

(৭) হানযালা আল-উসাইদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি কাঁদতে কাঁদতে আবুবকর (রাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবুবকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে হানযালা! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, হে আবুবকর! হানাযালা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে অবস্থান করি এবং তিনি আমাদের জান্নাত-জাহান্নাম স্মরণে নছীহত করেন, তখন মনে হয় যেন আমরা সেগুলো প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। কিন্তু বাড়ী ফিরে আসার পর স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এবং অনেক কিছুই ভুলে যাই। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমাদেরও তো একই অবস্থা! চল আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে যাই। অতঃপর আমরা সেদিকে রওয়ানা হ'লাম। রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হানযালা! কি খবর? তখন উত্তরে তিনি অনুরূপ বক্তব্যই পেশ করলেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমার নিকট থেকে তোমরা যে অবস্থায় প্রস্থান কর, সর্বদা যদি সেই অবস্থায় থাকতে তাহ'লে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাদের মজলিসে, বিছানায় এবং পথে-ঘাটে তোমাদের সাথে মুছাফাহা করত। হে হানযালা! সেই অবস্থা তো সময় সময় হয়েই থাকে'।[৬]

(৮) কাসেম বিন মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, 'আমার সকালে হাঁটা-হাটির অভ্যাস ছিল। আর হাঁটতে বের হ'লেই আমি প্রথমে (আমার ফুফু) আয়েশা (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সালাম দিতাম। একদিন আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম তিনি ছালাতুয যুহা বা চাশতের ছালাত আদায় করছেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত বারবার পড়ছেন আর কেঁদে কেঁদে দো'আ করছেন। فَمَنَّ اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ 'অতঃপর আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন' *(তূর ৫২/২৭)*। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার বিরক্তি ধরে এল, কিন্তু তিনি তা পুনরাবৃত্তি করেই চলছিলেন। এমন অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম, বাজারে আমার একটু প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন সেরে না হয় আবার আসব। বাজার থেকে আমার কাজ সেরে বেশ কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখি, তিনি আগের মতই একই আয়াত পুনরাবৃত্তি করছেন, আর কেঁদে

৪. তিরমিযী হা/২৩০৮; ইবনু মাজাহ ৪২৬৭; ছহীহুত তারগীব হা/৩৫৫০; মিশকাত হা/১৩২; সনদ ছহীহ।

৫. ছহীহুল বুখারী হা/১২৭৫, ৪০৪৫।

৬. মুসলিম হা/২৭৫০, মিশকাত হা/২২৬৮।

কেঁদে দো'আ করছেন'।[৭] সুবহানাল্লাহ, তেলাওয়াতের কত গভীরে ঢুকে গেলে এমন অবস্থা হ'তে পারে, ভাবতেই অবাক লাগে।

(৯) সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, 'একদিন ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) ভরা মজলিসে চুপ করে বসে থেকে কি যেন ভাবছিলেন। আর তার সঙ্গী-সাথীরা পরস্পর কথা-বার্তা বলছিল। সবাই যখন বুঝতে পারল যে- তিনি কোন কথা না বলে চুপ হয়ে আছেন। তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি হয়েছে, কোন কথা বলছেন না যে? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি ভাবছিলাম- জান্নাতের মধ্যে জান্নাতের অধিবাসীরা পরস্পর কিভাবে সাক্ষাৎ করবে এবং মতবিনিময় করবে। আবার চিন্তা করছিলাম, আযাবের সম্মুখীন হয়ে জাহান্নামীরা কিভাবে চিৎকার করবে। কথাগুলো বলতেই তার চোখ দু'টো অশ্রুসজল হয়ে গেল'।[৮]

অপর বর্ণনায় এসেছে- ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) একদিন এক মজলিসে কেঁদে উঠলেন। তার সঙ্গী-সাথীরা তখন তার পাশেই বসা ছিল। তাকে কাঁদার করণ জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, 'আমি দুনিয়া, পার্থিব ভোগ্য-সমগ্রী ও কামনা-বাসনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। তারপর এ থেকে শিক্ষা নিলাম। দুনিয়ার কামনা-বাসনা ততদিন শেষ হবে না, যতদিন না তিক্ততা (মৃত্যু) একে পঙ্কিল করে দেয়। এতে যদি শিক্ষাগ্রহণকারী শিক্ষা না পায়, তাহ'লে এটা চিন্তা করলেও সে অনেক উপদেশ পেয়ে যাবে'।[৯] সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার শত ব্যস্ততার মাঝেও সালাফগণ কিভাবে চিন্তার ইবাদত করতেন, যা তাদের হৃদয়কে আখেরাতমুখী করে রাখত।

(১০) সালাফদের যুগে বছরায় একজন পুণ্যবতী মহিলা বাস করতেন। তিনি চিন্তার ইবাদতের শক্তি দিয়ে সকল হতাশা-দুশ্চিন্তা দূর করে দিতে পারতেন। তার উপরে যতই বিপদ আসুক না কেন, তার চেহারায় কোন দুশ্চিন্তার ছাপ পড়তো না। এলাকার মহিলারা তাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা! সমস্যা-সংকটে আপনি কিভাবে এত স্বাভাবিক থাকতে পারেন, ধৈর্যধারণের এই অপরিমেয় শক্তি আপনি কোথা থেকে লাভ করেন? তখন তিনি বললেন, আমার জীবনে যখনই কোন বিপদ আসে, তখন আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করি এবং সেই বিপদের সাথে জাহান্নামের আগুনের তুলনা করার চেষ্টা করি। যখনই আমি এই চিন্তায় নিজেকে নিমগ্ন করি, তখন সেই বিপদটি আমার দৃষ্টিতে মাছির চেয়ে নগণ্য হিসাবে ধরা দেয়। ফলে আমি খুব সহজেই ধৈর্যধারণ করতে পারি।[১০]

(১১) একবার সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এক মজলিসে বসেছিলেন। হঠাৎ করে ঘরের বাতি নিভে গেল। কক্ষের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল গাঢ় অন্ধকার। যখন বাতি জ্বালানো হ'ল সবাই দেখলেন যে, সুফিয়ান (রহঃ)-এর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হ'ল আপনার?'। তিনি উত্তরে বললেন, এ অন্ধকারে কবরের কথা স্মরণ হয়ে গেল'।[১১]

(১২) আবূ উসামা আল-মিছরী বলেন, একদিন আবূ শুরাইহ (রহঃ) বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে নিয়ে কান্না শুরু করলেন। আমরা বললাম, আপনি কাঁদছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম। আমার বয়স কত দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমার আমল খুবই নগণ্য। এদিকে মৃত্যুও আমার দোরগোড়ায় চলে এসেছে'।[১২]

(১৩) দাঊদ আত-ত্বায়ী (রহঃ) চাঁদনী রাতে বাড়ির ছাদে উঠলেন। অপলক দৃষ্টিতে তিনি জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন। ক্ষণকাল পরে তিনি ছাদ থেকে প্রতিবেশীর বাড়িতে পড়ে যান। বাড়ির মালিক লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে তরবারী হাতে নিলেন। তিনি মনে করেছেন, হয়ত বাড়িতে কোন চোর ঢুকেছে। কিন্তু দেখলেন- এ তো দাঊদ! বাড়ির মালিক তরবারী রেখে দিয়ে দাঊদ (রহঃ)-এর হাত ধরলেন এবং তাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিলেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, 'বলতে পারব না, কিভাবে সেখানে পৌঁছলাম'।[১৩]

(১৪) আবূ সুলাইমান আদ্দারানী (রহঃ) এক রাতে তাহাজ্জুদের জন্য ঘুম থেকে উঠলেন। সেই রাতে তার ঘরে একজন মেহমান ছিলেন। আদ্দারানী (রহঃ) ওযূ করার জন্য পাত্র হাতে নিলেন। পানি দিয়ে আঙ্গুল ভিজালেন। এভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়ে বসে রইলেন। এদিকে ফজর হয়ে গেল। যখন ফজরের আযান হচ্ছিল তখন তিনি ঐভাবেই বসে ছিলেন। মেহমান তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওযূর পাত্র হাতে নিতেই আমার একটি আয়াতের কথা মনে পড়ে গেল যে,

إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ-

'স্মরণ করো! যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শৃংখল সমূহ পরানো হবে এবং তাদেরকে উপুড়মুখী করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে- উত্তপ্ত জাহান্নামে। অতঃপর সেখানে তাদেরকে আগুনে দগ্ধ করা হবে *(মুমিন ৪০/৭১)*। আমি ভাবতে থাকলাম- কিভাবে আমি এগুলো পরব? তখন আমার কেমন অবস্থা হবে? এরপর বাকী সময়টা এভাবেই কেটে গেল।[১৪]

৭. *ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ২/৩১।*
৮. *ইবনু আবীদ্দুনয়া, আর-রিক্কু ওয়াল বুকা, পৃ. ৭১।*
৯. *তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২/১৮৫।*
১০. *তাছলিয়াতু আহলিল মাছায়েব, পৃ. ৩০।*
১১. *মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দী উওয়াইযাহ, ফাছলুল খিত্বাব ফিয যুহদি ওয়ার রাক্বায়েক্ব ৫/১২৪।*
১২. *ইবনু আবীদ্দুনয়া, আল উমরু ওয়াশ শাইব, পৃ. ৫৬।*
১৩. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/২৮০।*
১৪. *তাফসীরে কুরতুবী ৪/৩১৪।*

উপসংহার :

মহান আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশক্তি থাকার কারণেই ক্বিয়ামতের দিন মানুষ ও জিন জাতির কর্মফলের হিসাব-নিকাশ ও বিচার হবে। অন্যান্য জীব-জন্তুর নাক, কান, চোখ, হাত, পা, মুখ, হৃদপিণ্ড প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকার পরেও তাদের কোন হিসাব নিকাশ হবে না কেবল চিন্তা করার ক্ষমতা না থাকার কারণে। তাই কোন মানুষ যখন চিন্তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার রবের সৃষ্টিরাজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, আল্লাহ্র একত্বের প্রমাণবাহী তাঁর নিপুণ নিদর্শনাবলী নিয়ে ভাবে না, তার নাযিলকৃত কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না, পরকালের হিসাব ও শাস্তি নিয়ে চিন্তা করে না; বরং তার চিন্তা-ভাবনা শুধু পার্থিব সুখ-শান্তিকে ঘিরেই আবর্তিত হয়, তখন সে আর মানুষের পর্যায়ে থাকে না। বরং সে পশুদের কাতারভুক্ত হয়ে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে জীব-জন্তুর চেয়েও নিম্ন পর্যায়ে নেমে যায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হ'ল শরী'আত নির্দেশিত পন্থায় সাধ্যানুযায়ী নিজেকে চিন্তার ইবাদতে নিমগ্ন রাখা। প্রকৃত চিন্তার ইবাদত বান্দার নিস্পন্দ অনুভবে বয়ে আনে জান্নাতী অনুভূতির স্পন্দন। পাপ বিদগ্ধ হৃদয়ে সিক্ত করে তওবার শীতল শিশির। সে অনুভব ও চেতনা এতটাই শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, শয়তানের ছুঁড়ে দেওয়া ওয়াসওয়াসার তূণ তার বক্ষদেশ ভেদ করতে পারে না। জান্নাতের চির শান্তির অভিলাষে জীবনটা সদা ছুটে চলে তার রবের পানে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে চিন্তার ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর রেযামন্দি হাছিলের তাওফীক্ব দিন। আমৃত্যু ছিরাত্বে মুস্তাক্বীমে অটল রেখে জান্নাতের গুল-বাগিচায় ঠাঁই দান করুন- আমীন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি বিদ্যা বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজিঃ নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার

সিল্ক সিটি ডায়াগনষ্টিক কমপ্লেক্স

ডক্টরস্ টাওয়ার, (মেডিকেল কলেজ গেটের সামনে) সিপাইপাড়া, জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী।

রোগী দেখার সময় : বিকাল ৩-টা থেকে

ফোন : ০৭২১-৭৭০০২৮ মোবা : ০১৩১১-০০৪৮৪৮

সিরিয়ালের জন্য : ০১৭৯৯-৮৯৫৪৮৮, ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

(ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২)

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আল-কুরআনে বিজ্ঞানের নিদর্শন

-ইঞ্জিনিয়ার আসীফুল ইসলাম চৌধুরী

(২য় কিস্তি)

মহাবিশ্ব নিয়ে মানুষের গবেষণা খুবই প্রাচীন। এক সময় মানুষ ধারণা করত যে, মহাবিশ্বের মোট আয়তন স্থির। উপরের দিকে তাকালে যতটুকু দেখা যাচ্ছে ততটুকুই আকাশের সীমা। মহাবিশ্বের প্রকৃতি উদ্ঘাটন নিয়ে চলছে গবেষণা। আর আল্লাহ তা'আলা তার নবী (ছাঃ)-এর উপর নাযিল করেছেন দুনিয়ার জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস কুরআনুল হাকীম। কুরআন নাযিল হওয়ার পর পৃথিবীর গবেষক ও বিজ্ঞানীদের চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন আসে। আর কুরআন নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কুরআন নাযিল হওয়ার পর পৃথিবীর মানুষ মহাবিশ্ব, পৃথিবী, মানুষের শারীরিক গঠন, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি সম্পর্কে এত বেশী জেনেছে যে, এর পূর্বে এর কিয়দংশও জানতে পারেনি। এই গবেষণার অন্যতম একটি নিদর্শন হ'ল মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ।

মহান আল্লাহ বলেন, فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ 'আমি শপথ করছি ঐসব নক্ষত্রের, যা (দিবসে) হারিয়ে যায় ও (রাতে) প্রকাশিত হয়' *(তাকভীর ৮১/১৫)*।

নক্ষত্র পিছনের দিকে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে। وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ 'আমরা স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি। আর আমরা অবশ্যই এর সম্প্রসারণকারী' *(যারিয়াত ৫১/৪৭)*। আল্লাহ তা'আলা এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারণ করে যাচ্ছেন। এক্ষণে আসুন জেনে নিই বিজ্ঞানীদের গবেষণা কি বলে।

মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা :

মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের এই ধারণাটি প্রথম আবিষ্কার করেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল (Edwin Hubble) ১৯২০ সালে তাঁর 2.5 m টেলিস্কোপের সাহায্যে। ১৮৪২ সালে ডপলার (Johann Christian Doppler) দেখান যে, কোন উৎস যদি পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে আপেক্ষিক গতিতে থাকে এবং তা যদি পর্যবেক্ষকের দিকে সরে আসে তাহ'লে উৎস থেকে আগত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেড়ে গেছে বলে মনে হবে আর যদি পর্যবেক্ষক থেকে দূরে সরে যায় তাহ'লে কম্পাঙ্ক কমে গেছে বলে মনে হবে। একে ডপলার ক্রিয়া (Doppler effect) বলে। এ প্রক্রিয়া শব্দ তরঙ্গের বেলায় যেমন সত্য তেমনি সকল দৃশ্য অদৃশ্য বিকিরণের বেলায়ও সত্য।

১৮৬৮ সালে স্যার উইলিয়াম হাগিনস (Sir William Huggins) দেখাতে সক্ষম হন যে, কয়েকটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের বর্ণালির ফ্রনহফার কালো রেখাগুলো সৌর বর্ণালিতে তাদের স্বাভাবিক অবস্থানের তুলনায় সামান্য লাল বা নীলের দিকে সরে যায়। একে লাল অপসরণ (Red shift) বা নীল অপসরণ (Blue shift) বলে।

লাল অপসরণ থেকে জানা যায়, নক্ষত্রগুলো পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আর নীল অপসরণ থেকে জানা যায়, নক্ষত্রগুলো আমাদের দিকে সরে আসছে। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির নক্ষত্রগুলোর মধ্যে কিছু নক্ষত্রের আলোর নীল অপসরণ হচ্ছে অর্থাৎ এরা পৃথিবীর দিকে সরে আসছে আর কিছু নক্ষত্রের আলোর লাল অপসরণ হচ্ছে অর্থাৎ এরা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীর সাপেক্ষে এ নক্ষত্রগুলোর গড় বেগ সেকেণ্ডে ৩০ কিলোমিটার। আমাদের নিকটবর্তী গ্যালাক্সিগুলোর নক্ষত্র থেকে আগত আলো হয় নীল অপসরণ অথবা লাল অপসরণ প্রদর্শন করে। তবে আমরা যখন দূরবর্তী গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিগুচ্ছ (Cluster of galaxies) এর নক্ষত্র থেকে আগত আলো পর্যবেক্ষণ করি তখন শুধু লাল অপসরণ দেখতে পাই। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, দূরবর্তী সকল গ্যালাক্সি বা গ্যালাক্সিগুচ্ছ আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মহাবিশ্বের দিক-নিরপেক্ষ এবং সমসত্ত্ব চেহারা যদি আমরা মেনে নেই তাহ'লে মহাবিশ্বের যেকোন স্থান থেকেই যেকোন পর্যবেক্ষকেরই নিকট মনে হবে যে, গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বেগুনী আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম এবং এর কম্পাংক সবচেয়ে বেশী। লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশী এবং এর কম্পাংক সবচেয়ে কম।

কোন নক্ষত্র যখন পৃথিবী হ'তে দূরে সরে যায় তখন ডপলারের সূত্র অনুসারে আগত রশ্মির কম্পাংক হ্রাস পাবে। ফলে লাল আলোর পরিমাণ বেশী দেখাবে যেহেতু লাল আলোর কম্পাংক কম এবং নীল আলোর পরিমাণ কম দেখাবে যেহেতু নীল আলোর কম্পাংক বেশী। একে লাল অপসরণ (Red Shift) বলে। আবার নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে সরে আসলে কম্পাংক বৃদ্ধি পাবে। ফলে নীল আলো বেশী দেখাবে যেহেতু নীল আলোর কম্পাংক বেশী এবং লাল আলো কম দেখাবে যেহেতু লাল আলোর কম্পাংক কম। একে নীল অপসরণ (Blue Shift) বলে।

যেহেতু দূরবর্তী নক্ষত্রের ক্ষেত্রে কেবল লাল অপসরণ পাওয়া যায় তাই নক্ষত্র পৃথিবী হ'তে দূরে সরে যাচ্ছে। উপরোক্ত তত্ত্বের আলোকে এটাই বলা যায় যে, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আমরা এতক্ষণ জেনেছি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে। এবার আমরা যদি সময়কে পিছনের দিকে নিয়ে যাই তাহ'লে মহাবিশ্বের সংকোচন দেখতে পাব। অর্থাৎ এই মহাবিশ্ব কিরূপ অবস্থা হ'তে সম্প্রসারিত হ'তে শুরু করেছিল? আসুন এটি জেনে নেওয়া যাক।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যখন থেকে এই মহাবিশ্বের শুরু হয়েছিল, তাহ'ল প্ল্যাংক কাল। বিজ্ঞানী প্ল্যাংক বলেছেন, মহাবিশ্বের শুরুতে এর স্থায়িত্বকাল ছিল ০ সেকেন্ড থেকে ১০-৪৩ সেকেণ্ড এবং মহাবিশ্ব ১০-৩৫ মিটার দৈর্ঘ্য এলাকা জুড়ে ছিল। তখন মহাবিশ্বের সবকিছু একত্রিত ছিল। মহাবিশ্বে চার ধরনের বলের অস্তিত্ব রয়েছে যথা- মহাকর্ষ বল, তাড়িতচৌম্বক বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, সবল নিউক্লিয় বল। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে, তখন এই চারটি বল একটি মৌলিক বলরূপে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঐ অবস্থা হ'তে মহাবিশ্বের

সম্প্রসারণ শুরু হয়। যাকে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন বিগ ব্যাং। জর্জ লেমাইটারকে বিগ ব্যাং মডেলের জনক বলা হয়।

আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল দু'টি সংযুক্ত ছিল। অতঃপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং আমরা পানি দ্বারা সকল প্রাণবান বস্তুকে সৃষ্টি করলাম। এরপরও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না?' *(আম্বিয়া ২১/৩০)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিগ ব্যাং মডেল সম্পর্কে তার বান্দাদের অবহিত করেছেন। উক্ত আয়াতে আরো বলা হচ্ছে 'অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না'। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যারা ইসলামকে অস্বীকার করে তারাই বিগ ব্যাং মডেল সম্পর্কে পৃথিবীবাসীর নিকট উপস্থাপন করছেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 'অবশ্যই এতে আল্লাহর নিদর্শন সমূহ রয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য' *(যুমার ৩৯/৪২)*।

উপরে আমরা দু'টি আয়াত সম্পর্কে আলোকপাত করেছি, যাতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এবং মহাবিশ্বের যাত্রা সম্পর্কে বলা হয়েছে। আরো আলোচনা করা হয়েছে বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ এবং মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে যে তত্ত্ব-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা সম্পর্কে।

এবার আসুন একটু চিন্তা করি। বিন্দু হ'তে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হ'ল, সম্প্রসারিত হ'তে হ'তে তৈরী হ'ল : গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, উল্কা, নক্ষত্র, গ্রহাণু, গ্যালক্সি। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন হ'ল- কে এই সম্প্রসারণ শুরু করলেন? কে সম্প্রসারণ করেই যাচ্ছেন? কে পৃথিবী এবং আসমানকে পৃথক করলেন? আবার একটু চিন্তা করি আমরা আসমানের দিকে তাকালে দেখতে পাই সূর্য, যা ২৫ দিনে নিজ অক্ষে একবার প্রদক্ষিণ করে। আল্লাহ বলেন, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، 'তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। প্রত্যেকেই আকাশে (নিজ নিজ কক্ষ পথে) সন্তরণশীল' *(আম্বিয়া ২১/৩৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আগেই আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন সূর্য নিজ অক্ষ প্রদক্ষিণ করছে। এমনকি চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে প্রদক্ষিণ করতে ২৭ দিন সময় লাগে। সূর্যের চারিদিকে যা ঘুরে তা হ'ল গ্রহ। তাদের রয়েছে নিজস্ব উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, সুনির্দিষ্ট সময়। যেমন- পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে ৩৬৫ দিন সময় লাগে, মঙ্গল গ্রহের লাগে ৬৮৭ দিন। গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে উপগ্রহ যেমন- চাঁদ হ'ল পৃথিবীর উপগ্রহ। রয়েছে ধুমকেতু যা ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়, এর এক অংশ লেজের মত অন্য অংশ মাথার মত। রয়েছে উল্কা, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলে আগুন ধরে যায় এবং আমরা মাঝে মাঝে আসমানে আগুনের গোলার মত দেখতে পাই। এত সুনিপুণ এবং সুশৃঙ্খল সৃষ্টি কে করেছে?

যদি আপনা-আপনি হ'ত অবশ্যই এত সুশৃঙ্খল হ'ত না। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না? এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যিনি কুরআনুল হাকীমে মহাবিশ্বের এতগুলো তথ্য সূক্ষ্মভাবে প্রদান করেছেন তিনিই এসব কিছুর স্রষ্টা। যদি তিনি ব্যতীত অন্য কোন স্রষ্টা থাকত তবে এতে অনেক গরমিল পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন, أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 'তারা কি আল্লাহর জন্য এমন সব শরীক নির্ধারণ করেছে যারা তাঁর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে? যে কারণে ঐসব সৃষ্টি তাদেরকে বিভ্রান্তিতে ফেলেছে? বলে দাও, আল্লাহ সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি এক ও পরাক্রান্ত' *(রা'দ ১৩/১৬)*।

অতএব কুরআনের মহাবিশ্ব সংক্রান্ত আয়াত আমাদের নিকট সত্য প্রমাণিত হ'ল, যা মুসলিমদের অন্তর প্রশান্ত করে এবং ঈমান বৃদ্ধি করে। আমরা যারা দ্বীন নিয়ে গাফেল, পরকাল নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা করি না, তারা যদি একটু ভেবে দেখি তাহ'লে দেখতে পাবো যে, এই কুরআনই পরকালের কঠিন আযাবের সংবাদ আমাদের দিয়েছে। অতএব দুনিয়া সংশ্লিষ্ট কুরআনের জ্ঞান যেরূপ সত্য একইরূপ পরকাল সংক্রান্ত জ্ঞানও অভ্রান্ত সত্য। তাই পরকালের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে এখনই সতর্ক হ'তে হবে।

তথ্যসূত্র : (১) উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান, ২য় পত্র, অধ্যায়ঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান (২) A Brief of History of Time by Stephen Hawking (৩) The Creation of Universe by George Gamow.

[ক্রমশঃ]

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৩

পুরস্কার
○ ১ম পুরস্কার ১২,০০০/- (সনদসহ)
○ ২য় পুরস্কার ৮,০০০/- (সনদসহ)
○ ৩য় পুরস্কার ৬,০০০/- (সনদসহ)
○ বিশেষ পুরস্কার (১০টি) ১,০০০/- (সনদসহ)

সকলের জন্য উন্মুক্ত
(২০২২ সালের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীগণ ব্যতীত)

নির্বাচিত বই
◇ দিগদর্শন-১ ◇ দিগদর্শন-২
লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তারিখ : ১৭ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-টা

● পরীক্ষার ফী ১০০ টাকা
● প্রশ্নপদ্ধতি এম সি কিউ (১০০ টি), সময় : ১ ঘণ্টা
● প্রতিযোগিতার স্থান অনলাইন : https://exam.hfeb.net
● পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন, যুব সমাবেশ মঞ্চ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সার্বিক যোগাযোগ ০১৭২৩-৭৮৭৬৩৩ ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩

শবেবরাত

আত-তাহরীক ডেস্ক

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাআত' বলা হয়। 'শবেবরাত' শব্দটি ফার্সী। এর অর্থ হিস্সা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। দ্বিতীয় শব্দটি আরবী। যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। আয়ু ও রূযী বৃদ্ধি করা হয়। সারা বছরের ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। এ রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ এই রাতে ঘরে ফেরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে তারা সারা রাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। বাসগৃহ ধূপ-ধুনা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি দিয়ে সুগন্ধিময় ও আলোকিত করা হয়। অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সব দলে দলে গোরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। সেই সাথে চলে মীলাদ-ক্বিয়াম ও নানাবিধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও এ রাতে মসজিদে গিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়। যেখানে প্রতি রাক'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাছ পাঠ করা হয়। সংক্ষেপে এই হ'ল এদেশে শবেবরাতের নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র।

ধর্মীয় ভিত্তি : মোটামুটি ৩টি ধর্মীয় আক্বীদাই এর ভিত্তি হিসাবে কাজ করে থাকে। (১) এ রাতে আগামী এক বছরের জন্য বান্দার ভাল-মন্দ তাক্বদীর নির্ধারিত হয় এবং এ রাতে কুরআন নাযিল হয়। (২) এ রাতে বান্দার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়। (৩) এ রাতে রূহগুলি সব ছাড়া পেয়ে মর্ত্যে নেমে আসে। ফলে মোমবাতি, আগরবাতি, পটকা ও আতশবাজি হয়তোবা রূহগুলিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য করা হয়। হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এ দিন ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য হিসাবে হালুয়া-রুটি খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথায় সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রে...!

এক্ষণে আমরা উপরোক্ত বিষয়গুলির ধর্মীয় ভিত্তি কতটুকু তা খুঁজে দেখব। প্রথমটির সপক্ষে যেসব আয়াত ও হাদীছ পেশ করা হয়, তা হ'ল :

(১) সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত অর্থ : 'আমরা তো এটি অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক রজনীতে; আমরা তো সতর্ককারী'। 'এ রজনীতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' *(দুখান ৪৪/৩-৪)*।

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় তাফসীরে বলেন, 'এখানে মুবারক রজনী অর্থ লায়লাতুল ক্বদর'। যেমন সূরা ক্বদর ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা এটা নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে'। আর সেটি হ'ল রামাযান মাসে। যেমন সূরা বাক্বারাহ ১৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'এই সেই রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে'। তিনি বলেন, এ রাতে এক শা'বান হ'তে আরেক শা'বান পর্যন্ত বান্দার রূযী, বিয়ে-শাদী, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয় বলে যে হাদীছ প্রচারিত আছে, তা 'মুরসাল' ও যঈফ এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, ক্বদর রজনীতেই লওহে মাহফূযে রক্ষিত ভাগ্যলিপি হ'তে পৃথক করে আগামী এক বছরের নির্দেশাবলী তথা মৃত্যু, রিযিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী যা সংঘটিত হবে, সেগুলি লেখক ফেরেশতাগণের নিকটে প্রদান করা হয়। এরূপভাবেই বর্ণিত হয়েছে আব্দুল্লাহ বিন ওমর, মুজাহিদ, আবু মালিক, যাহ্হাক প্রমুখ সালাফে ছালেহীনের নিকট হ'তে।

অতঃপর 'তাক্বদীর' সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য হ'ল, 'তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়, আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ' *(ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বৎসর পূর্বেই আল্লাহ স্বীয় মাখলূক্বাতের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন'।[1] আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার ভাগ্যে যা আছে তা ঘটবে; এ বিষয়ে কলম শুকিয়ে গেছে' (পুনরায় তাক্বদীর লিখিত হবে না)।[2] এতে বুঝা যায় যে, শবেবরাতে প্রতিবছর ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয় বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তার কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই। বরং 'লায়লাতুল বারাআত' বা ভাগ্যরজনী নামটিই সম্পূর্ণ বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইসলামী শরী'আতে এই নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

(২) এই রাতে বান্দার গোনাহ মাফ হয়। সেজন্য দিনে ছিয়াম পালন ও রাতে ইবাদত করতে হয়। অন্ততঃ ১০০ রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও ১০ বার করে সূরা ইখলাছ (কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ) পড়তে হয়। এই ছালাতটি গোসল করে আদায় করলে গোসলের প্রতি ফোঁটা পানিতে ৭০০ রাক'আত নফল ছালাতের ছওয়াব পাওয়া যায় ইত্যাদি।

এ সম্পর্কে প্রধান যে দলীলগুলি পেশ করা হয়ে থাকে, তা নিম্নরূপ :

(১) হযরত আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মধ্য শা'বান এলে তোমরা রাত্রিতে ইবাদত কর ও দিনে ছিয়াম পালন কর। কেননা আল্লাহ ঐদিন সূর্যাস্তের পর দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন ও বলেন, আছ কি কেউ ক্ষমা প্রার্থনাকারী, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। আছ কি কেউ রূযী

---

১. মুসলিম হা/২৬৫৩; মিশকাত হা/৭৯।
২. বুখারী হা/৫০৭৬; মিশকাত হা/৮৮।

প্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব। আছ কি কোন রোগী, আমি তাকে আরোগ্য দান করব'?[৩] হাদীছটি মওযূ' বা জাল।[৪]

অথচ একই মর্মে প্রসিদ্ধ 'হাদীছে নুযূল' ইবনু মাজাহ্র ৯৮ পৃষ্ঠায় মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে *(হা/১৩৬৬)* এবং বুখারী শরীফের (মীরাট ছাপা ১৩২৮ হিঃ) ১৫৩, ৯৩৬ ও ১১১৬ পৃষ্ঠায় এবং 'কুতুবে সিত্তাহ' সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে সর্বমোট ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। সেখানে 'মধ্য শা'বান' না বলে 'প্রতি রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ' বলা হয়েছে। অতএব ছহীহ হাদীছ সমূহের বর্ণনানুযায়ী আল্লাহ প্রতি রাত্রির তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন ও বান্দাকে ফজর পর্যন্ত উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে থাকেন; শুধুমাত্র নির্দিষ্টভাবে মধ্য শা'বানের একটি রাত্রিতে নয়।

(২) মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা রাত্রিতে একাকী মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে আয়েশাকে লক্ষ্য করে বলেন, মধ্য শা'বানের দিবাগত রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন এবং 'কল্ব' গোত্রের বকরী সমূহের লোম সংখ্যার চাইতে অধিক সংখ্যক লোককে মাফ করে থাকেন'।[৫] হাদীছটি যঈফ এবং এর সনদ মুনকাত্বি' বা ছিন্নসূত্র।[৬]

(৩) ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেন, তুমি কি 'সিরারে শা'বানের' ছিয়াম রেখেছ? লোকটি বলল, 'না'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে রামাযানের পর ছিয়াম দু'টির ক্বাযা আদায় করতে বললেন'।[৭]

'সিরার' অর্থ মাসের শেষ। উক্ত ব্যক্তি শা'বানের শেষাবধি ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত ছিলেন অথবা ঐটা তার মানতের ছিয়াম ছিল। রামাযানের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ভয়ে তিনি শা'বানের শেষের ছিয়াম দু'টি বাদ দেন। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে বলেন। এর সাথে প্রচলিত শবেবরাতের কোন সম্পর্ক নেই।

(৪) আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাতে, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ'। হাদীছটি জাল।[৮]

(৫) আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা শা'বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে এবং সকলকে ক্ষমা করে দেন, কেবল মুশরিক ও পরস্পরে শত্রু ব্যতীত'।[৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, পরস্পরে শত্রু এবং আত্মঘাতি ব্যতীত'।[১০] ৮টি যঈফ সূত্র উল্লেখ করে সেগুলি হাদীছটিকে শক্তিশালী করেছে মন্তব্য করে শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'নিঃসন্দেহে ছহীহ' বলেছেন।[১১] ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব হাদীছটির সনদ যঈফ বলেছেন। অতঃপর বিভিন্ন শাওয়াহেদ-এর কারণে 'ছহীহ লেগায়রিহি' বলেছেন।[১২] ভাষ্যকার আহমাদ শাকের একইরূপ বলেছেন *(১০/১২৭)*। কিন্তু 'ছহীহ' বলা সত্ত্বেও এ রাত্রি উপলক্ষে বিশেষ কোন আমল করাকে শায়খ আলবানী কঠোরভাবে বিদ'আত বলেছেন।[১৩]

মন্তব্য : (১) উক্ত হাদীছটি বুখারী-মুসলিম সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী। (২) সকল ছহীহ হাদীছে এসেছে যে, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আছ কি কোন আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব...।[১৪] অথচ অত্র হাদীছে এটি ১৫ই শা'বানের রাতের জন্য খাছ করা হয়েছে। যদিও এরূপ ক্ষমা প্রদানের কথা অন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে এসেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্র সাথে শিরক করেনি এমন সকল ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়। কেবল ঐ দুই ব্যক্তি ছাড়া যাদের মধ্যে পরস্পরে শত্রুতা রয়েছে। বলা হয় যে, এই দু'জনকে ছাড় যতক্ষণ না ওরা পরস্পরে সন্ধি করে'।[১৫] অথচ ঐ দু'রাতে কেউ বিশেষভাবে কোন ইবাদত বা অনুষ্ঠানাদি করে না এবং করার বিধানও নেই। (৩) এই রাতে বা দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কোনরূপ বাড়তি আমল বা ইবাদত করেননি। (৪) মতভেদের সময় রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাঁর ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৬] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে, যাতে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[১৭] অতএব ১৫ই শা'বান উপলক্ষে প্রচলিত সকল প্রকার ইবাদত ও অনুষ্ঠানাদি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

(৩) এ রাতে রূহগুলি সব মর্ত্যে নেমে আসে। এ বিষয়ে সূরা ক্বদরের ৪ ও ৫ আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে বলা হয়। যেখানে আল্লাহ বলেন, 'সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সকল বিষয়ে কেবল শান্তি; ফজরের উদয়কাল পর্যন্ত' *(ক্বদর ৯৭/৪-৫)*। এখানে 'সে রাত্রি' বলতে ক্বদরের রাত্রি এবং 'রূহ' বলতে ফেরেশতাদের সর্দার জিব্রীলকে বুঝানো হয়েছে *(ইবনু কাছীর)*। প্রত্যেক মৃতের রূহ মর্ত্যে নেমে আসে এ ধারণা ভুল। কেননা মৃত্যুর পরে কোন রূহ আর পৃথিবীতে ফেরৎ আসতে পারে না। কেননা 'তাদের সামনে পর্দা থাকে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ২৩/১০০)*।

---

৩. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৮; আলবানী, মিশকাত হা/১৩০৮।
৪. সিলসিলা যঈফাহ হা/২১৩২।
৫. ইবনু মাজাহ হা/১৩৮৯; মিশকাত হা/১২৯৯।
৬. যঈফুল জামে' হা/১৭৬১।
৭. বুখারী হা/১৯৮৩; মুসলিম হা/১১৬১; মিশকাত হা/২০৩৮।
৮. সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২।
৯. ইবনু মাজাহ হা/১৩৯০; মিশকাত হা/১৩০৬।
১০. আহমাদ হা/৬৬৪২; মিশকাত হা/১৩০৭; যঈফ আত-তারগীব হা/৬২১।
১১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪৪, ৩/১৩৮, ১৫৬৩, ৪/১৩৭।
১২. আহমাদ হা/৬৬৪২।
১৩. ফাতাওয়া আলবানী (অডিও) ক্লিপ নং ১৮৬/৬।
১৪. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
১৫. মুসলিম হা/২৫৬৫; মিশকাত হা/৫০২৯-৩০।
১৬. আবুদাঊদ হা/৪৬০৭; ইবনু মাজাহ হা/৪২; মিশকাত হা/১৬৫।
১৭. মুসলিম হা/১৭১৮।

শবেবরাতের ছালাত : এই রাত্রির ১০০ রাক'আত ছালাত সম্পর্কে যেসব হাদীছ বলা হয়ে থাকে তা 'মওযূ' বা জাল।[১৮] মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, 'জুম'আ ও ঈদায়নের ছালাতের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে 'ছালাতে আলফিয়াহ' নামে এই রাতে যে ছালাত আদায় করা হয় এবং এর সপক্ষে যেসব হাদীছ ও আছার বলা হয়, তার সবই জাল অথবা যঈফ। এব্যাপারে (ইমাম গাযালীর) 'এহ্ইয়াউল উলূম' ও (আবু তালেব মাক্কীর) 'কূতুল কুলূব' দেখে যেন কেউ ধোঁকা না খায়।... এই বিদ'আত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম যেরুযালেমের বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে প্রবর্তিত হয়। মসজিদের মূর্খ ইমামগণ অন্যান্য ছালাতের সঙ্গে যুক্ত করে এই ছালাত চালু করেন। এর মাধ্যমে তারা জনসাধারণকে একত্রিত করার এবং নেতৃত্ব করা ও পেট পুর্তি করার একটা ফন্দি এঁটেছিল মাত্র। এই বিদ'আতী ছালাতের ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখে নেককার-পরহেযগার ব্যক্তিগণ আল্লাহ্র গযবে যমীন ধ্বসে যাওয়ার ভয়ে শহর ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিলেন'।[১৯]

শা'বান মাসের করণীয় : রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম রাখতেন না'।[২০]

যারা শা'বানের প্রথম থেকে নিয়মিত ছিয়াম পালন করেন, তাদের জন্য শেষের পনের দিন ছিয়াম পালন করা উচিত নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন শা'বানের অর্ধেক হবে, তখন তোমরা ছিয়াম রেখো না'।[২১] অবশ্য যদি কেউ অভ্যস্ত হন বা মানত করে থাকেন, তারা শেষের দিকেও ছিয়াম পালন করবেন।

মোটকথা শা'বান মাসে অধিক হারে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। ছহীহ দলীল ব্যতীত কোন দিন বা রাতকে ছিয়াম ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করা সুন্নাতের বরখেলাফ। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয'-এর তিন দিন নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত, তারা ১৩, ১৪ ও ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়। নিয়তের গোলমাল হ'লে কেবল কষ্ট করাই সার হবে। কেননা বিদ'আতী কোন আমল আল্লাহ কবুল করেন না এবং সকল প্রকার বিদ'আতই ভ্রষ্টতা ও প্রত্যাখ্যাত।[২২] আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নিজ নিজ আমল সমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন! *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : হাফাবা প্রকাশিত 'শবেবরাত' বই)।*

---

১৮. ইবনুল জাওযী, আল-মওযূ'আত ২/১২৭-২৯।
১৯. মিরক্বাত শরহ মিশকাত হা/১৩০৮-এর ব্যাখ্যা দ্র. ৪/৪৪৬-৪৭ পৃ.।
২০. বুখারী হা/১৯৬৯; মুসলিম হা/১১৫৬; মিশকাত হা/২০৩৬।
২১. আবুদাঊদ হা/২৩৩৭; তিরমিযী হা/৭৩৮; মিশকাত হা/১৯৭৪।
২২. নাসাঈ হা/১৫৭৮; মিশকাত হা/১৬৫।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন : ০১৭১৫ ৭৬০৩৪৩
নিজস্ব মৌচাক থেকে সংগ্রহকৃত মধু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং দেশী কালোজিরা থেকে সংগ্রহকৃত কালোজিরার তেল খুচরা এবং পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
দেশের প্রতিটি জেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগ :
সেফ সত্তেজ, সেফ সত্তেজ সুপার মার্কেট সারদা বাজার, চারঘাট, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৭২ ৮০৩৫৩৮, ০১৭১৭ ৮৮০২৮৮।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন- ০১৭৮২ ৪৬৪০৯৮
লাইসেন্স নং : রাজশাহী-৫৫১৮
মৌচাক মধু
বি.এস.টি.আই অনুমোদিত
১০০% খাঁটি মৌচাক মধু, কালোজিরা তেল এবং ভাল মানের বিদেশী জয়তুন তেল পাইকারী বিক্রয় করা হয়।
যোগাযোগ
লাইফ এন্টারপ্রাইজ
শালবাগান, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮
প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ
প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ।
মোবাইল : ০১৭১৪-৯২৯৯৭৭

দেশের প্রতিটি যেলা, উপযেলা ও বিভাগীয় শহরে ডিলারশীপ দেওয়া হচ্ছে

গোনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করবেন না!

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পরিপন্থী কোন কাজ করাই মূলত গোনাহ। গোনাহের মধ্যে ছোট ও বড় দু'রকমের গোনাহ রয়েছে। ছোট গোনাহসমূহ বিভিন্ন সৎআমলের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়া যায়। কিন্তু বড় গোনাহসমূহ তওবা ব্যতীত ক্ষমা পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। অথচ আমরা প্রতিনিয়ত ছোট-বড় নানা ধরনের গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ছি। ছোট ছোট গোনাহগুলো বারবার করার ফলে তা বড় গোনাহে পরিণত হচ্ছে। আবার অনেক বড় বড় গোনাহকে আমরা তুচ্ছজ্ঞান করে সামান্য মনে করে অবলীলায় তাতে লিপ্ত হচ্ছি। অথচ এর জন্য আমাদের মনে কোন অনুশোচনারও উদ্রেক হচ্ছে না। ফলে আমরা ইস্তেগফার করারও প্রয়োজনবোধ করছি না।

একবার ভেবে দেখুন তো! পরিণতি সম্পর্কে জানা-বুঝার পরও গীবত, হিংসা-বিদ্বেষ, আমানতের খেয়ানত, পিতা-মাতার অবাধ্যতা, মিথ্যা বলা, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিপাত ও অন্যের মর্যাদাহানির মত গোনাহগুলো থেকে আমরা কয়জন বেঁচে থাকতে পারছি! কয়জন এগুলোকে পাপকর্ম হিসাবে মূল্যায়ন করছি? এসব পাপে লিপ্ত হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কোন অনুশোচনার উদ্রেক হচ্ছে কি? হয়ত হচ্ছে। কিন্তু তা খুব সামান্যই।

অকারণে জামা'আত পরিত্যাগ করে ঘরে ছালাত আদায় করছি। আর ভাবছি.. অনেকে তো ছালাতই আদায় করে না। আমি তো অন্তত আদায় করছি। অবলীলায় গীবত করছি আর ভাবছি.. এতে তেমন কোন গোনাহ হবে না! পাপপূর্ণ দৃশ্য দেখছি আর ভাবছি.. জীবনে তো কত গোনাহই করলাম। এটা আর এমন কি! নিশ্চয়ই আল্লাহ মাফ করে দিবেন।

এভাবেই ঈমানী দুর্বলতা, আল্লাহভীতির অভাব এবং পরকালীন জবাবদিহিতার ব্যাপারে অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে আমরা আমাদের পাপগুলোকে প্রতিনিয়তই তুচ্ছজ্ঞান করে চলেছি।

অথচ ছোট ছোট গোনাহের ব্যাপারেই রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বারবার সতর্ক করেছেন। যেমন এক হাদীছে তিনি বলেন, إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ... وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذْ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكْهُ، 'তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ পাপ থেকেও দূরে থেকো। ছোট ছোট গোনাহগুলোর উদাহরণ ঐ লোকদের মতো, যারা কোন খোলা প্রান্তরে উপনীত হ'ল এবং তাদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু করে লাকড়ি সংগ্রহ করে নিয়ে এলো। শেষ পর্যন্ত তারা ঐ পরিমাণ লাকড়ি সংগ্রহ করল যা দিয়ে তাদের খাবার পাকানো সম্পন্ন হ'ল। ছোট ছোট তুচ্ছ পাপের পাপীকে যখন ধরা হবে তখন তা তাকে ধ্বংস করে ছাড়বে'।[১]

তিনি বলেন, 'তোমরা নগণ্য ছোট ছোট গোনাহ থেকে সাবধান হও; কেননা সেগুলো মানুষের কাঁধে জমা হ'তে থাকে অতঃপর তাকে ধ্বংস করে দেয়'।[২]

গোনাহকে অবজ্ঞা করার মূল কারণ ঈমানী দুর্বলতা। ঈমানী দুর্বলতার কারণে বড় বড় পাপকেও নগণ্য মনে হয়। অন্যদিকে ঈমান যখন শক্তিশালী হয়, তখন সে তখন সামান্য পরিমাণ গোনাহ নিয়েও চিন্তিত হয়ে পড়ে, নিজেকে ধ্বংসে নিপতিত জ্ঞান করে, প্রতিনিয়ত তওবা করে এবং আগামীতে এরূপ গোনাহ থেকে দূরে থাকার দৃঢ় সংকল্প করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ 'একজন ঈমানদার ব্যক্তি তার গোনাহগুলোকে এত বড় মনে করে, যেন সে একটা পর্বতের নীচে উপবিষ্ট আছে, আর সে আশঙ্কা করছে যে, সম্ভবত পর্বতটা তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীয় গোনাহগুলোকে মাছির মত মনে করে, যা তার নাকের উপর দিয়ে চলে যায়'।[৩]

ছাহাবায়ে কেরাম যেকোন গোনাহকেই ধ্বংসাত্মক মনে করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'তোমরা এমন সব (গোনাহের) কাজ করে থাক, যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও সূক্ষ্ম মনে হয়। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় আমরা এগুলোকেই ধ্বংসাত্মক মনে করতাম'।[৪]

সামান্য কোন পাপ করে ফেললেও তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন। যেমন আবুবকর (রাঃ) একবার রাবী'আহ (রাঃ)-এর সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এবং একপর্যায়ে তাকে একটা অপসন্দনীয় কথা বলে ফেলেন। অতঃপর তিনি অনুতপ্ত হয়ে বললেন, হে রাবী'আহ! তুমি অনুরূপ কথা বলে প্রতিশোধ নিয়ে নাও, যাতে তা আমার কথার ক্বিছাছ হয়ে যায়। কিন্তু রবী'আহ আবুবকর (রাঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার কথা ভেবে অনুরূপ কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, তোমাকে অবশ্যই বলতে হবে নতুবা তোমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব।

অতঃপর তিনি পুরো ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি রবী'আহকে বললেন, তুমি অনুরূপ বলবে না। বরং বলবে, হে আবুবকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন। রাসূল (ছাঃ)-এর এ নির্দেশনা শুনে আবুবকর (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় ফিরে গেলেন।[৫]

অতএব হে পাঠক! আমরা সতর্ক হই ক্বিয়ামতের সেই ভয়াবহ দিনটির ব্যাপারে, যেদিন বান্দা অণু পরিমাণ নেকীর কাজ করলেও তা দেখতে পাবে, অণু পরিমাণ গোনাহের কাজ করলেও তা দেখতে পাবে *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*। তাই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদেরকে ছোট-বড় সকল গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আত্মসমালোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। শয়তানী ওয়াসওয়াসায় কখনো গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লে দেরী না করে সাথে সাথে তওবা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বামের ফেরেশতা পাপী মুসলিমের উপর থেকে ছয় ঘণ্টা কলম তুলে রাখেন। অতঃপর সে যদি পাপে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহ'লে তা উপেক্ষা করেন। নচেৎ একটি পাপ লেখা হয়।[৬] অতএব সর্বদা গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করি এবং প্রতিনিয়ত তওবা ও ইস্তিগফারের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র রাখি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

---

১. *আহমাদ, ছহীহাহ হা/৩৮৯।*
২. *আহমাদ, ছহীহুত তারগীব হা/২৪৭০।*
৩. *বুখারী হা/৬৩০৮; মিশকাত হা/২৩৫৮।*
৪. *বুখারী হা/৬৪৯২; মিশকাত হা/৫৩৫৫।*
৫. *আহমাদ, ছহীহাহ হা/৩২৫৮।*
৬. *ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/১২০৯।*

শীতকালীন শাক-সবজির উপকারিতা ও পুষ্টিগুণ

শীতকালীন বাজার নানা শাক-সবজিতে ভরপুর। পুষ্টিগুণে শীতের শাক-সবজির জুড়ি নেই। শরীরের প্রয়োজনীয় যাবতীয় ভিটামিন ও মিনারেলস রয়েছে শীতকালীন সতেজ শাক-সবজিতে। তাই শরীরকে ফিট রাখতে প্রয়োজন নিয়মিত শাক-সবজি গ্রহণ। কিছু জনপ্রিয় শীতকালীন সবজির উপকারিতা। নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

মুলা : সাধারণত দু'রকমের মুলা আমাদের দেশে বেশী জন্মায়। সাদা ও লাল মুলা। মুলা কাঁচা এবং রান্না উভয় অবস্থায় খাওয়া যায়। সালাদে ব্যবহার করা যায়। মুলায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি থাকে। আর মুলার পাতায় 'এ' ভিটামিনের পরিমাণ প্রায় ছয়গুণ বেশী। মুলাতে পাওয়া যায় বিটা ক্যারোটিন। যা হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করে। মুলা বিভিন্ন ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে, শরীরের ওযন হ্রাস করে, আলসার ও বদহজম দূর করতে সাহায্য করে থাকে এবং কিডনি ও পিত্তথলিতে পাথর তৈরি প্রতিরোধ করে।

ফুলকপি : শীতের খুবই সুস্বাদু একটা সবজি হ'ল ফুলকপি। ফুলকপিতে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি'। এতে আয়রন রয়েছে উচ্চমাত্রায়। আমাদের শরীরে রক্ত তৈরিতে আয়রন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সাধারণত গর্ভবতী মা, বাড়ন্ত শিশু এবং যারা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের জন্য ফুলকপি বেশ উপকারী। ফুলকপি কোলেস্টেরল মুক্ত। এতে চর্বি নেই। ফুলকপি পাকস্থলির ক্যান্সার প্রতিরোধে বিশেষ কার্যকরী। এছাড়া মূত্রথলি ও প্রোস্টেট, স্তন ও ডিম্বাশয় ক্যান্সার প্রতিরোধে ফুলকপি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফুলকপিতে থাকা প্রয়োজনীয় পরিমাণে ভিটামিন-'এ' ও 'সি' শীতকালীন বিভিন্ন রোগ যেমন জ্বর, কাশি, সর্দি ও টনসিল প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ফুলকপির ভিটামিন 'এ' চোখের জন্যও প্রয়োজনীয়।

বাঁধাকপি : শীতকালীন সবজির মধ্যে বাঁধাকপি একটি সুস্বাদু সবজি। বাঁধাকপিতে শর্করা, ভিটামিন, মিনারেল, এমাইনএসিড এবং প্রচুর পানি আছে। বাঁধাকপিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' ও 'ই'। বাঁধাকপিতে উপস্থিত ভিটামিন 'সি' শরীরের হাড়কে শক্ত ও মযবূত রাখে। এর মাধ্যমে বয়সজনিত হাড়ের সমস্যা থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়। ওযন কমাতে সহায়ক খাবার বাঁধাকপি। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকায় ওযন কমানোর ক্ষেত্রে নিয়মিত এর সালাদ খাওয়ার বিকল্প নেই। বাঁধাকপি আলসার প্রতিরোধেও কার্যকরী ভূমিকা রাখে।

শিম : শীতকালীন সবজি শিম একটি সুস্বাদু, পুষ্টিকর, আমিষের একটি ভালো উৎস। শিমের পরিপক্ব বীজে প্রচুর আমিষ ও স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে। এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও পানি। শিমের আঁশ-জাতীয় অংশ খাবার পরিপাকে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকাংশে দূর করে। শিম সাধারণত ডায়রিয়ার প্রকোপ কমায়। রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। শিম শিশুদের অপুষ্টি দূর করে। শিমের ফুল রক্ত আমাশয়ের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায়।

গাজর : গাজর পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও খাদ্য আঁশসমৃদ্ধ শীতকালীন সবজি, যা এখন প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায়। তরকারি বা সালাদ হিসাবে এই সবজি খাওয়া যায়। এতে আছে বিটা ক্যারোটিন, যা দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখে। অন্যান্য উপাদানগুলো অন্ত্রের ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। গাজরে উপস্থিত ক্যারোটিনয়েড ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

টমেটো : ক্যালরিতে ভরপুর এই সবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি। কাঁচা-পাকা উভয় অবস্থাতে টমেটো খাওয়া যায়। এতে উপস্থিত ভিটামিন-সি ত্বক ও চুলের রুক্ষভাব দূর করে, ঠাণ্ডাজনিত রোগ ভালো করে। যেকোন চর্মরোগ প্রতিরোধ করে। টমেটোতে রয়েছে লাইকোপিন, যা শরীরের মাংস পেশীকে মযবূত করে, দেহের ক্ষয় রোধ করে, দাঁতের গোড়াকে করে আরও শক্তিশালী এবং চোখের পুষ্টি জোগায়।

পালংশাক : পালংশাক উচ্চমানের পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর একটি শীতকালীন সবজি। পালংশাকে প্রচুর পরিমাণে ফলিক অ্যাসিড, ক্যালসিয়াম ও আয়রন আছে। তাই আর্থ্রাইটিস প্রতিরোধ ছাড়াও এটা হৃদরোগ এবং কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। পালংশাকের উপাদান সমূহ ক্যান্সার, বিশেষ করে ত্বকের ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার ও ওভারিয়ান ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। তাছাড়া পালংশাক হাড়কে মযবূত করে তুলতে, শরীরের কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে।

ব্রোকলি : কপিজাতীয় শীতকালীন সবজি হিসাবে ব্রোকলি বর্তমানে আমাদের দেশে চাষ করা হচ্ছে। ব্রোকলিতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন ও ক্যালসিয়াম বিদ্যমান। ব্রোকলি অত্যন্ত উপাদেয়, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর একটি সবজি। এটি চোখের রোগ, রাতকানা, অস্থি বিকৃতি প্রভৃতির উপসর্গ দূর করে ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

ধনেপাতা : ধনে পাতায় থাকা ভিটামিন 'সি', 'এ' এবং ফলিক এসিড ত্বকে প্রতিদিনের পুষ্টি জোগায় এবং চুলের ক্ষয়রোধ করে। এটি মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে। ধনে পাতার ভিটামিন 'এ' চোখের পুষ্টি জোগায়, রাতকানা রোগ দূর করতে ভূমিকা রাখে। কোলেস্টেরলমুক্ত ধনেপাতা দেহের চর্বির অপসারনে সহায়তা করে। এতে উপস্থিত আয়রন রক্ত তৈরিতে সাহায্য করে এবং রক্ত পরিষ্কার রাখে। ধনেপাতা হাড়ের ভঙ্গুরতা দূর করে শরীরকে শক্ত-সামর্থ্য করে। তবে ধনেপাতা রান্নার চেয়ে কাঁচা খেলে উপকার বেশী পাওয়া যায়। অ্যালঝেইমারস নামে এক ধরনের মস্তিষ্কের রোগ রয়েছে, যা নিরাময়ে ধনে পাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধনে পাতা শীতকালীন ঠোঁট ফাটা, ঠাণ্ডা লাগা, জ্বর জ্বর ভাব দূর করতে যথেষ্ট অবদান রাখে।

আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যে খাবারগুলো থাকে তার মধ্যে শাক-সবজিতেই বেশী উপকার পাওয়া যায়। তাই আমাদের যতবেশী সম্ভব শাক-সবজি খাওয়ায় অভ্যস্ত হ'তে হবে। তবে স্মরণ রাখা উচি যে, উচ্চতাপ বা চড়া আঁচে খাবার তৈরি করলে সবজির পুষ্টিগুণ কমে যায়। শাক, টমেটো হাইফেমে সিদ্ধ করে পানি ঝরিয়ে ফেললে পুষ্টি রঙ ও বুনন ঠিক থাকে। অন্যদিকে নরম সবজি যেমন- ব্রোকলি, ফুলকপি, গাজর ও শতমূলী সিদ্ধ করার চেয়ে ভাপে রান্না করা ভালো। স্বাদের সঙ্গে বজায় থাকে পুষ্টিও।

॥ সংকলিত ॥

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত বই সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক-এর প্রাপ্তিস্থান

রাজশাহী	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, নওদাপাড়া, ০১৭৭০-৮০০৯০০; ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার ০১৭৩৭-১৫২০৩৬; হা.ফা.বা লাইব্রেরী, হেতেম খাঁ ছোট মসজিদ ০১৭৫১-৪৫৪৫৭৯ হা.ফা.বা. লাইব্রেরী, তাহেরপুর ০১৭৬৪-৯৯৯৪৭১।
ঢাকা	: **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র**, ২২০ বংশাল ০১৮৩৫-৪২৩৪১১; **প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স**, বাংলা বাজার ০১৭৮৪-০১২৯৬৪; আনোয়ার হোসেন, আনোয়ার বুক ডিপো, ৫০, বাংলাবাজার ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫; মীযানুর রহমান, মুহাম্মাদপুর ০১৭৩৬-৭০০২০২; আনীসুর রহমান, মাদারটেক ০১৭১৮-৭৫৫৩৫৫; বাবু টেলিকম, মিরপুর ০১৭১৩-২০৩৩৯৬; মাহমূদুল হাসান, সততা লাইব্রেরী, ধামরাই ০১৭২৪৪৮৪২৩৪; তাসলীম পাবলিকেশন্স, কাঁটাবন ০১৯১৯-৯৬২৯১৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, জিরানী, সাভার ০১৬০৮-০৮৮১২৮।
ময়মনসিংহ	: আবুল কালাম ০১৭৬৭-৪৬৮৮০৫। **মুন্সিগঞ্জ :** সুজন মাহমুদ, মাওয়া ০১৯২৬-১৬২৩০১। **মানিকগঞ্জ :** ইঞ্জিনিয়ার মনিরুল ইসলাম ০১৭৭২-৮৬৭৮৯৮। **নরসিংদী** : আব্দুল্লাহ ইসহাক, মাধবদী, ০১৯৩২০৭২৪৯২।
কুমিল্লা	: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ইকরা লাইব্রেরী, বুড়িচং ০১৫৫৭-০০০৩৭৭; কামাল আহমাদ, লাকসাম ০১৮১২০৪৩৬৭১; ইসলামী জ্ঞানের আলো লাইব্রেরী ০১৬৭৬-৭৪৭৫৩২; বিসমিল্লাহ লাইব্রেরী ০১৬৮০-৩৫৫১৯০।
কুষ্টিয়া	: শহিদুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ হার্ডওয়ার, কন্দর পদিয়া, ই.বি. কুষ্টিয়া ০১৭৪৫-০৩২৪০৭।
খুলনা	: আব্দুল মুকীত, খুলনা, ০১৯২০-৪৬০১৩১; মাসঊদুর রহমান ০১৯১৮-৯১৬৮৮১; সালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮।
গাযীপুর	: বেলাল হোসাইন, তাওহীদ লাইব্রেরী, গাযীপুর, ০১৯১৩-০৭০৩৮৪; আব্দুছ ছামাদ শিকদার, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, আনসার একাডেমী, গাযীপুর ০১৮২৫-৭৯১৮৭১; বাদশা মিয়া, ০১৭১৩-২৬৯৮৬০; মুহাম্মাদ এনামুল হক, সুমাইয়া লাইব্রেরী, মাওনা চৌরাস্তা ০১৯২২-১৫৭৫৭৩; ছাব্বির বই বিতান, টঙ্গী ০১৮৬৪৭৮১১১৭; ছিদ্দীক বই বিতান, আমান টেক্স সংলগ্ন ০১৯২৫-৪১৮২২০; খাইরুল ইসলাম, আমান টেক্স, বৈরাগীর চালা, গাযীপুর ০১৭২৯-৫৯৫১৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বোর্ড বাজার ০১৭৫৪-৩৯৪১৯১।
গাইবান্ধা	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, গোলাপবাগ টিএণ্ডটি সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ ০১৭৩৭-৮৯৭০১১; ০১৭৩১-৪৮৫৭১৯; ডাঃ মোঃ হারূণুর রশীদ, আত-ত্বাকওয়া লাইব্রেরী, ০১৭২০-৫১১১৬৫; মোঃ আব্দুল আউয়াল, ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাঘাটা ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮।
চট্টগ্রাম	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম শাখা ০১৭১৫-৮৮০৮৬৬।
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, শিবতলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ০১৭৩০-৯২৫৭৬৬; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কানসাট ০১৭৪০-৮৫৬৬০৯; ডাক-বাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রহনপুর ০১৭৩৮-৫৪৬৫১৭। রূহুল আমীন, আল-ইখলাছ স্টোর, বিশ্বরোড মোড়, হোসেন পাম্পের পাশে ০১৭৮৭-০৯০৭৪৭।
চুয়াডাঙ্গা	: সাঈদুর রহমান, জয়রামপুর, দামুড়হুদা ০১৯১৮-২১৬৫৮৫।
জামালপুর	: আনীসুর রহমান, আরিফ ফার্মেসী এণ্ড ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সরিষাবাড়ী, জামালপুর ০১৯১৬-৭৬৯৭৩৪।
জয়পুরহাট	: হালাল সলিউশন, জয়পুরহাট সদর ০১৯৮০-৬৪৬০৬০; আল-আমীন, বটতলী বাজার, ক্ষেতলাল ০১৭৫৮-০৯৮৫৮০।
ঝিনাইদহ	: আসাদুল্লাহ, কিতাব ঘর ০১৭৫৩-৬৫২৮৬১; আল-আমীন টুপি ঘর, অগ্রণী ব্যাংকের নীচে, আহলেহাদীছ মসজিদের উত্তর পাশে, ডাকবাংলা বাজার ০১৯৩৯-৭৩৫৫১৮।
ঠাকুরগাঁও	: আব্দুল বারী, মীম লাইব্রেরী ০১৭১৭-০০৪১১৬; মুহাম্মাদ আবুবকর, মাকতাবাতুল হুদা ০১৭৬০-৫৮৮১০৯; যিয়াউর রহমান, আল-ফুরকান লাইব্রেরী, হরিপুর ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪।
দিনাজপুর	: হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, বিরামপুর শাখা, দিনাজপুর ০১৭৮০-৬৫০১১১; ছাদিক হোসেন, মদীনা লাইব্রেরী, রাণীর বন্দর, ০১৭২৩-৮৯০৯১২; মুছাদ্দিক বিল্লাহ, যুবসংঘ লাইব্রেরী, পার্বতীপুর ০১৭২৩-৮৮৯৯১১; সাজ্জাদ হোসেন তুহিন ০১৭৪০-৫৬২৭২১; মীযানুর রহমান, তামীম বই ঘর, রাণীগঞ্জ, ঘোড়াঘাট ০১৭৩৭-৬০৭৪৮৮; আরাফাত ইসলাম ০১৭৫০-২৯০০৫৯; আল-আমীন লাইব্রেরী, খোলাহাটী ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন, পার্বতীপুর, দিনাজপুর ০১৭৩৫-৪৭৪০৭২; হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্র, লালবাগ, সদর দিনাজপুর ০১৭৭৪-০২৪৯২৬; বাংলাহিলি হিলফুল ফুযুল মাদ্রাসা, হাকিমপুর ০১৯৮১-১২৮১২৪।
নওগাঁ	: আফযাল হোসাইন ০১৭১০-০৬০৪৭১; আতাউর রহমান, হামিদিয়া লাইব্রেরী ০১৭৬৫-৬৪৮১২৩; শাহজালাল লাইব্রেরী, ০১৭৪১-৩৮৮৮৯৪; মাদরাসা লাইব্রেরী ০১৭৭০-৬৩২৮৩২। আব্দুল আযীয, রহমানিয়া লাইব্রেরী, আনন্দনগর আহলেহাদীছ মসজিদ সংলগ্ন ০১৭৭২-৮৫৫৭৮৬।
নীলফামারী	: আব্দুস সালাম, বিদ্যা বুক হাউস ০১৭২৮৩৪৬৩১৩; এডুকেশন সেন্টার অব ইসলাম, ডিমলা ০১৭৮৩-৮৫৫৭৩২।
পাবনা	: রেযাউল করীম খোকন, রূপালী কনফেকশনারী ০১৭১৪-২৩১৩৬২; শীরীন বিশ্বাস ০১৯১৫-৭৫২৭১১; আব্দুল লতীফ, ০১৭৬১৭০৬৯৪১; হাসান আলী, আত-তাক্বওয়া জামে মসজিদ, চরমিরকামারী, ঈশ্বরদী, পাবনা ০১৭১৮-১২০৩১৫।
পটুয়াখালী	: ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডের দক্ষিণে ০১৭৫৮-৯৩৯৪৩৭।
পঞ্চগড়	: আব্দুল ওয়াজেদ, ঝিলিমিলি কসমেটিক্স, ফুলতলা বাজার ০১৭১৩-৬৮৭৫৮০।
ফরিদপুর	: দেলোয়ার হোসাইন কোর্ট কম্পাউন্ড ০১৭১৩-৫৯৮৪৭৬। **মাগুরা :** ইলিয়াস, ০১৯২৮-৭০৭৬৪৩।
বগুড়া	: শাহীন লাইব্রেরী ০১৭৪১-৩৪৫৫৯৮; মামূন, আদর্শ লাইব্রেরী ০১৭১৮-৪০৮২৬৯; শরীফুল ইসলাম, সেনানিবাস ০১৪০৫-৫৩৫৫৯১; মদীনা অক্সফোর্ড লাইব্রেরী ০১৭১৬-৫৩৬৫৪৯।
মেহেরপুর	: জোনাকী লাইব্রেরী ০১৭১০১১৮৫১৪; রবীউল ইসলাম, মুজীব নগর বুকস্টল, বড় বাজার ০১৭৫৬-৬২৭০৩১।
যশোর	: মুহসিন, হেলাল বুক ডিপো, দড়াটানা ০১৯৭২-৩২৪৭৮২।
রংপুর	: রেযাউল করীম, **দারুসসুন্নাহ লাইব্রেরী**, সেন্ট্রাল রোড, ০১৭৪০-৪৯০১৯৯; হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, মুসলিমপাড়া শাখা ০১৭৩৭-৫৩১৯৮২, মতিউর রহমান, পীরগঞ্জ, ০১৭২৩-৩১৩৭৫৮; আর রহমান লাইব্রেরী শঠিবাড়ী ০১৮১০-০১০৮৭৮।
লালমণিরহাট	: শাহ আলম, ফাহমিদা লাইব্রেরী, মহিষখোচা ০১৯১৬-৪৯১৭৯৮; ছালেহা লাইব্রেরী ০১৭১১-২১৭২৮৮; তাজ লাইব্রেরী ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩।
সিরাজগঞ্জ	: সত্যের আলো লাইব্রেরী, জামতৈল পূর্ব বাজার, কামারখন্দ ০১৭১৬-৯৬৯৭৯৬।
সিলেট	: ই,সি,এস, লাইব্রেরী, সিলেট ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫; শহীদুল ইসলাম, আত-তাকওয়া মসজিদ ০১৭৬১-৯৮২৫৯৭।
সাতক্ষীরা	: হাবীবুর রহমান ০১৭৪০-৬২৬০৫৭; মাগফূর রহমান বাবলু, বাঁকাল ০১৭১৬-১৫০৯৫৩; আব্দুস সালাম, মল্লিক লাইব্রেরী, কলারোয়া ০১৭৪৮-৯১০৮২৫। **বাগেরহাট :** শেখ জার্জিস আহমাদ ০১৭১৩-৯০৫৩১৬।

কবিতা

দিও না নরকের দহন

-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, ঢাকা।

মহান আল্লাহ্র জন্য সকল প্রশংসা
যিনি স্রষ্টা, করেছেন সৃষ্টি সকল সুষমা।
সকলের তাক্বদীর যিনি করেন নির্ধারণ,
শস্য-শ্যামল উদ্ভিদ করেন উৎপাদন।
পরিশেষে পরিণত করেন তা আবর্জনায়,
সকল ক্ষমতা তাঁর ভাস্বর স্বমহিমায়।
আসমান-যমীনে যা আছে সব আল্লাহ্র,
আল্লাহ সর্বশক্তিমান সব প্রশংসা তাঁর।
যদি প্রকাশ করি যা আছে মোদের অন্তরে,
কিংবা গোপন করি হিসাব হবে হাশরে।
প্রভু, যারে ইচ্ছা কর ক্ষমা কর অপমান,
সকল প্রশংসা তোমার তুমি সর্বশক্তিমান।
এমন বোঝা দিও না চাপিয়ে, যা ওযনে ভারী,
হে প্রভু! পাকড়াও কর না যদি ভুল করি।
এমন দায় দিও না, যা বহন করা কঠিন,
সব পাপ কর মোচন পাই যেন শুভদিন।
হে প্রভু! হঠাৎ করে দিও না মরণ,
অহরহ ভুল হয় তোমায় করি স্মরণ।
বাড়াইও না দুঃখ-কষ্ট বেদনা বিধুর,
আমার দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা তুমি কর দূর।
তুমি দাও মোদের নেক স্ত্রী নেক সন্তান,
যাতে জুড়ায় শরীর মন বাড়ায় ঈমান।
হে আল্লাহ! যদি ভুলে যাই না করি স্মরণ,
দিও না মোদের তুমি নরকের দহন।

ইজতেমার অপেক্ষায়

-মুহিব বিন জালালুদ্দীন
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

প্রতি বছর অপেক্ষা করি তাবলীগী ইজতেমার জন্য
তাওহীদী জনসমুদ্রে গিয়ে মোরা হব ধন্য।
অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত জ্ঞানী-গুণীর সন্ধানে
অবিলম্বে ছুটে চলি ইজতেমার ময়দানে।
শিরক-বিদ‘আত পরিহার করার দৃঢ় প্রত্যয় পেয়ে
সংস্কারকামী মুসলিমদের সঙ্গে যাই নিয়ে।
কুরআন-সুন্নাহ্র বই কিনি জ্ঞানার্জনের তরে
আমল করি মুক্তির আশায় সেই বই পড়ে।
আমল-আখলাক, কল্যাণ আর নীতি নৈতিকতা
পাপকর্ম বর্জন করার আলোচনা হয় সেথা।
সত্যনিষ্ঠ, বলিষ্ঠ আর যোগ্য ওলামার বয়ানে
স্বস্তি পাই, সাহস যোগায় ভালো লাগে শ্রবণে।
আমলের নিয়তে শ্রবণ করি কুরআন-সুন্নাহ্র ওয়াযকে
সারা বছর স্মরণ করি দুই দিনের ঐ সফরকে।
দয়াময়! তুমি তাওফীক দাও প্রতি বছর যাবার
তোমার কাছে কামনা করি আমল ছহীহ করার।
প্রভু! তুমি কবুল কর মোদের এই কামনা
পূরণ করে দাও তুমি সবার মনের বাসনা।
মালিক! তুমি রহম কর সকলের জন্য
পরকালের পাথেয় যেন না হয় মোদের শূন্য।
ইজতেমার অপেক্ষাতে করছি মোরা প্রার্থনা
আগামীর ইজতেমা যেন সফল করেন রব্বানা।

তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা

মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করাই আমাদের লক্ষ্য

হজ্জ ও ওমরাহ-এর জন্য বুকিং চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদন।
- হজ্জে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- সার্বক্ষণিক গাইড ও দেশীয় খাবারের ব্যবস্থা এবং কাছাকাছি আবাসন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা।
- সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে হজ্জ-ওমরাহ পালনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- **হজ্জ-এর প্রাক-নিবন্ধন চলমান**
- **প্রতি মাসেই ওমরাহ প্যাকেজ**

কার্যালয় সমূহ :

প্রধান কার্যালয়	কুড়িগ্রাম অফিস	রাজশাহী অফিস	রংপুর যোগাযোগ
মুছত্বফা সরকার ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাক্বওয়া হজ্জ কাফেলা আল-আমীন ফার্মেসী সেন্ট্রাল রোড, রংপুর। ০১৭৮৮-০৫১২০৮ ০১৩০৯-৭৮৯৮৬০।	পরিচালক মোহরটারী হাফেযিয়া মাদরাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং, গংগারহাট, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ০১৫৫২-৪৫৯৭২১	**নাদীম বিন সিরাজ** সুলতানাবাদ, নিউ মার্কেট, রাজশাহী, ০১৭৫৩-৫০৮৬৫৬। **আবুল বাশার** নওদাপাড়া, রাজশাহী ০১৭৪২-৮৬৯৮৮৮।	**রেযাউল করীম** দারুস সুন্নাহ শপ, হাজী লেন, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর, ০১৭২২-১৮৫২১৩

স্বদেশ

ইসলামী ব্যাংকের ঋণ সূদে-আসলে পরিশোধ করেও কারাগারে রহনপুরের কৃষক আফযাল

কৃষক আফযাল হোসেন পুরো ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছে। বন্ধকী দায়মুক্তি দলীল সম্পাদনও করে দিয়েছে ব্যাংক। কথা ছিল, সরাসরি ব্যাংকে টাকা শোধ করলেই ব্যাংক মামলা প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু ব্যাংক তা করেনি। কৃষক আফযাল হোসেনকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ।

জানা গেছে, আফযাল হোসেন ২০০৮ সালে ১৮০ বিঘা জমি ইজারা নিয়ে আম, পেয়ারা ও মাছ চাষ শুরু করেন। লাভের টাকা দিয়ে চার বিঘা জমিও ক্রয় করেন। ২০১৪ সাল পর্যন্ত তার খামার ভালোই ছিল। ২০১৫ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের রহনপুর শাখা থেকে ২০ লাখ টাকা ঋণ নেন। যার বার্ষিক সূদ ছিল ১ লাখ ৮০ হাযার টাকা। এক বছর দেওয়ার পর তার খামারে লোকসান শুরু হয়। ফলে আর সূদের কিস্তি দিতে পারেননি। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানালেও তার নামে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত চারটি মামলা করা হয়।

আফযাল হোসাইনের বক্তব্য, ব্যাংক শুধু ঋণের টাকা নয়, তার কাছ থেকে মামলার খরচও আদায় করে নিয়েছে। ব্যাংক মোট ২২ লাখ টাকার দাবীতে মামলা করলেও পরে সূদ, মামলার খরচসহ তার কাছ থেকে ২৯ লাখ ৯১ হাযার টাকা দাবী করে। ব্যাংকের ব্যবস্থাপক আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঋণ পরিশোধ করলে মামলা প্রত্যাহার করে নেবেন। এজন্য তিনি বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করে ও বিভিন্নভাবে টাকা সংগ্রহ করে সব পাওনা পরিশোধ করেন। ব্যাংক ঐ টাকা আদালতের মাধ্যমে না নিয়ে সরাসরি ব্যাংকে জমা নেয় এবং তাকে বন্ধকী দায়মুক্তি দলীল নিবন্ধন করে দেয়। এখন ব্যাংক বলছে, আইনী প্রক্রিয়ায় তাকেই মামলা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য তাকে আবার আদালতে ঋণের পুরো টাকা জমা দিতে হবে। এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকের রহনপুর শাখার ব্যবস্থাপক সোলায়মান আলী বলেন, ব্যাংকের অডিট নিষ্পত্তির জন্য এই আইনী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

[মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন *(স.স.)*]।

মেট্রোরেলের যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ

বহুল প্রতীক্ষিত মেট্রোরেলের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। গত ২৮শে ডিসেম্বর ২০২২ বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবুজ পতাকা উড়িয়ে ও ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন মেট্রোরেলের। ২০১২ সালের ১৮ই ডিসেম্বর নেওয়া এই প্রকল্পটির আংশিক তথা উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত (১১.৭৩ কি.মি.) সীমিত আকারে চালু হ'ল। কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিত অংশ মিলিয়ে প্রকল্পটি পুরোপুরি শেষ করতে ২০২৫ সাল হ'তে পারে। মেট্রোরেলের নির্মাণকাজ তদারকি ও পরিচালনার দায়িত্বে থাকা ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) বলছে, পূর্ণমাত্রায় চালু হ'লে এমআরটি-৬ প্রতি ঘণ্টায় ৬০ হাযার এবং দিনে ৫ লাখ যাত্রী পরিবহন করতে পারবে।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এরকম মোট ৬টি মেট্রো রেলপথ ঢাকার বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করবে। এর মধ্যে এমআরটি-১ প্রকল্পে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১৬.২১ কি.মি. হবে পাতাল পথে এবং কুড়িল থেকে পূর্বাচল ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬ কি.মি. হবে উড়ালপথে। আর ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে নিউমার্কেট, গুলিস্তান, কমলাপুর হয়ে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-২ নির্মাণ করা হবে। এমআরটি-৫ লাইনেও দু'টি অংশ রয়েছে। নর্দার্ন রুট সাভারের হেমায়েতপুর থেকে গাবতলী, মিরপুর এক ও দশ, কচুক্ষেত, গুলশান-২, নতুন বাজার হয়ে ভাটারা পর্যন্ত যাবে। আর সাউদার্ন রুট হবে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পর্যন্ত। আর কমলাপুর থেকে সাইনবোর্ড হয়ে নারায়ণগঞ্জের মদনমোহন পর্যন্ত যাবে মেট্রোরেলের লাইন-৪। উল্লেখ্য, উত্তরা থেকে আগারগাঁও যাওয়া-আসায় সময় লাগে ১০ মিনিট ১০ সেকেন্ডের মতো। টিকিট জনপ্রতি ৬০ টাকা। বর্তমানে এটি সকাল ৮.৩০ থেকে দুপুর ১২.৩০ পর্যন্ত চলাচল করছে।

দেশে দেশে মেট্রোরেল :

বাংলাদেশে মেট্রোরেল নতুন হ'লেও বিশ্বে দ্রুতগতির বিদ্যুৎচালিত এ পরিবহন ব্যবস্থা নতুন নয়। এর বয়স প্রায় ১৪০ বছর। বর্তমানে পৃথিবীর ৬১টি দেশের ২০৫টি শহরে দ্রুতগতির এই পরিষেবা চালু আছে। আরও অর্ধ শতাধিক শহরে এ ব্যবস্থা নির্মাণে কাজ চলছে।

পৃথিবীর প্রথম মেট্রোরেল লন্ডনে : ১৮৬৩ সালে পৃথিবীর প্রথম মেট্রোরেল চালু করা হয় লন্ডনে। পৃথিবীর প্রথম ভূগর্ভস্থ মেট্রোরেলও লন্ডনে চালু করা হয় ১৮৯০ সালে। বর্তমানে এখানে রয়েছে ৪০২ কি.মি. দীর্ঘ লাইন, যা ২৭টি স্টেশন দ্বারা যুক্ত। এর ৪৫ ভাগ মাটির নিচে। বর্তমানে চালকবিহীন চলাচল করে এর ট্রেনগুলো। দিনের ব্যস্ত সময়ে ৫৪০টি ট্রেন চলে, যাতে ৫০ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করতে পারে।

দীর্ঘতম মেট্রো লাইন চীনের সাংহাইতে : পৃথিবীর দীর্ঘতম মেট্রো লাইন চীনের সাংহাইয়ে, যা ৪৩৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। মোট ১১টি রুট দ্বারা সংযুক্ত এ নেটওয়ার্কে ২৭৭টি স্টেশন আছে। এটি সর্বোচ্চ ঘণ্টায় ৩১১ কি.মি. গতিতে চলে।

পৃথিবীর ব্যস্ত মেট্রো ব্যবস্থা টোকিওতে : পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যস্ত মেট্রো স্টেশন টোকিওতে। ২০১৩ সালের এক হিসাবে দেখা গেছে, এই মেট্রোরেলের বার্ষিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩.৩৩ বিলিয়ন। সর্বমোট ৩১০ কি.মি. এ মেট্রো নেটওয়ার্ক ১৩টি লাইন ও ২৯০টি স্টেশন দ্বারা সংযুক্ত।

উপমহাদেশে প্রথম মেট্রোরেল : ভারতের প্রথম মেট্রোরেল চালু হয় ১৯৮৪ সালে কলকাতা শহরে। বর্তমানে দিল্লী, চেন্নাই, পুনে, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, লক্ষ্ণৌসহ ভারতের মোট ১৫টি শহরে ৫০০ কিলোমিটারের বেশী পথজুড়ে মেট্রোরেল চলাচল করে। এছাড়া আরো ৬০০ কিলোমিটার নির্মাণাধীন আছে। দেশটিতে ভোর ৫.৪৫ মিনিট থেকে রাত ৯.৫৫ মিনিট পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা চালু থাকে। পাকিস্তানের লাহোরে প্রথম মেট্রোরেল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে ২০২০ সালে। এটি একটি ড্রাইভারবিহীন স্বয়ংক্রিয় মেট্রো ব্যবস্থা। দেশটিতে আরো দু'টি মেট্রোরেলের লাইনের নির্মাণ কাজ চলছে।

এছাড়া আফ্রিকার দেশ মিসর, তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, ইথিওপিয়ার মানুষও অনেক আগে থেকেই মেট্রোতে ওঠে।

একজন ডাক্তারের তৎপরতায় বদলে গেল একটি হাসপাতাল

মাগুরার মুহাম্মাদপুর উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বছর কয়েক আগেও ময়লা-আবর্জনা আর দুর্গন্ধে হাসপাতালটিতে টেকা যেত না। দিনে গরু-ছাগল চরে বেড়াত হাসপাতালের চৌহদ্দিতে। রাতে

বসত মাদকসেবীদের আড্ডা। চিকিৎসক-নার্সরা বেশী দিন থাকতে চাইতেন না সরকারী এই হাসপাতালে। কিন্তু গত চার বছরে বদলে গেছে সেই পরিবেশ। ঝকঝকে-তকতকে হয়ে উঠেছে হাসপাতালের ভেতর-বাহির। নানা রকম ফুলের গাছ লাগানোর ফলে সবুজে ছেয়ে গেছে চারপাশ। বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তাব্যবস্থা। রোগীর সঙ্গে আসা স্বজনদের সময় কাটাতে গড়ে তোলা হয়েছে পাঠাগার। হাসপাতাল জুড়ে বসানো হয়েছে সাউন্ড সিস্টেম, যা দিয়ে রোগীদের বিভিন্ন বার্তা দেওয়া হয়। হাসপাতাল পরিচ্ছন্ন রাখতে বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন স্থাপন করা হয়েছে। সপ্তাহে এক দিন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মিলে 'ক্লিন ডে' পালন করেন।

সেবা ভালো পাওয়া যায় বলে দূরদূরান্ত থেকে রোগী আসা বেড়েছে। স্বাভাবিক প্রসবেও সুনাম কুড়িয়েছে হাসপাতালটি। এখানে চিকিৎসা গ্রহণকারী একজন রোগীর মন্তব্য, এখানকার ডাক্তার ও নার্সরা অনেক আন্তরিক। হাসপাতাল থেকে ওষুধ দিয়েছে। নিয়মিত খোঁজ-খবর নিয়েছে। হাসপাতালের পরিবেশটাও অনেক সুন্দর। এছাড়া চিকিৎসক-নার্সরা এখন আর সহজে এই হাসপাতাল ছাড়তে চান না। কারণ তাঁদের থাকার জন্য আবাসিক ভবনগুলোও ঢেলে সাজানো হয়েছে।

মাত্র চার বছরে একটি হাসপাতালের চিত্র এমন পাল্টে দেওয়ার পেছনের কারিগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মুকছেদুল মুমিন, যিনি ২০১৮ সালে হাসপাতালটির দায়িত্ব পান। এ ব্যাপারে ডা. মুকছেদ বলেন, ২০০৮ সাল থেকে চিকিৎসা কর্মকর্তা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে এই হাসপাতালে চাকরি করেছি, তখন দেখেছি কোথায় কোথায় সমস্যা আছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও তখন কিছু করার ছিল না। তারপর ২০১৮ সালে উপযেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসাবে যখন এখানে এলাম, তখন একটা একটা করে পরিকল্পনা করে সেগুলো বাস্তবায়ন করেছি। আর এই কাজে সহকর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সরকারী কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ সবাই সহযোগিতা করেছেন।

অবসরে গেলেন স্বনামধন্য মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম

দ্বিতীয় দফা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ শেষে অবসরে গেলেন পদ্মা সেতু প্রকল্পে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করা দেশের ২২তম মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। গত ১৫ই ডিসেম্বর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এর পূর্বে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি তার অবসরের কথা জানান এবং নানা প্রকল্পে কাজ করতে গিয়ে তার যেসব ভুল-ত্রুটি হয়েছে, সেজন্য দেশবাসীর কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

১৯৮৩ ব্যাচের একঝাঁক মেধাবী আমলার অন্যতম খন্দকার আনোয়ার একজন সৎ, কর্মবীর ও পরিশ্রমী কর্মকর্তা হিসাবে পরিচিত। তার সততা, যোগ্যতাই তাকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। অনেকেই তাকে কোন ঘরানার নয়, বরং কর্মচঞ্চল একজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করত।

পেশার প্রতি যেমন তিনি একনিষ্ঠ, তেমনি ব্যক্তি জীবনেও ছিলেন ধর্মপরায়ণ। সচিবালয়ের মসজিদে অনেক সময় তিনি নিজেই ইমামতি করতেন। ফরয ছালাতের আগে পরে প্রায়ই তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে অনেক উপদেশমূলক কথা বলতেন।

খন্দকার আনোয়ার সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান পদ্মা সেতু নিয়ে সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে। এরকম পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়ে তিনি তার ক্যারিয়ারের সেরা সময়টি পার করেন। মূলতঃ তার বিচক্ষণতা, কর্মতৎপরতা এবং সততার কারণে পদ্মা সেতু নিয়ে পরবর্তীতে আর কোন বিতর্ক হয়নি বলে অনেকেই মনে করেন। পদ্মা সেতুর সাফল্যের কারণেই সেতু বিভাগ থেকে তিনি মন্ত্রীপরিষদ সচিব হন।

সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, ৪০ বছর যাবৎ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নানা পদে দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও পুরো কর্মজীবনের প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্মৃতিসৌধ সহ কোন কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন এড়িয়ে চলেছেন এই সরকারী কর্মকর্তা। তার সহকর্মী একাধিক কর্মকর্তা জানান, মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসাবে শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে বঙ্গবন্ধুর ছবি সংবলিত একটি কোর্টপিন বুকে ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সরকারী কর্মকর্তারা। সব কর্মকর্তা তা ধারণ করলেও ব্যতিক্রম ছিলেন খন্দকার আনোয়ার। এছাড়া যেকোন জাতীয় উৎসব এবং এতদ-সংক্রান্ত বিভিন্ন দিবস উদযাপন উপলক্ষে সরকার কর্তৃক আয়োজিত কোন অনুষ্ঠানকে নিয়মিতভাবে এড়িয়ে যেতেন তিনি। জানা গেছে, প্রতি বছর সরস্বতী পূজা উদযাপন উপলক্ষে অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের বাণী দেওয়ার নিয়ম থাকলেও তিনি তা দেননি।

এত কিছুর পরও ২০১৯ সালে সেতু বিভাগের তৎকালীন জ্যেষ্ঠ এই সচিবকে মন্ত্রীপরিষদ সচিব পদে নিয়োগ দেয় সরকার। ঐ বছর অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও একই পদে প্রথমে ১ বছরের জন্য পরে ২ বছরের জন্য তাকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

চাউল চিকন করতে গিয়ে প্রতি বছর ১৬ লাখ টন চাল মিলে নষ্ট হচ্ছে *-খাদ্যমন্ত্রী*

ছাঁটাই করতে গিয়ে দেশে প্রতি বছর ১৬ লাখ টন চাউল নষ্ট হচ্ছে। এ কাজ বন্ধ হ'লে বিদেশ থেকে চাল আমদানি করতে হ'ত না বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। গত ১৪ই ডিসেম্বরে এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এ কথা বলেন। খাদ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে বছরে চার কোটি টন ধান ক্রাসিং হয়। রাইস মিল মালিকদের হিসাবে, চাউল চিকন করতে গিয়ে ৪-৫ শতাংশ উধাও হয়ে যায়। সে হিসাবে বছরে ১৬ লাখ টন চাল নষ্ট হয়ে যায়। তিনি বলেন, দেশের মিল মালিকরা ভোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী চিকন চাউল বাজারে সরবরাহ করে থাকে। কারণ গ্রাহকরা জিংক চালের জন্য উৎসাহ দেখান না এবং কৃষকরাও এই ধান চাষ করতে আগ্রহী হন না। কারণ জিংকসমৃদ্ধ ধানের চাল একটু মোটা হয়ে থাকে। গ্রাহক চিকন আর চকচকে চাল পসন্দ করে। সাধারণ চালেও পুষ্টি থাকে, তবে চাল চিকন করতে গিয়ে পুষ্টির অংশ ছেঁটে ফেলা হচ্ছে। মন্ত্রী বলেন, আজ আমরা রাসায়নিকভাবে তৈরী করা জিংক খাচ্ছি। কিন্তু ভাতের মাধ্যমে যে এই উপাদানটি আমরা প্রাকৃতিকভাবে পেতে পারি, তা জানি না। তিনি বলেন, বায়ো ফর্টিফায়েড জিংক রাইসের মাধ্যমে দেশের মানুষের জিংকের ঘাটতি পূরণ সম্ভব। পুষ্টিহীনতা দূর করতে কৃষকদের জিংক সমৃদ্ধ ধানের আবাদ বাড়াতে হবে। আর জিংক সমৃদ্ধ চাউলে ভোক্তাকে আকৃষ্ট করতে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসতে হবে।

ছালাতের সময় ফাঁকা হয়ে যায় দিনাজপুর চিরির বন্দরের 'শান্তির বাজার'

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপযেলার অমরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত শান্তির বাজার। সবে মাত্র সূর্য ডুবছে। বাজারের মসজিদে মাগরিবের আযান শেষ। যথা নিয়মে দোকানদার দোকান সাজিয়ে

বাতি জ্বালিয়ে চললেন ছালাতের উদ্দেশ্যে। প্রতিটি দোকানে একই অবস্থা, ক্রেতা থাকলেও দোকানে বসে নেই কোন বিক্রেতা। আযান শোনার পরেই ফাঁকা পুরো সবজি বাজার।

এমন অভাবনীয় দৃশ্য বাংলাদেশে কল্পনা মনে হ'লেও নিয়মিতই দেখা মেলে এই বাজারে। পণ্যের পসরা সাজানো জনমানবশূন্য বাজারটির ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ায় ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছে ছবিগুলি দারুণ আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সবজি কিনতে আসা স্থানীয় একজন ক্রেতা আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, আমি সবজি কিনতে এই শান্তির বাজারে নিয়মিত আসি। এ বাজারে সবজি কিনতে এসে প্রায় সময়ে মসজিদে মাগরিবের আযান হয়ে যায়। সে সময় আমি খেয়াল করেছি এই সবজি বাজার ছালাতের সময় ফাঁকা থাকে। বিক্রেতারা সবাই এক সাথে ছালাতে যায়। তাই বাজারের ভিতরে আর কোন ক্রেতা প্রবেশ করে না।

ঐ এলাকার ইউপি সদস্য আশীকুর রহমান বলেন, আমার জানা মতে সবজি বাজারের বিক্রেতারা সবাই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করেন। তাই মাগরিবের ছালাতের সময় অল্প হওয়ায় ছালাতের সময় ফাঁকা হয়ে যায় সবজি বাজারটি।

সবজি বিক্রেতাদের অনেকের সাথে কথা বললে তারা বলেন, এ বাজারটি মসজিদের জায়গায় অবস্থিত। এখানে ছালাত পড়ার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। নিজে থেকেই সবাই আমরা ছালাত পড়ি।

ঢাকা লিট ফেস্টে ৩ রোহিঙ্গা কবির দেশে ফেরার আকুতি

বাংলা একাডেমিতে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী ঢাকা লিট ফেস্টে এসে দেশে ফেরার আকুতি জানিয়েছেন রোহিঙ্গা কবিরা। গত ৬ই জানুয়ারী লিট ফেস্টের বর্ধমান হাউজে উপস্থিত হয়ে 'অলটারনেট ভয়েস' শীর্ষক আলোচনা সভায় এমন আকুতির কথা জানান রোহিঙ্গা কবি আব্দুল্লাহ হাবীব, শাহিদা উইন ও আইলা আখতার। কবি আব্দুল্লাহ হাবীব ইংরেজীতে এবং অন্য দু'জন তাদের মাতৃভাষায় বক্তব্য দেন।

বর্তমান বিশ্বে রোহিঙ্গা সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত জনগোষ্ঠী উল্লেখ করে আব্দুল্লাহ হাবীব বলেন, 'আমি কবিতার মাধ্যমে আমাদের দুঃখ-কষ্ট মানুষের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি। আমরা আরাকানের স্বাধীনতা ফিরে পেতে চাই। তিনি বলেন, আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু আমি জানি সেগুলো হয়তো পূরণ হবে না। আমাদের এখন একটাই স্বপ্ন, সেটা হ'ল দেশে ফেরা। মঞ্চে স্মৃতিকাতর হয়ে তিনি তার লেখা 'গিভ মি এ চার্জ' শিরোনামে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

সেশনের আরেক আলোচক রোহিঙ্গা কবি শাহিদা উইন বলেন, বাংলাদেশ যদিও আমাদের দেশ না, তবু আমরা এখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি। কিন্তু আমরা আমাদের জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চাই। আমি চাই আমার দেশে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে।

রোহিঙ্গারা কবে তাদের দেশের ফিরে যাবে, আমরা রোহিঙ্গাদের জন্য কী করতে পারি এবং ঢাকায় এসে কেমন লাগছে- উপস্থিত দর্শকদের এমন প্রশ্নের জবাব দেন রোহিঙ্গা কবিরা। তাদের সবার কথার সারমর্ম হ'ল, তারা তাদের দেশে ফিরে যেতে চান। তাদের বার্তা সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে দিতে চান যে তারা জন্মভূমিতে ফিরে যেতে চান।

তারা বলেন, 'বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশী মানুষের কাছে আমরা আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকব।

বিদেশ

চীনে প্রায় ৯০ কোটি মানুষ করোনায় আক্রান্ত এবং ১ মাসে প্রায় ৬০ হাযার মানুষের মৃত্যু!

চীনে গত ১১ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রায় ৯০ কোটি মানুষ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির পেকিং বিশ্ববিদ্যালয়। বেইজিংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়টি গবেষণার ভিত্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে। অন্যদিকে চীনের জাতীয় স্বাস্থ্য কমিশনের চিকিৎসাবিষয়ক বিভাগের পরিচালক জিয়াও ইয়াহুই বলেন, গত এক মাসের কিছু অধিক সময়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৬০ হাযার মানুষ মারা গেছে। চীনের রোগনিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ সংস্থা (সিসিডি)-এর নথি সূত্রে জানা গেছে, শুধু ১ থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ২৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। একই সংস্থার সাবেক নির্বাহী পরিচালক ফেং জিঝানের মতে, চীনে বর্তমান আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮০ কোটিরও অধিক, যা চীনের জনসংখ্যার প্রায় ৬০ ভাগ।

চীনে সম্প্রতি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপকভাবে বেড়েছে। তবে ঠিক কী পরিমাণ মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন, তা নিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা প্রকাশ করা বন্ধ করে দিয়েছে চীন। তবে বিভিন্ন মাধ্যমে যে সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে তা খুবই উদ্বেগজনক।

সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে চীনে দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে লকডাউন কার্যকর ছিল। এর পাশাপাশি কোভিড আক্রান্তদের কোয়ারেন্টিন এবং করোনা শনাক্তে গণপরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তবে লকডাউনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভের মুখে গত মাসে এসব কড়াকড়ি তুলে নেয় চীন সরকার। এরপর থেকে দেশটিতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম জাহান

এক সঙ্গে ৯ সন্তান দেড় বছরের বেশী সময় জীবিত থাকার বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী মরক্কোর হালীমা

একই সঙ্গে ৯টি সন্তানের জন্মদান এবং দেড় বছরের বেশী সময় সব সন্তান জীবিত থাকার বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন এক মা। সম্প্রতি গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ছবিসহ তার নাম ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে গিনেসের বক্তব্য, বিশ্বে এই প্রথম ননুপ্লেটস (একসঙ্গে একই গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ নয় সন্তান)-এর জন্ম হ'ল, যেখানে মা এবং শিশুরা জীবিত আছে। গিনেসের রেকর্ড অনুযায়ী এর আগে কোন ননুপ্লেটস কয়েক ঘন্টার বেশী বাঁচেনি। এমনিতেই ননুপ্লেটসের জন্ম একটি অত্যন্ত বিরল ঘটনা।

৯ সন্তানের মধ্যে ৫টি শিশুকন্যা। তাদের নাম, আদামা, ওমু, হাওয়া, কাদিদিয়া, ফতুমা এবং চারটি শিশুপুত্র- ওমর, এলহাদজি, বাহ ও মুহাম্মাদ (ষষ্ঠ)। এদের পিতা-মাতার নাম আব্দুল কাদের এবং হালীমা। মরক্কোর বাসিন্দা হালীমা সিজে গত ২০২১ সালের মে মাসে জন্ম দেন নয় সন্তানের। গর্ভাবস্থার ৩০তম সপ্তাহে প্রসব করেন তিনি। তারপর থেকে এ পর্যন্ত সুস্থই রয়েছে মা এবং সন্তানেরা।

সঊদী আরবে ব্যাপক বৃষ্টিপাত : সবুজে ছেয়ে গেছে মক্কা-মদীনার বিস্তীর্ণ মরুভূমি

দুই পবিত্র শহর মক্কা ও মদীনা মানুষের কাছে শহর দু'টি মরুর শহর নামেই পরিচিত ছিল এত দিন। কিন্তু এখন দিন বদলেছে।

স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, মক্কা, মদীনা এবং জেদ্দাসহ সঊদী আরবের বড় একটি অংশেই সবুজের মাত্রা বেড়েছে।

জর্ডানের আম্মানভিত্তিক আবহাওয়া গবেষণা প্রতিষ্ঠান আরাবিয়া ওয়েদারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশটির পশ্চিমাংশের বড় একটি এলাকায় সবুজ ঘাসের দেখা পাওয়া গেছে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার টেরা স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবিতে মক্কা ও মদীনা অঞ্চলের সবুজের চিত্র ধরা পড়েছে।

এর কারণ হিসাবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশটির কয়েকটি অঞ্চলে বেশ কয়েক দফা বৃষ্টিপাত হয়েছে। এই বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্যান্য বছরের তুলনায় যথেষ্ট বেশী ছিল এবং অনেকটা ধারাবাহিকভাবেই এই বৃষ্টিপাত হয়েছে। সব মিলিয়ে উষ্ণ আবহওয়া এবং প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের কারণে অঞ্চলটিতে সবুজের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

হজ্জ পালনে প্রতিবন্ধকতা কাটল, উঠে গেল বয়সের নিষেধাজ্ঞা

পবিত্র হজ্জ পালনে কাটল প্রতিবন্ধকতা। এবার পূর্ণ কোটায় বাংলাদেশ থেকে হজ্জ পালনের সুযোগ পাবেন ১ লাখ ২৭ হাযার ১৯৮ জন। গত ৯ই জানুয়ারী জেদ্দায় সঊদী আরব ও বাংলাদেশের মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে এ সংক্রান্ত চুক্তি সই হয়েছে। একই সঙ্গে উঠে গেছে ৬৫ বছরের অধিক বয়সীদের হজ্জ পালনের নিষেধাজ্ঞা। বৈঠকে বাংলাদেশী হাজীদের কোটা বৃদ্ধি, আধুনিক আবাসন, পরিবহন ও অন্যান্য সুবিধা বাড়াতে সঊদী সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। বৈঠকে হজ্জের খরচ নিয়ে আলোচনা না হ'লেও এ বছর হজ্জ পালনে খরচ বাড়তে পারে।

এ বছর পবিত্র কা'বার উদ্দেশ্যে প্রথম ফ্লাইট চালু হ'তে পারে ২০শে মে। আর চাঁদ দেখা সাপেক্ষে পবিত্র হজ্জ অনুষ্ঠিত হবে ২৭শে জুন। আর এবারও রুট টু মক্কা ইনিশিয়েটিভের আওতায় শতভাগ হজ্জযাত্রীর ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই হবে। হজ্জযাত্রীদের অবশ্যই কোভিড টিকা নিতে হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ধানের তুষ থেকে সিলিকা!

ধান ভাঙানোর পর আলাদা হয়ে যায় চাউল ও তুষ। সেই তুষ পুড়িয়ে উৎপাদন হচ্ছে বায়োগ্যাস, তাতে চলছে জেনারেটর, উৎপাদন হচ্ছে বিদ্যুৎ। চলছে পুরো কারখানা। আর তুষ পোড়া ছাই প্রক্রিয়াজাত করে তৈরী হচ্ছে সিলিকন ডাই-অক্সাইড বা সিলিকা পাউডার। গাড়ির টায়ার, টুথপেস্ট, প্রসাধনী, রংসহ নানা শিল্পে ব্যবহৃত হয় এই পাউডার। সিলিকায় আমরা এখনো পুরোটাই আমদানী নির্ভর। তবে ঠাকুরগাঁওয়ের 'সাসটেইনেবল এনার্জি অ্যাণ্ড এগ্রো রিসোর্স লিমিটেড (সিল)' সম্ভাবনার বার্তা দিচ্ছে। তাদের দাবী, দেশে তারাই প্রথম ধানের তুষ পুড়িয়ে সিলিকা উৎপাদন করছে। শুধু তা-ই নয়, উৎপাদিত সেই সিলিকা বিভিন্ন কারখানায় সরবরাহও করছে। কারখানাটি ঘুরে দেখা গেল, প্রথমে ধানের তুষকে গ্যাসিফায়ারে পোড়ানো হচ্ছে। ধানের তুষ পোড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া হচ্ছে, তা গ্যাসে রূপান্তরিত করে গ্যাস জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। আর সিলিকা তৈরীতে ব্যবহার করা হচ্ছে তুষের ছাই।

ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেডের (ইডকল) সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত কারখানাটি ২০২০ সালে উৎপাদন শুরু করে। শুরুতে প্রতিদিন ৫০০ কেজি সিলিকা উৎপাদন হ'লেও এখন তা বেড়ে প্রায় এক হাযার কেজিতে পৌঁছেছে।

কারখানা কর্তৃপক্ষ জানান, দেশে উৎপাদিত ধান থেকে বছরে সাড়ে ৭৫ লাখ মেট্রিক টন তুষ পাওয়া যায়। যার অধিকাংশই বিভিন্ন বয়লারে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়। এই তুষ সিলিকা তৈরির কাজে লাগাতে পারলে অন্যতম সিলিকা উৎপাদক দেশের স্বীকৃতি পেতে পারে বাংলাদেশ। এতে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে, তেমনি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিও সম্ভব হবে।

প্রতিষ্ঠানটির অংশীদার আবুল ফযল বলেন, 'ধানের তুষ থেকে সিলিকা উৎপাদনের কারখানা দেশে এটাই প্রথম। পাশাপাশি ধানের তুষ পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনও দেশে এটাই প্রথম। এটা সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব। যে গ্যাস জেনারেটর দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, সেটা থেকে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হচ্ছে, তা কিন্তু বাতাসে ছাড়ছি না। সেটা দিয়ে সিলিকা তৈরী করছি। আমাদের উৎপাদিত সিলিকা বিশ্বমানের। বুয়েট ও বিসিএসআইআর-এ পরীক্ষা করে প্রমাণও পেয়েছি'।

সৌরজগতের বাইরে নতুন দুই 'পানির পৃথিবী'

পৃথিবীর সৌরজগতের বাইরে 'পানির চাদরে ঢাকা' দু'টি নতুন গ্রহ আবিষ্কারের দাবী করেছেন একদল মহাকাশ বিজ্ঞানী। মহাবিশ্বে এমন গ্রহের অস্তিত্ব এতদিন তত্ত্বীয় ধারণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যা গবেষকরা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে নিশ্চিত করতে পারেননি। তবে এবার আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে 'পানি রয়েছে এমন জগৎ' আবিষ্কারের দাবী করলেন গবেষকরা।

গবেষকরা বলেন, একটি লাল বামন নক্ষত্র ঘিরে চক্কর দিচ্ছে গ্রহ দু'টি। পৃথিবীর সৌরজগৎ থেকে প্রায় ২১৪ আলোকবর্ষ দূরের এক সৌরজগতে কেপলার-১৩৮সি এবং কেপলার-১৩৮ডি নামের পাথুরে এই গ্রহ দু'টির অবস্থান। আকারে পৃথিবীর দেড় গুণ বড় হ'লেও গ্রহ দু'টির ভর পৃথিবীর প্রায় দ্বিগুণ। এ দু'টি পৃথিবী সূর্য নয়, বরং ভিন্ন কোন নক্ষত্রকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। গ্রহ দু'টির আয়তনের একটা বড় অংশ জুড়ে সম্ভবতঃ ফুটন্ত পানি।

অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্য 'কৃত্রিম ত্বক' তৈরির উদ্যোগ

অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্য 'কৃত্রিম ত্বক' তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে চিকিৎসা সামগ্রী উৎপাদনকারী ফরাসী প্রতিষ্ঠান উরগো। আগুনে পুড়ে যাওয়া অংশে এই কৃত্রিম ত্বক প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের জন্য একটি স্থায়ী সমাধান তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানটির গবেষকেরা। তাঁরা এ প্রকল্পের নাম দিয়েছেন 'জেনেসিস'। বর্তমানে গুরুতর অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একাধিকবার ড্রেসিং' করা হয়। এ কষ্ট লাঘবে ১০ কোটি ইউরো বা প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। দেড় বছর ধরে গবেষকেরা এ নিয়ে কাজ করছেন। তাদের আশা, ২০৩০ সালের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি তৈরী হবে।

গবেষকেরা বলছেন, কৃত্রিম ত্বক আবিষ্কার হ'লে সবচেয়ে উপকৃত হবে শিশুরা। কারণ অগ্নিদগ্ধ মানুষের অধিকাংশ শিশু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে যারা অগ্নিদগ্ধ হয়, তাদের প্রায় অর্ধেকের বয়স এক থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : নরসিংদী ২০২২

সৎকর্মের প্রতিদান উত্তম ও পবিত্র জীবন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বেলাটি, মাধবদী, নরসিংদী ২৬শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মাধবদী থানাধীন বেলাটি দারুল অহী আইডিয়াল মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন।

তিনি সূরা নাহলের ৯৭ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, দুনিয়াতে কাফের, মুশরিক, মুমিন সবাই ভালো কাজ করে। অনেক সময় কাফের-মুশরিকরা মুমিনের চেয়ে বেশী ভালো কাজ করে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য থাকে এর মাধ্যমে দুনিয়াতে নাম-যশ ও সুখ্যাতি অর্জন করা। ফলে তারা দুনিয়াতে তা পেয়ে যায়। কিন্তু আখেরাতে তারা কিছুই পায় না। পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তি সৎকর্মের মাধ্যমে ইহকালে ও পরকালে উত্তম ও পবিত্র জীবন লাভ করে। আখেরাতের জন্য যে দুনিয়া করে সে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই পায়। আর যে দুনিয়ার জন্য আখেরাত করে সে দুনিয়া ও আখেরাত দু'টিই হারায়। তাই আখেরাতের জন্য দুনিয়ায় সৎকর্ম সম্পাদন করুন।

তিনি বলেন, হাশরের ময়দানে সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র ছায়ার নীচে ছায়া পাবে। তন্মধ্যে ২য় শ্রেণী হ'ল ঐ যুবকেরা যারা আল্লাহ্র আনুগত্যে বড় হয়েছে। যৌবনে মানুষ ভালো ও মন্দ দু'টিই করার ক্ষমতা রাখে। তাই যৌবন কালের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। এজন্য আমাদের যুবকদেরকে তাওহীদ ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত করতে হবে। তবেই দেশ ও জাতি কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কাযী আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ ও অধ্যাপক জালালুদ্দীন, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ঢাকার মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খতীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলাওয়ার হোসাইন। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন দারুল অহী আইডিয়াল মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্জ ইমাম হোসাইন।

উল্লেখ্য যে, আমীরে জামা'আত বক্তব্য শেষে প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্জ ইমাম হোসাইনের কক্ষে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী যেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি তাদেরকে 'গঠনতন্ত্র' ও 'কর্ম পদ্ধতি' অনুযায়ী 'আন্দোলন'-কে বেগবান করার আহ্বান জানান। অতঃপর কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'দারুল হাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'তাবলীগী ইজতেমা'র জমি ক্রয়ের জন্য তিন যেলাকে ৩×৫=১৫ বিঘা জমি দান করার আহ্বান জানান।

আল-'আওন : সম্মেলনে 'আল-'আওনে'র ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ২২ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ১১ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

যেলা সম্মেলন : পাবনা ২০২২

আপোষহীন সংগ্রামী আন্দোলনের সাথী হয়ে কাজ করুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খয়েরসূতি, পাবনা ২৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের অনতিদূরে খয়েরসূতি দারুলহাদীছ রহমানিয়া মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' পাবনা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান।

তিনি সূরা হুজুরাতের ১৩ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, সকল মানুষ এক আল্লাহ্র বান্দা। মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। তাই সকলকে এক আল্লাহ্র বিধান মানতে হবে, কোন শয়তানী বিধান নয়। শয়তান ইবলীস সর্বপ্রথম আল্লাহ্র সাথে বিতর্ক করেছিল। তাই যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান না মেনে তার বিরুদ্ধে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করে তারা ইবলীসের অনুসারী। আর শয়তানী বিধানের বিরুদ্ধে আপোষহীন আন্দোলনের নামই হ'ল 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। তাই সকলে এই সংগ্রামী কাফেলার সাথী হয়ে কাজ করুন! জান্নাতে যাওয়ার জন্য আক্বীদা ও আমল সংশোধন এবং সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করুন।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির ও 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র সদস্য কেরামত আলী। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন ঈশ্বরদী উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য মুহাম্মাদ আলী শাহান।

আল-'আওন : সম্মেলনে 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের সহযোগিতায় ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্যাম্পিংয়ে মোট ১১ জনের ব্লাড গ্রুপিং ও ৬ জন রক্তদাতা সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

যেলা সম্মেলন : ময়মনসিংহ ২০২২

ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ ৩০শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার ফুলবাড়িয়া উপযেলাধীন উত্তর জোরবাড়িয়া কেরানীবাড়ী বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলামের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা মাদারটেক আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, আল-মারকাযুল ইসলামী হাফেযিয়া মাদ্রাসা, চাটমোহর, পাবনার পরিচালক মাওলানা নাযিমুদ্দীন সালাফী ও ফুলবাড়িয়া বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা আবুল বাশার প্রমুখ। জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র কেন্দ্রীয় সদস্য মীযানুর রহমান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক মুহাম্মাদ আযীযুল হক। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুল হক।

উল্লেখ্য যে, সম্মেলনে যাওয়ার পথে জামালপুর শহর ও শরীফপুরের বিভিন্ন মসজিদে নেতৃবৃন্দ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। শহরের ইকবালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বড়বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শরীফপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও শরীফপুর দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে শরীফুল ইসলাম খুৎবা প্রদান করেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

গৌরনদী, বরিশাল-পশ্চিম ১৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গৌরনদী থানা সদরের আত-তাক্বওয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইবরাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান।

পটুয়াখালী ১৬ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের বাস টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত আস-সুন্নাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে পটুয়াখালী যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম।

উলানিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল-পূর্ব ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন উলানিয়া বাজার কাযীবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম।

বরগুনা ১৮ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার সদর থানাধীন ডি. কে. পি. রোড আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাক্বীবুল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ

গাযীপুর ২৬শে নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা সদরের ৩৬ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শূরা সদস্য কাযী হারূণুর রশীদ, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। সমাবেশ শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি গঠন করা হয়।

সিলেট ২৩শে ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন শাহী ঈদগাহ ময়দানের পার্শ্ববর্তী হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সিলেট মহানগর কমিটি গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফায়যুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক আব্দুর রঊফ।

সভা শেষে জাবের আহমাদকে সভাপতি ও কাওছার আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন' সিলেট মহানগর কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, সমাবেশের পূর্বে 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক শহরের বটেশ্বরে মসজিদ আব্দুল কাইয়ূমে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মাসিক ইজতেমা

কুষ্টিয়া ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ১০০ ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল-খালিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন দড়িকোরমপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব

মুহাম্মাদ ওবায়দুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গণী।

দিনাজপুর ৫ই ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের লালবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

তা'লীমী বৈঠক

সুনামগঞ্জ ২৪শে ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ছাতক থানাধীন জাউয়া বাজার সংলগ্ন রাজনপুর মসজিদ আবুবকর (রাঃ) এন্ড ইসলামিক সেন্টারে এক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জাবের আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তা'লীমী বৈঠকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

একই দিন বাদ আছর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক যেলা শহরের পূর্ব নতুন হাছন নগর তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠক করেন এবং বাদ মাগরিব নিসর্গ হাছন নগর মসজিদ আল-গোরাবা এন্ড ইসলামিক সেন্টারে তা'লীমী বৈঠক করেন। এ সময়ে তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন যাপন ও জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের প্রতি সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন।

কেন্দ্রীয় দাঈর তাবলীগী সফর

রাজশাহী-পূর্ব ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সিমলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা দামনাশ বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ১৮ই নভেম্বর শুক্রবার বাদ ফজর একই মসজিদে তাবলীগী সফর ও তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর একই দিন নওগাঁ যেলার আত্রাই থানাধীন কালুপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। ঐ দিন বাদ আছর তিনি রাজশাহী যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ভরট্ট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

নীলফামারী-পূর্ব ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার : কেন্দ্রীয় দাঈ গত ২৪শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার বাদ আছর নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার ডিমলা থানাধীন রামডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা আমতলী বাজার জামে মসজিদে, ২৫শে নভেম্বর শুক্রবার দুপুর ১২-টায় ছোটখাতা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ জুম'আ ছোটখাতা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব জলঢাকা থানাধীন পূর্ব বালাগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা বালাগ্রাম দাখিল মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদে, ২৬শে নভেম্বর শনিবার বাদ যোহর কৈমারী বাজার যেলা মারকায মসজিদে, বাদ আছর বড়বাড়ী তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ডাকালীগঞ্জ বাজার জামে মসজিদে, বাদ এশা শৈলমারী জামে মসজিদে, ২৭শে নভেম্বর রবিবার বাদ যোহর কিশোরগঞ্জ থানাধীন দোলাপাড়া মৌলভীবাজার জামে মসজিদ, বাদ আছর দোলাপাড়া মুন্সিপাড়া জামে মসজিদে, বাদ এশা জলঢাকা থানাধীন কুঠিপাড়া জামে মসজিদে, ২৮শে নভেম্বর সোমবার বাদ ফজর একই মসজিদে, বাদ যোহর নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার বাজিতপাড়া হাফেযিয়া মাদ্রাসা মসজিদে, বাদ আছর মুন্সিপাড়া তাওহীদ ট্রাস্ট নির্মিত জামে মসজিদে তাবলীগী সফর ও তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

মাদরাসা পরিদর্শন

ষোলঘর, চাঁদপুর সদর, শুক্রবার, ২৫শে নভেম্বর : অদ্য বাদ যোহর 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র অধিভুক্ত চাঁদপুর যেলার ইত্তেবায়ে সুন্নাহ মাদ্রাসা কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। ইতিপূর্বে তিনি উক্ত মাদ্রাসা মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, মাদ্রাসাটি বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর চাঁদপুর যেলা কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

ছাগলনাইয়া, ফেনী, ২৫শে ডিসেম্বর, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার ছাগলনাইয়া উপযেলাধীন নবনির্মিত দারুল আরকাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম ও যেলা সভাপতি ইমরান গাযী প্রমুখ। মাদ্রাসা সভাপতি জনাব যহীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় অতিথিগণ মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সদস্যমণ্ডলী এবং স্থানীয় সুধীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির জন্য দো'আ করেন।

অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ

মহাদেবপুর, নওগাঁ, বুধবার, ৩০শে নভেম্বর : অদ্য বেলা ১০-টায় হাদীছ 'ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র অধিভুক্ত দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসার সভাপতি সাইফুদ্দীন সরদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর বহুমুখী ফাযিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আব্দুর রায্যাক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহমান, উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি নাযীমুদ্দীন মাষ্টার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মামূনুর রশীদ ও এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ।

ফেনী, ২৫শে ডিসেম্বর, রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের শাপলা চত্বর সংলগ্ন জমিদার ভবনে অবস্থিত দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসায় এক শিক্ষা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুরের সহযোগী অধ্যাপক ড. ইমাম হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান প্রমুখ।

মাইজদি, নোয়াখালী, ২৪শে ডিসেম্বর, শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা সদরের নতুন বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন দারুল অহী মডেল মাদ্রাসা কর্তৃক বার্ষিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করেন 'শিক্ষা বোর্ড'-

এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আলেম ড. মুহাম্মাদ মনজুরে ইলাহী, ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ মাদানী, শায়খ মুস্তাফিযুর রহমান মাদানীসহ অত্র প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলবর্গ।

মাদ্রাসা উদ্বোধন

বিল আকছি, মাগুরা সদর, ২রা ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র অধিভুক্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, মাগুরার উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাগুরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুজাহিদুর রহমান, দাতা সদস্য আব্দুল গফূর ও পারনান্দওয়ালী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি মশিউর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাহমূদ হাসান। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে বোর্ড চেয়ারম্যান যেলা শহরের পারনান্দওয়ালীতে অবস্থিত যেলার প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

রেহাইচর আদর্শপাড়া, টিকরামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৩রা ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র অধিভুক্ত দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ডে'র সচিব জনাব শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক এমদাদুল হক।

আব্বাস বাজার, কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৯ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র অধিভুক্ত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, কানসাট-এর বালিকা শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে এক অভিভাবক ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সেক্রেটারী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সচিব জনাব শামসুল আলম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ওয়াসিম আকরাম জুয়েল। উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে বোর্ড চেয়ারম্যান যেলা শহরের পিটিআই, মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

ঝিকড়া, বাগমারা, রাজশাহী ২রা জানুয়ারী সোমবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন ঝিকড়া দারুস সুন্নাহ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মাস্টার শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও সচিব জনাব শামসুল আলম।

বদরগঞ্জ, রংপুর ৭ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বেলা ১১-টায় যেলার বদরগঞ্জ থানাধীন গুটিরডাঙ্গা-কালুপাড়ায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর অধিভুক্ত দারুলহাদীছ সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার বালিকা শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মাদ নূরুয্যামান সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুছত্বফা সালাফী ও অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা আতীকুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক ছাদ্দাম হোসাইন।

লালমনিরহাট শহর, ৭ই জানুয়ারী শনিবার : অদ্য বাদ আছর লালমণিরহাট শহরের কেন্দ্রীয় কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, লালমণিরহাট উদ্বোধন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব।

হরিদা খলসী, নলডাঙ্গা, নাটোর, ১২ই জানুয়ারী বৃহঃবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার নলডাঙ্গা উপযেলাধীন হরিদা খলসী গ্রামে নবনির্মিত দাওয়াতুল ইসলাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি জনাব মমতায হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সচিব শামসুল আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী প্রমুখ। যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে উক্ত সমাবেশে স্থানীয় বিভিন্ন মাদ্রাসা ও কলেজের প্রিন্সিপ্যালগণসহ প্রায় সাত শতাধিক স্থানীয় সুধী ও শুভাকাঙ্খী অংশগ্রহণ করেন।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমী উদ্বোধন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৬ই জানুয়ারী শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯টায় 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডে'র পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীছ ফাউণ্ডেশন অনলাইন একাডেমীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। একাডেমীর উদ্যোগে আয়োজিত এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক স্টাডিজ (১ম ব্যাচ) এবং ৩ মাস মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স ইন দাওয়াহ (১ম ব্যাচ)-এর উদ্বোধনী ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রধান পরিদর্শন ড. কাবীরুল ইসলাম, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. নূরুল ইসলাম, সদস্য শরীফুল ইসলাম মাদানী প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, ৭ই জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া উক্ত কোর্স সমূহের ১ম ব্যাচে মোট ২১৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছেন। এতে শিক্ষক হিসাবে নিয়মিত পাঠদান করছেন হাফেয আখতার মাদানী, ড. কাবীরুল ইসলাম, আব্দুল হাই মাদানী, আব্দুল মতীন মাদানী, ড. নূরুল ইসলাম, ড. আব্দুল্লাহিল কাফী, ড. আব্দুল হালীম, শরীফুল ইসলাম মাদানী, মীযানুর রহমান মাদানী প্রমুখ।

যুবসংঘ

যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী, ৮ ও ৯ই ডিসেম্বর'২২ ও ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী'২৩, বৃহস্পতি ও শুক্রবার : 'বাংলাদেশ আহলেহ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ২দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ দুই পর্বে গত ৮ ও ৯ই ডিসেম্বর ও ১২ ও ১৩ই জানুয়ারী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। দুই পর্বে ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগের যেলাসমূহ অংশগ্রহণ করে। উক্ত বিভাগসমূহের যেলা থেকে ১৩২ জন যেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ড. নূরুল ইসলাম, সাবেক সহ-সভাপতি ড. মুখতারুল ইসলাম, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইহসান এলাহী যহীর, প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ শেষে উপস্থিত বক্তৃতা ও মুল্যায়ন পরীক্ষায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সকলের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

এলাকা সম্মেলন

জামদই, মান্দা, নওগাঁ ১১ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার মান্দা উপযেলাধীন জামদই গতিউল্লাহ আলিম মাদ্রাসা ময়দানে জামদই এলাকা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম, প্রচার সম্পাদক ফযলুল হক, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আতীকুর রহমান প্রমুখ। সম্মেলনে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রাথমিক সদস্য আব্দুল্লাহিল কাফী।

সোনামণি

শাসনগাছা, কুমিল্লা ৩রা নভেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের শাসনগাছা আল-মারকাযুল ইসলামী কমপ্লেক্সে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মারকাযের শিক্ষক হাফেয তোফায়েল মাহমূদ ও হাফীযুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ওয়ালীউল্লাহ।

চাঁদপুর, রূপসা, খুলনা ১৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপসা উপযেলাধীন চাঁদপুর-পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'সোনামণি' খুলনা যেলার উদ্যোগে রূপসা ও তেরখাদা উপযেলা দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রূপসা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আল-আমীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও বর্তমান কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা নাজমুল হুদা।

নশিরারপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৭-টায় যেলার সাধাটা থানাধীন নশিরারপাড়া হাফেযিয়া মাদ্রাসা ও ইয়াতীমখানায় 'সোনামণি' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদ্রাসার সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ মশীউর রহমান ও ঢাকা বায়তুল মা'মূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুস।

মৃত্যু সংবাদ

আল-হেরা শিল্পী গোষ্টীর কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটির সদস্য ও তাওহীদের ডাকের সার্কুলেশন ম্যানেজার মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলামের পিতা নূরুল ইসলাম (৪৫) গত ১০ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ৬-টায় ফরিদপুর যেলার শিবচর থানা থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। পরে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে গোপালগঞ্জে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। ঐদিন বাদ আছর নিজ গ্রাম সাতক্ষীরা যেলার সদর উপযেলাধীন ছয়ঘরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সামনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম। জানাযায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি নাজমুল আহসান, সহ-সভাপতি মাসঊদ রেযা ও সাবেক সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ বিন মুসলিমসহ যেলা 'আন্দোলন', যুবসংঘ' ও সোনামণি'র দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৬১) : চোখ ও হাতের যেনা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য করণীয় কি?

-তরীকুল ইসলাম, কুমিল্লা।

উত্তর : প্রথমতঃ দৃষ্টি অবনমিত রাখবে এবং কোন গায়ের মাহরাম নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকাবেনা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি মুমিন পুরুষদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে' *(নূর ২৪/৩০)*। অনুরূপভাবে নারীরাও এমন পোষাক পরে চলাফেরা করবে না, যাতে পুরুষ তাদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি মুমিন নারীদের বলে দাও, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থান সমূহের হেফাযত করে। আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে কেবল যেটুকু প্রকাশ পায় সেটুকু ব্যতীত। আর তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বুকের উপর রাখে।... আর তারা যেন এমনভাবে চলাফেরা না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকট হয়ে পড়ে' *(নূর ২৪/৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা হ'ল (বেগানা) নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা' *(বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬)*। **দ্বিতীয়তঃ** কুচিন্তা থেকে সাধ্যমত মুক্ত থাকবে এবং কুচিন্তার উদ্রেক হয় এমন যাবতীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। বিশেষতঃ আধুনিক যুগের প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার কুপ্রভাব থেকে নিজেকে সর্বোতভাবে হেফাযত করবে। আল্লাহ বলেন, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজ ও আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না *(আন'আম ৬/১৫১)*। **তৃতীয়তঃ** সম্ভব হ'লে দ্রুত বিবাহ করবে। কারণ বিবাহ ব্যক্তিকে যেনা থেকে হেফাযত করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যে বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ এটা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে, লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ এটা তার জন্য ঢালস্বরূপ *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩০৮০)*।

চতুর্থতঃ সর্বদা আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইবে। এজন্য নিম্নোক্ত দো'আগুলো পাঠ করা যেতে পারে- اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبِي وَطَهِّرْ قَلْبِي وَحَصِّنْ فَرْجِي *'আল্ল-হুম্মাগফির যানবী ওয়া তাহহির ক্বালবী ওয়া হাছছিন ফারজী'* (হে আল্লাহ! তুমি আমার গুনাহ ক্ষমা কর, আমার হৃদয়কে পবিত্র কর এবং আমার লজ্জাস্থানকে হেফাযত কর)। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এক যুবক যেনা করার অনুমতি চাইলে তিনি তার জন্য এই দো'আ করেন *(আহমাদ হা/২২২৬৫; ছহীহাহ হা/৩৭০)*। অথবা اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي، *'আল্ল-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন শার্রি সাম'ঈ ওয়ামিন শার্রি বাছারী অমিন শার্রি লিসানী ওয়ামিন শার্রি ক্বালবী ওয়ামিন শার্রি মানিইঈ'* (হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই আমাদের কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা ও আমাদের অন্তরের অনিষ্ট হ'তে এবং আমার শুক্র অবৈধ স্থানে পতিত হওয়া থেকে) *(আবুদাঊদ হা/১৫৫১; তিরমিযী হা/৩৪৯২; মিশকাত হা/২৪৭২; ছহীহুল জামে' হা/১২৯২, ৪৩৯৯)*।

প্রশ্ন (২/১৬২) : নফল ছিয়ামরত অবস্থায় কেউ দাওয়াত দিলে ছিয়াম ভঙ্গ করে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে হবে কি? এক্ষেত্রে কোনটির গুরুত্ব বেশী?

-রাশেদুল ইসলাম, সাতক্ষীরা।

উত্তর : এমতাবস্থায় ছিয়াম পালন বা ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টি নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। দাওয়াতদাতা কষ্ট পাবে এমন সম্ভাবনা থাকলে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। আর আপত্তি না থাকলে ছিয়াম পালন করা উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকট এসে বলতেন, তোমাদের কাছে কোন খাবার আছে কি? আমরা না বললে তিনি বলতেন, আমি ছিয়াম রাখলাম। একদিন তিনি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা বলি, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদেরকে কিছু হাইস (উত্তম খাবার) হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। আমরা তা আপনার জন্য রেখে দিয়েছি। তিনি বললেন, তা আমার কাছে নিয়ে এসো। অথচ তিনি ছিয়াম অবস্থায় সকাল করেছেন, পরে তা খেয়ে ছিয়াম ছেড়ে দিলেন *(মুসলিম হা/১১৫৪; মিশকাত হা/২০৭৬)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কাউকে যদি খাবার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, আর সে ব্যক্তি ছায়েম হয়, তার বলা উচিত, আমি ছায়েম। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাউকে দাওয়াত দেয়া হ'লে তার উচিত দাওয়াত কবুল করা। সে ছায়েম হ'লে দাওয়াত দাতার জন্য দো'আ করবে। আর ছায়েম না হ'লে খাওয়ায় অংশ নেবে *(মুসলিম হা/১৪৩১; মিশকাত হা/২০৭৮)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করা হ'ল। যখন পরিবেশন করা হ'ল তখন একজন লোক বলল, আমি ছায়েম। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার ভাই তোমাকে দাওয়াত করেছে এবং তোমাকে পীড়াপীড়ি করছে। সুতরাং ছিয়াম ছেড়ে দাও। চাইলে এর পরিবর্তে একদিন ছিয়াম পালন করে নিয়ো *(বায়হাক্বী, শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/৩০৬, সনদ হাসান)*। মোদ্দাকথা, নফল ছায়েম তার ছিয়ামের ব্যাপারে স্বাধীন। চাইলে সে পূর্ণ করতে পারে। চাইলে ছেড়েও দিতে পারে *(আহমাদ হা/২৬৯৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪; ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৭৮)*।

প্রশ্ন (৩/১৬৩) : সম্পদ আত্মসাৎকারী বা ছিনতাইকারীর বিচার কী হবে? চোরদের মত তাদেরও কি হাত কাটতে হবে?

-আমানুল্লাহ, জিন্নাহ নগর, রাজশাহী।

উত্তর : সম্পদ আত্মসাৎকারী বা ছিনতাইকারী নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহগার ও মহাপাপী এবং তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি *(শূরা ৪২/৪২; মুত্বাফফেফীন ৮৩/১-৬)*। আদালতে বিচারক তাদের অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি নির্ধারণ করবেন। সেটি জেল বা জরিমানা বা উভয়টি হ'তে পারে। কিন্তু সকল বিদ্বানদের ঐক্যমতে তার হাত কাটা যাবে না *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১২/৪১৬)*। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'লুণ্ঠনকারী, ছিনতাইকারী ও আত্মসাৎকারীর হাত কর্তন করা হবে না' *(দারেমী হা/২৩৭৬; ছহীহুল জামে' হা/৫৪০২)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যের মাল ছিনতাই করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(আহমাদ হা/১৫১১২; মিশকাত হা/৩৫৯৬; ইরওয়া হা/২৪০৩)*। হাসান বাছরী ও ইয়াস বিন মু'আবিয়ার মধ্যে ছিনতাইকারীর হাত কাটা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে তারা খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি উত্তরে লিখেন ছিনতাইকারীর হাত কাটা যাবে না। বরং তার পিঠে চাবুক মার এবং তাকে বন্দী কর *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৮৬৬৫)*।

প্রশ্ন (৪/১৬৪) : মুমিনের প্রতি কুফরীর অপবাদ দেওয়া কেমন ধরনের অপরাধ?

-আতীকুল ইসলাম
নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কারো মধ্যে স্পষ্ট কুফরী দেখা গেলে এবং তাকে সতর্ক করার পরও কুফরীর উপর অটল থাকলে তাকে কাফের বলা যাবে *(বুখারী হা/৩০০৭, ২৬৬১, ৬১০৬; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৩/৩০৬)*। তবে একজন নিরপরাধ মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেওয়া তাকে হত্যার সমতুল্য গুনাহের কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আর কোন মুমিনকে কুফরীর অপবাদ দেওয়া তাকে হত্যা করার সমতুল্য *(বুখারী হা/৬১০৫)*। এজন্য সর্বাবস্থায় এ জাতীয় ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কেউ তার মুসলিম ভাইকে কাফের বলে, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে একজনের উপর তা বর্তায়, যা বলেছে তা যদি সঠিক হয়, তাহ'লে তো যথার্থ। নচেৎ (যে বলেছে) তার উপর ঐ কথা ফিরে যায় *(বুখারী হা/৬১০৪; মিশকাত হা/৪৮১৫)*। অতএব সর্বাবস্থায় জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৫/১৬৫) : যেনার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানকে অপমানসূচক কোন কথা বললে বা তার জন্ম নিয়ে কোন সমালোচনা করলে গোনাহ হবে কী?

-আব্দুস সালাম,
কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : হ্যাঁ, যেনা-ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী জারজ সন্তানকে অপমানসূচক কথা বলা বা সমালোচনা করা গুনাহের কাজ। কেননা তার জন্মদাতা যেনাকার নারী-পুরুষের অপরাধের কারণে সে পাপী নয়। আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ৬/১৬৪; ইসরা ১৭/১৫ প্রভৃতি)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যেনার মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী সন্তান পিতা-মাতার কোন গোনাহ বহন করবে না *(হাকেম হা/৭০৫৩; ছহীহাহ হা/২১৮৬)*। উল্লেখ্য যে, ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করা সন্তানেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ হা/৬৮৯২; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩৩৮৩)*। আর যারা উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন তাদের মতে হাদীছটির অর্থ হ'ল যে সকল জারজ সন্তান পিতার ন্যায় যেনায় লিপ্ত হয় তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহাহ হা/৬৭৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৬/১৬৬) : ছালাতের মধ্যে উভয় তাশাহহুদে পঠিতব্য দো'আ সমূহ পাঠ করার বিধান কি? ঘুমের কারণে যদি প্রথম বা শেষ তাশাহহুদের দো'আ ছুটে যায়, তাহ'লে ছালাত বাতিল হবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
কাজলা, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করা ফরয *(নাসাঈ হা/১২৭৭; ইরওয়া হা/৩১৯; ইবনু কুদামাহ ১/৩৮৭)*। তাছাড়া একদল বিদ্বানের মতে শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠও ফরয বা ওয়াজিব *(বুখারী হা/৪৭৯৮; মুসলিম হা/৪০৫; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২৯/২৯৯ পৃ.)*। সেজন্য যে ব্যক্তি তাশাহহুদ ও দরূদ পাঠ ব্যতীত সালাম ফিরিয়েছে তাকে পুনরায় উক্ত দো'আদ্বয় পাঠ করে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাতে হবে। আর যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মনে পড়ে, তাহ'লে পুরো ছালাত আদায় করতে হবে। আর অন্যান্য মাসনূন দো'আগুলো ছেড়ে দিলে সহো সিজদা দিতে হবে না *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩০৯, ৩১৫, ৩২৩)*। উল্লেখ্য যে, প্রথম তাশাহহুদ ওয়াজিব। কারো ছুটে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে। কেউ সহো সিজদা ছাড়া সালাম ফিরালে এবং ওয়াক্তের মধ্যে মনে পড়লে সহো সিজদা দিয়ে নিবে। আর ওয়াক্তের পরে স্মরণ হ'লে কিছু করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (৭/১৬৭) : ছেলেদের ক্ষেত্রে কত বছর বয়স থেকে ছালাত ফরয হয়? ফরয হওয়ার আগে থেকেই কেউ ছালাত আদায় করলে তার নেকী হবে কি?

-শিল্পী* রহমান
ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তর : ছেলেরা বালেগ হ'লে তাদের উপর ছালাত ফরয হয়ে যায়। যদিও ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত করতে ১০ বছর বয়স থেকেই তাদেরকে নিয়মিত ছালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এজন্য সে ছওয়াব পাবে *(আবুদাঊদ হা/৪৩৯৮; মিশকাত হা/৩২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৫১২)*। সাধারণতঃ ১৪-১৫ বছর বয়সে ছেলেরা বালেগ হয়। এক্ষণে বালেগ হওয়ার পূর্বে আদায়কৃত ছালাতসহ অন্যান্য ইবাদতের ছওয়াব সে অবশ্যই পাবে। সাথে সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে ইবাদতে সহায়তার জন্য তাদের পিতা-মাতাও ছওয়াব পাবেন

(*ইবনু তায়মিয়াহ, আল ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৩১৮; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৬/৩৭৭*)। বিদ্বানগণ বলেন, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের আমলের ছওয়াব লেখা হয়, কিন্তু কোন গোনাহ লিখা হয় না (*মাওয়াহিবুল জলীল ১/৪১৩*)। তবে বালেগ হওয়ার পর ছালাত ছেড়ে দিলে তাকে গোনাহগার হ'তে হবে।

প্রশ্ন (৮/১৬৮) : আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে দো'আ কবুল হয়। এটা কি কেবল মসজিদের ইক্বামতের জন্য খাছ? না গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানরত নারীরাও ইক্বামত দিয়ে ছালাত শুরুর আগ পর্যন্ত উক্ত সময় পাবে?

-আব্দুর রহমান,
উপশহর, রাজশাহী।

উত্তর : শরী'আতের প্রতিটি বিধান পুরুষের পাশাপাশি নারীর জন্যও প্রযোজ্য। সুতরাং উক্ত ফযীলত মসজিদের ইক্বামতের সাথে খাছ নয়, বরং বাড়িতেও নারীরা উক্ত সময়ে দো'আ করলে দো'আ কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং দো'আ কবুল করা হয় (*আহমাদ হা/১৪৭৩০; ছহীহাহ হা/১৪১৩*)।

প্রশ্ন (৯/১৬৯) : নিজের ব্যভিচারে জন্মগ্রহণ করা মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ,
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : নিজের ব্যভিচারের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করা কন্যাকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা জারজ হ'লেও সে তারই অংশবিশেষ। পিতৃপরিচয় গোপন থাকলেও সে জিনগতভাবে তারই সন্তান। অতএব তাকে বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে জমহূর বিদ্বানগণ একমত (*ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/১১৯; হাশিয়াতু ইবনু আবেদীন ৩/১৯৭*)। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল- তোমাদের মা, মেয়ে.. (*নিসা ৪/২৩*)।

প্রশ্ন (১০/১৭০) : মেয়ের পিতা মেয়েকে স্বামীর নিকট থেকে পৃথক করে নিতে চায়। সেজন্য তিনি গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করছেন। এক্ষণে মেয়ের জন্য করণীয় কি?

-আবু তালেব, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করা বা হত্যা করা নিষিদ্ধ। বিশেষ করে শিশুর গঠন শুরু হয়ে গেলে গর্ভপাত করা যাবে না। আর ৪০ দিনেই শিশুর গঠন শুরু হয়ে যায় (*ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/১৬০*)। উল্লেখ্য, গর্ভপাত ঘটানোর অর্থই হ'ল সন্তান হত্যা করা, যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা করো না' (*আন'আম ৬/১৫১*)। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' (*আন'আম ৬/১৫১*)। কেবলমাত্র মায়ের জীবনের আশংকা থাকলে গর্ভস্থিত ভ্রূণ ফেলে দেওয়া জায়েয (*ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৪৫০*)। অতএব পিতার এই শরীআ'ত বিরোধী নির্দেশ পালন করা যাবে না।

প্রশ্ন (১১/১৭১) : পানিজাহাজে বা নৌযানে আরোহণের সময় কোন দো'আ পাঠ করতে হবে?

-আব্দুল হালীম,
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : নৌযানে আরোহণের নির্দিষ্ট কোন দো'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়নি। এজন্য সাধারণ বাহনে আরোহণের সময় পঠিতব্য দো'আটি পাঠ করা যায় (*ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৫/৫৪; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ২৩/১২৪*)। আর সেটি হ'ল- *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।* **অর্থ :** 'পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। আমরা বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাবো' (*যুখরুফ ৪৩/১৩-১৪; মুসলিম হা/১৩৪২*)। এছাড়া নূহ (আঃ)-কর্তৃক পঠিত কুরআনে বর্ণিত দো'আটিও পাঠ করা যায়। আর সেটি হ'ল- *বিসমিল্লা-হি মাজরে-হা ওয়া মুরসা-হা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম।* **অর্থ :** 'আল্লাহর নামেই এর গতি ও অবস্থান, আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (*কুরতুবী, তাফসীর সূরা হূদ ৪১ আয়াত প্রভৃতি*)।

প্রশ্ন (১২/১৭২) : আমার নিজের বোনের বিয়ে। তারা তেমন দ্বীনদার নয়। ফলে বিবাহ অনুষ্ঠানে দ্বীনী পরিবেশ থাকবে না। এক্ষণে আমি পরিবারের বড় ছেলে হিসাবে যদি এই বিয়েতে না যাই এবং আমার স্ত্রীকেও যাওয়ার অনুমতি না দেই, তাহ'লে আমার পিতা-মাতা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-শাকিল আহমাদ, খান্দার, বগুড়া।

উত্তর : বড় ভাই হিসাবে উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সাধ্যমত ইসলামী পরিবেশ বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করবেন ও সবাইকে উপদেশ দিবেন। অনুষ্ঠানের কিছু অংশ অপসন্দনীয় হ'লেও পুরো অনুষ্ঠান বর্জন করা যাবে না। বোনকে পর্দার বিধান অনুসরণ করে মহিলাদের পরিবেশে রাখার চেষ্টা করবেন। আর অনুষ্ঠানের আগে-পরে ইসলাম অনুমোদিত নয়, এমন কোন কাজ কেউ করলে তারা নিজেরাই দায়ী হবে। কেননা কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না। অতএব বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে পিতা-মাতার আনুগত্য করাই কর্তব্য হবে (*আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৫৬৯*)।

প্রশ্ন (১৩/১৭৩) : স্ত্রীর ঋতুস্রাব নিয়মিত সময়ের এক সপ্তাহ আগে হওয়ায় ভুলবশত ঋতু অবস্থায় নির্জনবাস হয়। এজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে কি?

-ওছমান গণী, ঢাকা।

উত্তর : অনিয়মিত ঋতু হওয়ার কারণে ভুলবশত স্ত্রী মিলন করে থাকলে কোন কাফফারা দিতে হবে না। তবে এই

ভুলের কারণে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ২/৩৫৯)*।

প্রশ্ন (১৪/১৭৪) : আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। ২০০ টাকা দিয়ে একটি কাপড় কিনলে সর্বোচ্চ কত টাকা দরে কাপড়টি বিক্রি করতে পারব?

-তাক্বী হোসাইন, আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তর : বাজারদর অনুযায়ী লাভ করবে। কেননা লাভের সীমা শরী'আতে নির্দিষ্ট করা হয়নি *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৮৯-৯১)*। জনৈক ছাহাবী এক দীনার দিয়ে একটি ছাগল কিনে দুই দীনারে বিক্রয় করেছিলেন *(আহমাদ হা/১৯৩৮১; ইরওয়া হা/১২৮৭)*।

প্রশ্ন (১৫/১৭৫) : জিনেরা কোথায় বসবাস করে? তাদের মৃত্যু হ'লে কিভাবে দাফন করা হয়?

-আব্দুল লতীফ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : মানুষের মত জিনেরাও যমীনে বসবাস করে *(রহমান ৫৫/১০)*। গোপনস্থান সমূহে বিশেষ করে টয়লেটে *(আবুদাঊদ হা/৬; মিশকাত হা/৩৫৭)*। জিনেরাই আগে পৃথিবীতে বসবাস করত। কিন্তু তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে হটিয়ে পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন *(বাক্বারাহ ২/৩০)*। জিন সহ সকল প্রাণী অবশ্যই মৃত্যুবরণ করে। তবে তাদের দাফন-কাফন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

প্রশ্ন (১৬/১৭৬) : কেউ পূর্বে কোন গোনাহ করে পরবর্তীতে হেদায়াতের পথে ফিরে এসেছে। এমন ব্যক্তিকে অতীতের গোনাহ মনে করিয়ে খোটা দিলে গোনাহ হবে কি?

-আশফিয়া,

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

উত্তর : কোন তওবাকারীকে তার পূর্বের গোনাহ নিয়ে খোটা দেওয়া যাবেনা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে, সে নির্দোষ ব্যক্তির ন্যায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০; মিশকাত হা/২৩৬৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী (২) খোটা দানকারী এবং (৩) মিথ্যা শপথের মাধ্যমে মাল বিক্রয়কারী' *(মুসলিম হা/১০৬; মিশকাত হা/২৭৯৫)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭৭) : শ্বশুর পক্ষের কেউ বরকে কিছু হাদিয়া দিতে পারবে কি?

ইয়াকুব আলী,

পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তর : পরস্পরে হাদিয়া আদান-প্রদান মুস্তাহাব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরে হাদিয়া দাও এবং মহব্বত বৃদ্ধি কর' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; মিশকাত হা/৪৬৯৩)*। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমাকে একটা মোটা কাপড়ের চাদর, একটা মশক ও একটা ইযখিরের আঁশভরা চামড়ার বালিশ উপহার হিসাবে দিয়েছিলেন *(আহমাদ হা/৬৪৩; নাসাঈ হা/৩৩৮৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দু'টি যাঁতা, একটি চামড়ার পানপাত্র এবং দু'টি কলস *(আহমাদ হা/৮১৯; ৮৩৮)*। সাথে একটি দড়ির খাটও *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৯৪৪; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫২১০)*।

তবে অবশ্যই জামাইয়ের আত্মসম্মানের দিকটিও খেয়াল রাখতে হবে, যাতে কোন বিষয় তার পৌরুষে আঘাতের কারণ না হয়। অপরদিকে বিবাহের পূর্বে বা পরে জামাইয়ের পক্ষ থেকে সরাসরি বা মেয়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে শ্বশুর পক্ষের নিকট কোন কিছু দাবী করা বা শর্ত করে নেওয়া নিঃসন্দেহে যৌতুক, যা হারাম।

প্রশ্ন (১৮/১৭৮) : একই পরিবারের মধ্যে একে-অপরের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে সংশোধনের নিয়তে পিছনে নিন্দা করলে, তা গীবতের শামিল হবে কি? এর জন্য গোনাহগার হ'তে হবে কি?

ফাতেমা, ডোমার, নীলফামারী।

উত্তর : গীবত বা পরনিন্দা হারাম। তবে পারিবারিক বিষয় মীমাংসার জন্য নিজেদের মধ্যে দোষ বলা বা সমালোচনা করা জায়েয *(নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন ৪১২ পৃ.)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন আমল সম্পর্কে বলব না, যার ছওয়াবের মর্যাদা ছিয়াম, ছাদাক্বা ও ছালাতের চেয়েও বেশি? বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমরা বললাম, সেটি কি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, সে আমল হ'ল, দু'জন মুসলিমের মধ্যে আপোষ-মীমাংসা করা। আর যে ব্যক্তি ঝগড়া ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে যেন দ্বীন মুণ্ডনকারী' *(আবুদাঊদ হা/৪৯১৯; মিশকাত হা/৫০৩৮; ছহীহাহ হা/২৬৩৯)*। অতএব কেবল মীমাংসার উদ্দেশ্যে বা সংশোধনের নিয়তে এরূপ করা যাবে।

প্রশ্ন (১৯/১৭৯) : ছালাত শেষে রুকূ-সিজদা কমবেশী হয়েছে কি-না বা তাশাহহুদ পাঠ করা হয়েছে কি-না এরূপ সন্দেহ হ'লে করণীয় কি?

-মিনহাজ পারভেয, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : সন্দেহের ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি এটি কোন রুকনের ক্ষেত্রে হয় যেমন রুকূ, সিজদা বা শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ, তাহ'লে সে রাক'আত পুনরায় আদায় করতে হবে এবং শেষ বৈঠকে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। যদি কোন ওয়াজিবের ক্ষেত্রে সন্দেহ হয়, যেমন প্রথম বৈঠকের তাশাহহুদ, তা'দীলে আরকান ইত্যাদি, তাহ'লে শেষ বৈঠকে অবশ্যই সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরাবে। আর কোন সুন্নাত আমলের ক্ষেত্রে সন্দেহ হ'লে সহো সিজদা দিয়ে সালাম ফিরানো মুস্তাহাব *(নববী, আল-মাজমূ' ৪/১১৫-১৮; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/২৪)*।

প্রশ্ন (২০/১৮০) : জনৈক আলেম বলেছেন, ছালাতের মধ্যে

www.at-tahreek.com

অর্থ বুঝে সবকিছু না পড়লে ছালাত হবে না এবং ১০টি নেকীও অর্জিত হবে না। এটা সঠিক কি?

-আছিফ মাহদী, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ছালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য বা তেলাওয়াতে ছওয়াব পাওয়ার জন্য অর্থ বুঝা শর্ত নয়। তবে দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝা এবং ছালাতে পূর্ণ মনোযোগ আনার জন্য পঠিত সূরা এবং দো'আগুলির অর্থ সাধ্যমত জানার চেষ্টা করা কর্তব্য *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাহ ১/১৮৭; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৫/২)*।

প্রশ্ন (২১/১৮১) : রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র বিশেষ কিছু বান্দা আছে যারা কিছু নিদর্শন দেখে লোকদের চিনতে পারে (ছহীহাহ হা/১৬৯৩)। হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-রাসেল মাহমূদ,
হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর।

উত্তর : কিছু লোককে আল্লাহ বিশেষ দক্ষতা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা বস্তুর কিছু লক্ষণ দেখে তারা তা বুঝতে পারেন। এটি তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ। যেমন চিকিৎসকগণ রোগীর কিছু লক্ষণ দেখে কিছু রোগের কথা বলতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন সমূহ রয়েছে দূরদর্শী ব্যক্তিদের জন্য' *(হিজর ১৫/৭৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুমিনের দূরদৃষ্টি সম্পর্কে সজাগ থাক। কারণ সে আল্লাহ্র নূরের সাহায্যে দেখে। তারপর তিনি পাঠ করেন- 'নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য *(তিরমিযী হা/৩১২৭; ছহীহাহ হা/১৬৯৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। ছাহাবীগণের মধ্যে এমন ব্যক্তি অসংখ্য ছিল। যেমন আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর চেহারা দেখে বলেছিলেন, এ কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা হ'তে পারে না *(তিরমিযী হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/১৯০৭; ছহীহাহ হা/৫৬৯)*। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তার ছেলে ওমরকে দেখে বুঝে নিয়েছিলেন, সে খুব নেতৃত্ব লোভী। আর তার হাতেই পরবর্তীতে হুসাইন (রাঃ) কারবালায় শহীদ হন *(আহমাদ হা/১৪৪১; মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/৭৩৭)*।

প্রশ্ন (২২/১৮২) : পূজার সময় একদল হিন্দু দোকানে দোকানে চাঁদা চায়। সামাজিকতা রক্ষার্থে অনেক সময় চাঁদা দিতে হয়। এতে দানকারী পাপের ভাগিদার হবে কি?

-ইব্রাহীম খলীল, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তর : এক্ষেত্রে দাতাকে পাপের ভাগিদার হ'তে হবে। কারণ এটি সরাসরি শিরকের কাজে সহযোগিতা করা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘন কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। অতএব এমন কাজে চাঁদা প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (২৩/১৮৩) : আমি অল্প বেতনে সরকারী চাকুরী করি এবং পরিবার নিয়ে কোন রকম দিনাতিপাত করি। পিতা-মাতা অনেক সহায়-সম্পত্তির মালিক। কিন্তু আমি তাদের কোন আর্থিক সহযোগিতা করতে পারি না বলে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমার বোনদেরও বিবাহ হয়ে গেছে। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিয়মিত আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য আমাকে চাপ দেন। কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-আব্দুর রহমান,
ডাবতলা মোড়, রাজশাহী।

উত্তর : ওলামায়ে কেরাম পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন- ১. পিতা-মাতাকে দরিদ্র হ'তে হবে, যাদের কোন সম্পদ নেই এবং কোন উপার্জনও নেই। ২. পিতা-মাতার প্রতি খরচ করার জন্য সন্তানের সামর্থ্য থাকতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) দু'টি শর্ত উল্লেখ করে বলেন, '**প্রথমতঃ** সম্পদ নেওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি যাতে যুলুম না হয়, এর কারণে সে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং পিতা এমন কিছু নিবেন না যা সন্তানের বিশেষ প্রয়োজনীয়। **দ্বিতীয়তঃ** পিতা এক সন্তানের সম্পদ নিয়ে আরেক সন্তানকে দিবেন না' *(আল-মুগনী ৬/৬২)*। কোন কোন বিদ্বান পিতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের জন্য ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। ১. পিতা এমন সম্পদ গ্রহণ করবেন যাতে সন্তান ক্ষতিগ্রস্ত না হয় বা এমন সম্পদ নিবেন যা সন্তানের প্রয়োজন নেই। ২. অন্য সন্তানকে না দেওয়া। ৩. তাদের যে কেউ মৃত্যুশয্যায় না থাকা। ৪. সন্তান মুসলিম ও পিতা কাফির না হওয়া। ৫. সম্পদ মওজূদ থাকা। ৬. মালিকানার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা' *(মুহাম্মাদ বিন ইব্রাহীম আলে শায়খ, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৯/২২১)*। এক্ষণে উপরোক্ত শর্তগুলো মওজূদ থাকলে পিতার আনুগত্য করে তাদের আর্থিক সহায়তা করবে, অন্যথায় অপারগতা প্রকাশ করে পিতা-মাতার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে।

প্রশ্ন (২৪/১৮৪) : ছেলে মারা যাওয়ায় নমীনী হিসাবে কোম্পানী প্রদত্ত পুরো অর্থ তার পিতা পেয়েছেন। আরো কিছু অর্থ আছে যা তাদেরকে প্রদান করা হবে। ছেলে পিতা-মাতা সহ ১ ছেলে, স্ত্রী এবং ছোট ভাই রেখে গেছে। এক্ষণে উক্ত সম্পদ বাকি সদস্যদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করতে হবে?

-সবুজ আহমাদ,*
সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।
*[*শুধু 'আহমাদ' নাম রাখুন (স.স.)]।*

উত্তর : নমীনী সাময়িকভাবে মৃতের সম্পত্তি প্রাপ্তির একটি মাধ্যম মাত্র। এটি ইসলামী উত্তরাধিকারের কোন পদ্ধতি নয়। এজন্য মাইয়েতের যাবতীয় সম্পত্তি শারঈ পদ্ধতিতে বণ্টন করতে হবে। এক্ষণে মোট সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ করে পিতা-মাতা পাবেন। স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ পাবে এবং বাকী সম্পত্তি আছাবা হিসাবে মাইয়েতের ছেলে পেয়ে যাবে। পিতা-মাতা জীবিত থাকায় মাইয়েতের ভাই কোন সম্পত্তি পাবে না *(নিসা ৪/১০-১১; মুয়াত্ত্বা মালেক হা/১৮৫৪; আল-মুনতাক্বা ৬/২২৭)*।

প্রশ্ন (২৫/১৮৫) : কোন ব্যক্তি যদি নিয়মিতভাবে মহল্লার মসজিদে ছালাত না পড়ে অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করে,

তবে এতে কোন গোনাহ হবে কি?

-মুহাম্মাদ হোসাইন,
জকিগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর : নিকটবর্তী তথা মহল্লার মসজিদে গমনই উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'লোকেরা যেন তাদের নিকটতম মসজিদে ছালাত আদায় করে, একাধিক মসজিদ খুঁজে না বেড়ায় *(ফাওয়ায়েদু তামাম হা/১৪১৬; ছহীহাহ হা/২২০০)*। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, উত্তম হচ্ছে তুমি মহল্লার মসজিদে ছালাত আদায় করবে তাতে লোক সংখ্যা বেশী হৌক বা কম হৌক। কারণ এতে নানাবিধ কল্যাণ রয়েছে *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১৫২)*। আর যে সকল হাদীছে অধিক পদচারণা বা দূরত্বের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো নিকটবর্তী কোন মসজিদ না থাকার সাথে সংশ্লিষ্ট *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১৫২)*। উল্লেখ্য যে, যদি দূরবর্তী মসজিদে তুলনামূলক তেলাওয়াত বিশুদ্ধ হয় এবং নিকটতম মসজিদে তেলাওয়াতে অনেক ভুল হয় বা নিকটতম মসজিদ শিরক-বিদ'আতযুক্ত হয় তা'হলে দূরের মসজিদে যাওয়া উত্তম *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৪/১৫৩)*। আর মাঝে মাঝে উভয় মসজিদে ছালাত আদায় করা যেতে পারে, যাতে উভয় মসজিদের দাতারা ছওয়াবপ্রাপ্ত হয় *(নববী, রওযাতুত ত্বালেবীন ১/৩৪১; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/১৩২)*।

প্রশ্ন (২৬/১৮৬) : ওশরের ধান ওয়ায মাহফিলে দেওয়া যাবে কি?

-নাছিরুদ্দীন, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তর : ওশর বা যাকাতের নির্দিষ্ট আটটি খাত রয়েছে। ওশর সেগুলোতেই দিতে হবে *(তওবা ৯/৬০; ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৩১-৩৩৯)*। এক্ষণে দ্বীনী মাহফিল দ্বীনী জ্ঞান প্রচারের মাধ্যম। আর কুরআনে 'ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহ্র পথ নামে একটি খাত রয়েছে। আর দ্বীনী জ্ঞান প্রচারের কাজ আল্লাহ্র পথের অন্তর্গত *(ওছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৮/৩৩১-৩৩৯)*। সুতরাং এই কাজে ওশরের ফসল দেওয়া যেতে পারে। তবে ঢালাওভাবে নয়, বরং যেখানে প্রকৃত অর্থেই দ্বীনের জ্ঞান প্রচার হ'তে পারে, কেবল সেখানেই দেওয়া যাবে। কেননা অনেক মাহফিলে দ্বীনের নামে শিরক ও বিদ'আতের প্রচার হয়। যেখানে সাহায্য করা যাবে না।

প্রশ্ন (২৭/১৮৭) : কোন নারী কোন পুরুষকে ডিভোর্স দেওয়ার কয়েক বছর পর পুনরায় উক্ত পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে কি?

-জামিরুল ইসলাম, হাইমচর, চাঁদপুর।

উত্তর : পারবে। কারণ নারীর পক্ষ থেকে তালাক নেওয়া শরী'আতে 'খোলা' হিসাবে গণ্য। আর 'খোলা'র ইদ্দত এক মাস। অতঃপর মোহর, অভিভাবকের অনুমতি ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে হ'তে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩)*।

প্রশ্ন (২৮/১৮৮) : ৬ বছর পূর্বে আমরা প্রেম করে বিবাহ করি। আমরা উভয়েই ব্যাংকে চাকুরী করি। চাকুরীর কারণে উভয়কে আলাদা যেলায় থাকতে হয়। আমাদের কোন সন্তান নেই। কিছু দিন পূর্ব থেকে স্ত্রী আমার সাথে সংসার করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আমার সাথে কথা বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ী থেকে ধৈর্য ধরতে বলছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, চট্টগ্রাম।

উত্তর : ধৈর্যের সাথে মীমাংসার চেষ্টা করবে এবং প্রয়োজনে স্ত্রীকে চাকুরী ছাড়ার পরামর্শ দিয়ে একই স্থানে থাকবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তা নিরসনের শারঈ পদ্ধতি হ'ল- প্রথমে তাকে উপদেশ দিতে হবে *(বুখারী হা/৩৩৩১; মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮)*। তাতে সমাধান না হ'লে বিছানা পৃথক করতে হবে *(নিসা ৪/৩৪)*। এতে সমাধান না হ'লে উভয় পরিবারের অভিভাবকদের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে *(নিসা ৪/৩৫; আহমাদ হা/৬৫৬)*। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহ'লে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর' *(নিসা ৪/৩৪)*। এতেও সমাধান না হ'লে সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসাবে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। উল্লেখ্য যে, সূদভিত্তিক ব্যাংকের চাকুরী থেকে নিজেকে হেফাযত করা আবশ্যক, কেননা সূদী হিসাব-নিকাশে জড়িত থাকা কবীরা গোনাহ *(মুসলিম হা/১৫৯৮)*।

প্রশ্ন (২৯/১৮৯) : খাবার পাত্র চেটে খাওয়া সুন্নাত। এক্ষণে কেউ হাত দিয়ে না চেটে জিহ্বা দিয়ে চেটে খেলে সুন্নাত আদায় হবে কি?

-কায়ছার হানীফ,
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : হাতের আঙ্গুল দ্বারা মুছে সে আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খাওয়া সুন্নাত *(ওছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ২/২৯৯)*। জাবের (রাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাওয়ার পর আঙ্গুলগুলি ও পাত্র চেটে খাওয়ার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, 'ওর কোনটিতে বরকত আছে তা তোমরা জান না' *(মুসলিম হা/২০৩৩; মিশকাত হা/৪১৬৫)*। জিহ্বা দিয়ে চেটে খাওয়া যায়, তবে একই পাত্রে একাধিক ব্যক্তি খাওয়ার সময় জিহ্বা দ্বারা চেটে খাওয়া আদবের খেলাফ।

প্রশ্ন (৩০/১৯০) : পিতা খালাতো ভাইয়ের সাথে আমার বোনকে বিবাহ দেয়। পরে ৮ বছরের সন্তান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে নানাবিধ পারিবারিক সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় তালাক নেওয়া হয়। কিন্তু ১ বছর আমাদের বাসায় থাকার পর আমাদের সবার অবাধ্য হয়ে নতুন বিয়ের মাধ্যমে বোন তার সাবেক স্বামীর কাছে ফিরে যায়। এখন আমি তার সাথে আর সম্পর্ক রাখি না। এটা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-সাগর*,

সাঘাটা, গাইবান্ধা।
[আরবীতে ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]।

উত্তর : বোনের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে। অবাধ্যতার কারণে সাময়িকভাবে শাস্তিমূলকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া উক্ত বিচ্ছেদ যেহেতু 'খোলা' তালাক ছিল, অতএব উক্ত নারীর জন্য নতুন বিবাহের মাধ্যমে পূর্বের স্বামীর সাথে সংসার করায় বাধা নেই *(ওছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১২/৪৫০-৪৭০ প্রভৃতি)*। এক্ষণে বোনের উচিৎ ছিল বৈধ অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে শারঈ পদ্ধতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সাবেক স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়া। আর পিতা ও ভাই রাযী না হ'লে পরবর্তী অভিভাবকের অনুমতিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া *(ওছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩/১৪৮)*। বর্তমান অবস্থায় পিতা বা ভাইয়ের কর্তব্য হবে বোনের ইচ্ছা মোতাবেক তাকে বৈধভাবে প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তাদের ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তারা উভয়ে যদি ন্যায়ানুগভাবে পরস্পরে সম্মত হয়, সে অবস্থায় স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের বিয়ে করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না *(বাক্বারাহ ২/২৩১)*।

প্রশ্ন (৩১/১৯১) : কোন নারী স্বামীর মৃত্যুর পর ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে নিজের ছেলের সাথে ওমরায় যেতে পারবেন কি?

-যয়নব, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : পারবে না। বরং ইদ্দত শেষ করে ওমরাহ পালন করবে। কারণ মৃত স্বামীর জন্য স্ত্রীকে চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করতে হয় *(বাক্বারাহ ২/২৩৪)*। অতএব সে ইদ্দত পালন করবে এবং পরবর্তীতে শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকলে ওমরাহ করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/২৯ প্রভৃতি)*। কোন নারী ইদ্দতের মধ্যে থাকা অবস্থায় হজ্জে গেলে ওমর (রাঃ) বায়দা থেকে ফিরিয়ে দিতেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/১৭০৮; ইরওয়া হা/২১৩২)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে ইদ্দত পালনকারী স্ত্রী হজ্জের সফরে বের হবে না। এ ব্যাপারে চার ইমামের ঐক্যমত রয়েছে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/২৯)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, স্বামীর মৃত্যুজনিত কারণে ইদ্দত পালনকারী নারী হজ্জের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করবে না। যদি হজ্জের সফরে বের হয় এবং পথে স্বামীর মৃত্যুর খবর জানতে পারে, তাহ'লে তিনি ফিরে আসবেন এবং স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করবেন *(মুগনী ৮/১৬৭)*। অতএব ইদ্দত পালন শেষেই হজ্জ-ওমরা বা অন্য কোন সফরে বের হ'তে পারে, পূর্বে নয়।

প্রশ্ন (৩২/১৯২) : এক ভাই ক্রিকেটে জুয়া খেলতো। পরে হেদায়াত পেয়ে তা ছেড়ে দেয়। এক্ষণে জুয়ার মাধ্যমে যেসব মানুষের টাকা অবৈধভাবে নিয়েছে তা তাকে ফেরত দিতে হবে কি? এটা না করলে সে হক নষ্টের অপরাধে গোনাহগার হবে কি?

-শাকিল আহমাদ,
খান্দার, তিনমাথা, বগুড়া।

উত্তর : উপার্জনের মাধ্যম হারাম হওয়ায় তার লভ্যাংশ সর্বাবস্থায় ভোগ করা নিষিদ্ধ এবং পরিত্যাজ্য। তাকে অবশ্যই খালেছ তওবার সাথে সাথে উক্ত সম্পদ মালিককে ফেরত দিতে হবে। আর মালিককে না পাওয়া গেলে তার নামে ছাদাক্বা করে দিবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩১৩৫)*। এমতাবস্থায় সে দরিদ্র হ'লে একান্ত প্রয়োজনীয় সম্পদ রেখে অবশিষ্ট সম্পদ মালিককে ফিরিয়ে দিবে অথবা তার অবর্তমানে তার নামে কিংবা সাধারণভাবে ছাদাক্বা করে দিবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৯/৩৫১)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৯৩) : মাহরাম ছাড়া মেয়েদের মেডিকেল কলেজ-এর হোস্টেলে অবস্থান করে পড়াশোনা করা যাবে কি?

-রুক্বাইয়া খাতুন, সিংড়া, নাটোর।

উত্তর : মেয়েদের হোস্টেলে পূর্ণ পর্দার পরিবেশ ও নিরাপত্তা থাকলে সেখানে অবস্থান করে পড়াশোনা করা যাবে *(বুখারী হা/৫২৩৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৭৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৯৪) : ছালাতের পূর্বে মিসওয়াক করলে ৭০ গুণ বেশী নেকী হয়, এ হাদীছের সত্যতা আছে কি?

-সুমাইয়া খাতুন, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলো যঈফ *(আহমাদ হা/২৬৩৮৩; যঈফাহ হা/১৫০৩)*। তবে ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি যদি উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহ'লে প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৯৫) : কোন কোন বাস প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের সময় মসজিদে বিরতি দেয়। এমতাবস্থায় জমা করা যাবে কি? না কি প্রতি ওয়াক্তে পড়াই উত্তম হবে?

-রাশেদ, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : মুসাফিরের জন্য সফরকালীন যোহর-আছর ও মাগরিব-এশার ছালাত জমা ও কছর করা মুস্তাহাব *(বুখারী হা/১১১১)*। তবে প্রতি ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের সুযোগ থাকলে জামা'আতের সাথেও ছালাত আদায় করা যায়। কারণ ছালাত নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত *(নিসা ৪/১০৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/১৩৯-৪০ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৯৬) : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী যেনায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের একটি সন্তানও আছে। এক্ষণে স্বামীর করণীয় কি?

-নূরুদ্দীন, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তর : স্ত্রীর একনিষ্ঠ তওবা সাপেক্ষে স্বামী তাকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারে *(ছহীহাহ হা/৬৬৩)*। আর তার থেকে আবারও একই কর্মে জড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকলে, তাকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। কারণ স্ত্রীর ব্যভিচার চলমান

থাকার বিষয়টি জানার পরেও তাকে নিয়ে সংসারকারী পুরুষ দাইউছ। আর দাইউছ জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহুল জামে' হা/৩০৬২)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৯৭) : বড় দিন উপলক্ষ্যে আমার কোম্পানীর খৃষ্টান মালিক বেশ কিছু হালাল প্যাকেটজাত খাবার উপহার দিয়েছে। এক্ষণে সেগুলি আমি খেতে পারব কি? না পারলে করণীয় কি?

-যাকির হোসাইন, নর্থ জুটল্যাণ্ড, ডেনমার্ক।

উত্তর : সাধারণভাবে অমুসলিমরা হালাল কোন খাবার হাদিয়া হিসাবে প্রদান করলে তা গ্রহণে দোষ নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১/২৫১)*। আল্লাহ বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না... *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, চাওয়া ছাড়াই তোমাকে যা কিছু দেওয়া হয়, তা খাও এবং ছাদাক্বা করো *(মুসলিম হা/১০৪৫; মিশকাত হা/১৮৫৪)*। সালেম (রাঃ) বলেন, ইবনু ওমর (রাঃ) কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং কেউ যদি (না চাওয়া সত্ত্বেও) তাকে কিছু দিতেন, তাহ'লে তিনি এটা প্রত্যাখান করতেন না *(মুসলিম হা/১০৪৫; মিশকাত হা/১৮৫৭)*।

আলী (রাঃ)-কে খৃষ্টানদের ঈদের দিনে কোন কিছু হাদিয়া দেওয়া হ'লে তিনি তা গ্রহণ করতেন *(বায়হাক্বী হা/১৮৮৬৫)*। জনৈকা মহিলা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমার একজন অগ্নিপূজক প্রতিবেশী আছে, তারা তাদের ঈদের দিনে আমাকে হাদিয়া দিলে তা গ্রহণ করব কি? তিনি বললেন, তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত নিবে না। তবে হালাল খাবার বা ফলমূল নিবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪৩৭১)*। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু বারযা আসলামী (রাঃ) তার পরিবারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, অমুসলিমরা তাদের ঈদের দিনে কোন হাদিয়া দিলে হালাল এবং ফলমূল গ্রহণ করবে; অন্য কিছু দিলে প্রত্যাখান করবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৪৩৭২, ৩২৬৭৪)*।

উপরোক্ত আছারগুলো উল্লেখপূর্বক ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-সহ বিদ্বানগণ বলেন, এগুলো প্রমাণ করে যে, তাদের আনন্দের দিনের কোন হালাল হাদিয়া গ্রহণে দোষ নেই। তবে সেই দিনে তাদের সাথে আনন্দ করা, সেই আনন্দকে কেন্দ্র করে তাদেরকে হাদিয়া দেওয়া বা তাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে হাদিয়া আদান-প্রদান করা হারাম *(ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম ১/২৫১)*। সর্বোপরি বিজাতীয় কোন অনুষ্ঠানের যে কোন কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে বিরত রাখাই সর্বোত্তম।

প্রশ্ন (৩৮/১৯৮) : সকাল ও বিকালে যে ১০০ বার 'সুবহানাল্লহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে, তাকে আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দেওয়া হবে, এই হাদীছটি কী ছহীহ?

-আব্দুল আলীম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকালে জেগে উঠে একশ' বার বলবে, *'সুবহানাল্লাহিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহি'* এবং সন্ধ্যায় উপনীত হয়েও অনুরূপ বলে, তাহ'লে সৃষ্টিকুলের কেউই তার মত মর্যাদা ও ছওয়াব অর্জনে সক্ষম হবে না' *(আবুদাউদ হা/৫০৫১; ছহীহুল জামে' হা/৬৪২৫)*। উক্ত তাসবীহটি সংক্ষেপে কেবল *'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি'* শব্দে পাঠ করলেও উক্ত মর্যাদা পাবে *(মুসলিম হা/২৬৯২; মিশকাত হা/২২৯৭)*। তাছাড়া উক্ত তাসবীহটি যতবার পাঠ করবে জান্নাতে ততটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে *(তিরমিযী হা/৩৪৬৪; মিশকাত হা/২৩০৪; ছহীহাহ হা/৬৪)*। এছাড়া এই তাসবীহটি যে ব্যক্তি নিয়মিত পাঠ করবে, তার গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয় *(বুখারী হা/৬৪০৫; মিশকাত হা/২২৯৬)*।

প্রশ্ন (৩৯/১৯৯) : ছালাতের মধ্যে বায়ুর চাপ আসলে তা আটকে রেখে ছালাত অব্যাহত রাখা যাবে কি?

-শাকিল আহমাদ, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : পেশাব-পায়খানা বা বায়ুর চাপ নিয়ে ছালাত আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে সেটি মাকরূহ। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'খাদ্য উপস্থিত হ'লে ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম হা/৫৬০; মিশকাত হা/১০৫৭)*। বায়ুর অতিরিক্ত চাপ থাকলে ছালাতে খুশূ-খুযূ থাকে না। অতএব এমতাবস্থায় ছালাত ছেড়ে প্রয়োজন পূর্ণ করে পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ১২/৪৩৫)*। কেবল ওয়াসওয়াসার কারণে ছালাত ছেড়ে দিবে না। বরং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ছালাত অব্যাহত রাখবে। কারণ সন্দেহের দ্বারা পবিত্রতা নষ্ট হয় না *(বুখারী হা/১৩৭; মুসলিম হা/৩৬২; মিশকাত হা/৩০৬)*।

প্রশ্ন (৪০/২০০) : পশুর পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় ঐ পশু কুরবাণী করা যাবে কি?

-মমতাযুর রহমান, মাগুরা।

উত্তর : পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় পশু কুরবাণী করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। এছাড়া উক্ত পশুর গোশত খাওয়া যাবে। এমনকি রুচি হ'লে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হ'লে খাও। কারণ বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল' *(আবুদাউদ হা/২৮২৮; মিশকাত হা/৪০৯১-৯২)*।

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০২৩ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ফেব্রুয়ারী	০৯ রজব	১৮ মাঘ	বুধবার	০৫:২২	০৬:৩৯	১২:১২	০৩:২২	০৫:৪৫	০৭:০২
০৩ ফেব্রুয়ারী	১১ রজব	২০ মাঘ	শুক্রবার	০৫:২১	০৬:৩৮	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৩
০৫ ফেব্রুয়ারী	১৩ রজব	২২ মাঘ	রবিবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১২	০৩:২৪	০৫:৪৭	০৭:০৪
০৭ ফেব্রুয়ারী	১৫ রজব	২৪ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১২	০৩:২৫	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৯ ফেব্রুয়ারী	১৭ রজব	২৬ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:১৮	০৬:৩৫	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫০	০৭:০৭
১১ ফেব্রুয়ারী	১৯ রজব	২৮ মাঘ	শনিবার	০৫:১৭	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫১	০৭:০৮
১৩ ফেব্রুয়ারী	২১ রজব	৩০ মাঘ	সোমবার	০৫:১৬	০৬:৩২	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	২৩ রজব	০২ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:১৫	০৬:৩১	১২:১২	০৩:২৮	০৫:৫৪	০৭:১০
১৭ ফেব্রুয়ারী	২৫ রজব	০৪ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:১৪	০৬:৩০	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৫	০৭:১১
১৯ ফেব্রুয়ারী	২৭ রজব	০৬ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:১৩	০৬:২৮	১২:১২	০৩:২৯	০৫:৫৬	০৭:১২
২১ ফেব্রুয়ারী	২৯ রজব	০৮ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:১১	০৬:২৭	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৭	০৭:১৩
২৩ ফেব্রুয়ারী	০২ শা‘বান	১০ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৫:১০	০৬:২৫	১২:১২	০৩:৩০	০৫:৫৮	০৭:১৪
২৫ ফেব্রুয়ারী	০৪ শা‘বান	১২ ফাল্গুন	শনিবার	০৫:০৮	০৬:২৩	১২:১১	০৩:৩১	০৫:৫৯	০৭:১৪
২৭ ফেব্রুয়ারী	০৬ শা‘বান	১৪ ফাল্গুন	সোমবার	০৫:০৭	০৬:২২	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০০	০৭:১৫
০১ মার্চ	০৮ শা‘বান	১৬ ফাল্গুন	বুধবার	০৫:০৫	০৬:২০	১২:১১	০৩:৩১	০৬:০১	০৭:১৬
০৩ মার্চ	১০ শা‘বান	১৮ ফাল্গুন	শুক্রবার	০৫:০৩	০৬:১৮	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০২	০৭:১৭
০৫ মার্চ	১২ শা‘বান	২০ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:০২	০৬:১৬	১২:১০	০৩:৩২	০৬:০৩	০৭:১৮
০৭ মার্চ	১৪ শা‘বান	২২ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	০৫:০০	০৬:১৫	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৪	০৭:১৯
০৯ মার্চ	১৬ শা‘বান	২৪ ফাল্গুন	বৃহস্পতি	০৪:৫৮	০৬:১৩	১২:০৯	০৩:৩২	০৬:০৫	০৭:২০
১১ মার্চ	১৮ শা‘বান	২৬ ফাল্গুন	শনিবার	০৪:৫৬	০৬:১১	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৬	০৭:২১
১৩ মার্চ	২০ শা‘বান	২৮ ফাল্গুন	সোমবার	০৪:৫৪	০৬:০৯	১২:০৮	০৩:৩২	০৬:০৭	০৭:২২
১৫ মার্চ	২২ শা‘বান	০১ চৈত্র	বুধবার	০৪:৫২	০৬:০৭	১২:০৭	০৩:৩২	০৬:০৮	০৭:২২

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−২	−২
গাযীপুর	০	০	০	−১	০
শরীয়তপুর	০	+১	+১	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	−১	−১	−২	−৩	−২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+১	+১
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+১	+১	+১	+১	+১
গোপালগঞ্জ	+২	+৩	+৩	+৩	+২
ফরিদপুর	+২	+৩	+২	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+২	+২	+১	০	+১
ময়মনসিংহ	+১	০	−১	−২	−১
জামালপুর	+৩	+২	+১	০	+১
নেত্রকোণা	০	−১	−২	−৩	−২

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
সাতক্ষীরা	+৫	+৬	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৭	+৬	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৫	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৩	+৪	+৪	+৪	+৪
বাগেরহাট	+২	+৩	+৩	+৩	+৩
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+১	+১	+২	+২	+১
পটুয়াখালী	০	+১	+১	+১	+১
পিরোজপুর	+১	+২	+৩	+৩	+২
বরিশাল	০	+১	+১	+১	০
ভোলা	−১	০	০	০	−১
বরগুনা	+১	+২	+২	+২	+২

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৪	+৪	+৪
বগুড়া	+৫	+৫	+৩	+৩	+৩
রাজশাহী	+৮	+৮	+৭	+৬	+৭
নাটোর	+৬	+৬	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৬	+৬	+৫	+৪	+৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৯	+৯	+৮	+৭	+৮
নওগা	+৭	+৬	+৫	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৯	+৮	+৫	+৫	+৬
দিনাজপুর	+৮	+৮	+৬	+৬	+৬
লালমণিরহাট	+৫	+৪	+২	+১	+৩
নীলফামারী	+৮	+৭	+৫	+৪	+৫
গাইবান্ধা	+৪	+৪	+২	+১	+২
ঠাকুরগাঁও	+৯	+৮	+৬	+৫	+৬
রংপুর	+৬	+৫	+৩	+২	+৩
কুড়িগ্রাম	+৪	+৪	+১	০	+২

বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৩
ফেনী	−৪	−৩	−৩	−৪	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−২	−২	−৩	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৭	−৭	−৬	−৬	−৭
নোয়াখালী	−৩	−২	−২	−২	−৩
চাঁদপুর	−১	−১	−১	−১	−১
লক্ষ্মীপুর	−২	−১	−১	−১	−২
চট্টগ্রাম	−৬	−৫	−৪	−৫	−৫
কক্সবাজার	−৭	−৬	−৫	−৪	−৫
খাগড়াছড়ি	−৬	−৬	−৬	−৬	−৬
বান্দরবান	−৮	−৭	−৬	−৬	−৭

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৫	−৭	−৮	−৭
মৌলভীবাযার	−৫	−৫	−৬	−৭	−৬
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৪	−৫	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৬	−৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 26, Issue 5, February 2023

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

২৩ ও ২৪ শে ফেব্রুয়ারী
বৃহস্পতি ও শুক্রবার

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

উদ্বোধন : ১ম দিন সকাল ১০টা

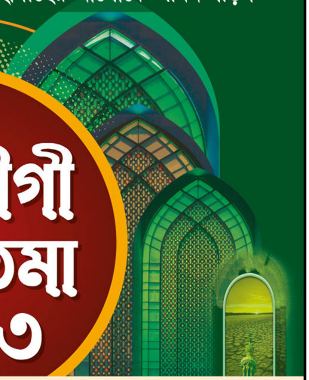

৩৩ তম বার্ষিক
তাবলীগী ইজতেমা ২০২৩

ভাষণ দিবেন
'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬০৫২৫, মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১৫-০০২৩৮০

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।
বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।